শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়ত ঃ

সভাষ্য
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি-সংগ্রহ
ও
মহাজন-পদাবলী

(ষষ্ঠ সংস্করণ)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ও আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ পরিব্রাজক মহারাজের

অভীষ্টানুসারে

গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক

প্রকাশিত।

পূর্ব সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগৌরপ্রিয় মহাজন শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরের বিরচিত ভজন-গীতি "প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ, প্রচলিত, সমাদৃত ও ভজনের আলোকপ্রদ, তদ্রূপ তৎপরবর্তী শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের রচিত গীতি-সমূহও শ্রীহরিসেবা-বিমুখ ভোগোন্মত্ত বিশ্বে অনর্থযুক্ত সাধক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনসিদ্ধ পর্যন্ত সকল প্রকার সাধকের উপযোগী ও ভজনের দিক্‌প্রদর্শক। শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর তাঁহার গীতিতে কেবল ভক্তিপথের পথিকৃৎ এর জন্যই সন্ধানী আলোক প্রদান করিয়াছেন ; আর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর কেবলমাত্র ভক্তিপথের পথিকের জন্য নহে — কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ধর্ম্মধ্বজী, আউল-বাউল, নেড়া-নেড়ী, মায়াবাদী, নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক ও সাধকের প্রতি অপার করুণা প্রকাশপূর্বক তাহাদিগকে ভক্তিপথে আকর্ষণ করিয়া পরম দুর্লভ বস্তু দান করিবার জন্য তাঁহার গীতি-সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'কল্যাণকল্পতরু'-নামক গীতি-গ্রন্থটিতে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরুর'ই প্রথমে বন্দনাতে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ —

> "অয়ং কল্পতরুর্নাম কল্যাণপাদপঃ শুভঃ।
> বৈকুণ্ঠনিলয়ে ভাতি বনে নিঃশ্রেয়সাহ্বকে।। ৫।।
> তস্য স্কন্ধত্রয়ং শুদ্ধং বর্ততে বিদুষাং মুদে।
> উপদেশস্তথা চোপলব্ধিস্তূচ্ছ্বাসকঃ কিল ।। ৬।।
> আশ্রিত্য পাদপং বিদ্বান্ কল্যাণং লভতে ফলম্।
> রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু দাস্যং **বৃন্দাবনে বনে** ।। ৭।।"

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে নিঃশ্রেয়স-কাননে এই কল্যাণ-কল্পতরু নিত্য বিরাজমান। ঐ তরুবরের প্রধান তিনটি স্কন্ধ বিদ্বজ্জনগণের আনন্দ বৃদ্ধি

করিতেছে। উক্ত স্কন্ধত্রয়ের নাম উপদেশ, উপলব্ধি ও উচ্ছ্বাস। কল্পতরু আশ্রয় করিলে কল্যাণরূপ ফল লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে অন্তঃপুরস্থ বৃন্দাবন-নামক অপ্রাকৃত কাননে রাধাকৃষ্ণের বিলাসকার্যে নিত্য দাস্যই উক্ত কল্যাণ ।। ৫-৭ ।।

তাঁহার বিরচিত "শরণাগতি" নামক গীতিগ্রন্থটি ভক্তগণের প্রাণ-স্বরূপ। ইহা তিনি নিজেই ঐ গ্রন্থের প্রথম গানটিতে বর্ণন করিয়াছেন, —

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'।।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় **শরণাগতি ভকতের প্রাণ**।।"

শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধক-জীব কি-ভাবে পরমার্থ পথে অগ্রসর হইবেন, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঐ গ্রন্থে তাহা দিগ্‌দর্শন প্রদান করিয়াছেন। এই 'শরণাগতি' গ্রন্থটি কি গৃহী, কি ত্যাগী সকল প্রকার ভক্তের ভজনের পরম উপযোগী। এইরূপ সরল ও সহজবোধ্য ভজন গীতিগ্রন্থ বর্ত্তমান যুগে বিরল।

শরণাগত হওয়ার পর ত্রিতাপগ্রস্ত জীব সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও দুর্দৈব হইতে বিমুক্ত হইয়া কিরূপ আনন্দ লাভ করেন, কিরূপ সুন্দর জীবন প্রাপ্ত হন, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্রীল ঠাকুরের গীতিদ্বয় হইতে কথঞ্চিৎ অনুভব করা যায়—

'আমার' বলিতে প্রভু ! আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু ভাই।।
বন্ধু, দারা-সুত-সুতা — তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস।।"

— (সটীকা শরণাগতি, আত্মনিবেদন ১৩/২)

"ধন, জন, গৃহ, দার 'তোমার' বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া।।
তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন।।
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী।।
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা।।
নিজ সুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ-সার।।"

— (সটীকা শরণাগতি, আত্মনিবেদন ১৩/৩-৭)

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি।।
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়।।
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী।।"

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।"
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।।
পূর্ব-ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।।
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে।।"

— (সটীকা শরণাগতি, আত্মনিবেদন ১৬/৪-৬)

শ্রীল ঠাকুরের বিরচিত 'গীতাবলী' ও 'গীতমালা' গীতিগ্রন্থদ্বয় সাধকের নিত্যপাঠ্য এবং ভজনপথের আলোক-প্রদর্শক। ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম যেরূপ বেদ, বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদির সমস্ত মর্ম ও সিদ্ধান্ত অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার 'প্রার্থনা' ও ' প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'তে জানাইয়াছেন, তদ্রূপ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদও তাঁহার গীতিসমূহে সমগ্র শাস্ত্রের তত্ত্ব, মর্ম, রহস্য ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গীতি সমূহ ত্রিতাপগ্রস্ত জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন।

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া ভক্তিসাধকের ভজনোপযোগী শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উল্লিখিত গীতিগ্রন্থগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছাপা থাকিলেও সাধকগণের ভজন পথে উজ্জ্বল আলোক-সদৃশ্য সমগ্র গীতিগ্রন্থগুলি একত্রে গুম্ফিত করিয়া প্রকাশ

করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং এই জীবাধমকে ঐগুলি প্রকাশ করিতে কৃপাদেশ করিলেন। কিন্তু বহুপ্রকার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সেবার মধ্যে থাকিয়া আর একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ সেবাভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তথাপি শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের মনোভীষ্ট-সম্পাদনের জন্য শ্রীল ঠাকুরের সকল গীতিগ্রন্থ সংগ্রহ এবং পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করিয়া গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীভাগবত প্রেসে মুদ্রণ-কার্য আরম্ভ করি। গ্রন্থের প্রুফ্সংশোধনাদি, প্রেসের কার্য আদি, অন্তে ও মধ্যে কিছুটা আমি করিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় বাধ্য হইয়া আমাকে অন্য সেবকের উপর গ্রন্থের ভার অর্পণ করিতে হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে কোথাও কিছু ত্রুটি হইয়াছে। তথাপি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে শ্রীল ঠাকুরের গীতিসমূহের এই অভিনব বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের প্রথমে 'কল্যাণকল্পতরু', তৎপর 'শরণাগতি', 'গীতাবলী', 'গীতামালা' পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করা হইয়াছে। গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূর্ব সেবাসচিব স্বধামগত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-কৃত গীতি-গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্যগুলিও এই সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত ভাষ্যে বিভিন্ন জাতীয় শব্দের ও পয়ারের অর্থ এবং কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিশেষ সহায়ক।

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের ইচ্ছানুসারে গ্রন্থটির শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে শ্রীগৌরপ্রিয় পরিকরবৃন্দের রচিত প্রয়োজনীয় ভজনগীতসমূহ সংযোজন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রী গৌর-আবির্ভাব-গীতি, শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পরম উপাদেয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেবের 'দশাবতার-স্তোত্র', শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'শ্রীজগন্নাথদেব-স্তব', শ্রীল রূপ গোস্বামীর 'শ্রীরাধিকাস্তব', 'শ্রীনৃসিংহদেবের

প্রণাম', শ্রীব্রজরাজ-সুতাষ্টক, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের 'শ্রীশচীতনয়াষ্টক', শ্রীসত্যব্রত মুনির 'শ্রীদামোদরাষ্টক', শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'গুর্ব্বষ্টক', এবং শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীলোচনদাস, শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীবাসু ঘোষ ও শ্রীবল্লভ দাসের বিভিন্ন পদাবলী, ব্রজের ভজন-গীতি, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীহরি-মহিমা ও শ্রীগৌরমহিমা, শ্রীবৈষ্ণব দাসের শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা, শ্রীল ঔড়ুলোমি মহারাজের শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীক্ষেত্র-ধাম-পরিক্রমা, শ্রীরাধাবল্লভ দাসের গোস্বামীর শোচক প্রভৃতি ভক্তিসাধকের নিত্য পাঠ্য ভজন-গান ও স্তোত্রাদি দেওয়া হইয়াছে; সর্বশেষে শ্রীদেবকীনন্দন দাস-বিরচিত 'শ্রীবৈষ্ণব-শরণ ও বৈষ্ণব-বন্দনা' সংযোজন করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত আলেখ্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগ্রন্থগুলি পূর্ব পূর্ব সংস্করণে ডবল ক্রাউন ৩২ পেজী ছোট পকেট সাইজে ছাপা হইয়াছিল। এবার গ্রন্থটি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী বুক্ সাইজে বড় টাইপে ছাপা হইয়াছে এবং পদসূচী সমেত ৬২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দুর্লভ গীতি গ্রন্থটি কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই নহে, পরমার্থ-পথের পথিক-মাত্রেরই সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও নিত্যসঙ্গী। গৌড়ীয় মিশনের সমস্ত মঠে এবং বিভিন্ন স্থানের গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিসমূহ ত্রিসন্ধ্যা কীর্তিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির দোষে গ্রন্থের কোথাও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে কৃপাময় পাঠকগণ ও সজ্জনবৃন্দ নিজগুণে কৃপাপূর্বক এই জীবাধমের সকল দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া গীতিগ্রন্থের মহান্ উদ্দেশ্য ও ভাব হৃদয়ঙ্গম ও গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাসাভাস
শ্রীজগজ্জীবন দাস ভক্তিশাস্ত্রী
সহকারী সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন।

ইং ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের শততম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁরই সন্তোষার্থে 'শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ ও মহাজন পদাবলী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। শ্রীল ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতি সমূহে অত্যধিক প্রীতিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছোট বড় সকল সাধককে ঐ কীর্ত্তন গুলিকে কণ্ঠস্থ করানো ব্যাপারে যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি ঐগুলি ভক্তসঙ্গে আস্বাদান করার বিষয়েও বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাই মিশন কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রণে আগ্রহী হয়েছেন। মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। মিশনের বহুমুখী উন্নতিমূলক কার্য্যের মধ্যেও গ্রন্থ প্রকাশন ব্যাপারটি বহিঃর্ভুক্ত হয় নি —এটা আনন্দের বিষয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল পুরুষ ছিলেন। তাঁর শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তময় সহজ, স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত গীতিগুলি ভক্তি সাধকের কণ্ঠহার স্বরূপ। সাধক দশা থেকে সিদ্ধির ভূমিকা পর্যন্ত সকল স্তরের সাধকের ভক্তি সাধনের পরম সহায়ক ঐ গীতিগুলি ভক্তি সাধকের প্রাত্যহিক আহার বললেও কোন ভুল হয় না। জগতে বহু সাহিত্যিক বা কবি এসেছেন এবং আসবেনও। কিন্তু ভক্তি জগতে এরূপ কবিত্ব শক্তিমান আচার্য্য সুদুর্লভ। তাই গ্রন্থটি কেবল গৌড়ীয় মিশনের অনুগত ভক্ত সমাজ নন শুদ্ধ ভক্তিপথের সকল শ্রেণীর পথিক এই গ্রন্থটির সমাদর করবেন — এই বিশ্বাস।

গ্রন্থটি ইতিপূর্বে চতুর্থবার মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে স্টক নিঃশেষিত হওয়ায় পঞ্চম সংস্করণরূপে পুনঃ মুদ্রিত হলেন।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ইং ১৯৬৮ সনে মিশনের পূর্বতন আচার্য্য ভাস্কর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের অভিষ্ঠানুসারে তৎকালীন সহকারী সেবাসচিব পরমভাগবত শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাস ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৮৩, ১৯৯১ ও ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ২০০৫ সালের ১৪ই মার্চ শ্রীগৌর জন্মোৎসব তিথিতে পুনঃ প্রকাশিত হলেন।

গ্রন্থ মুদ্রনে শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ বামন মহারাজ, শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী-র সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথাসম্ভব সংশোধন বিষয়ে ধ্যান দেওয়া সত্বেও ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। গ্রন্থের ভাবগ্রহণকারী ভক্তমাত্রেই ভক্তিপথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবেন- এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪ জুলাই, ২০০৮

বৈষ্ণব দাসানুদাস,

শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ
ও
মহাজন পদাবলীর
পদসূচী

(খ)

(গ)

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

কল্যাণকল্পতরু

বন্দে বৃন্দাটবীচন্দ্রং রাধিকাক্ষি-মহোৎসবম্।
ব্রহ্মাত্মানন্দধিক্কারি-পূর্ণানন্দরসালয়ম্।। ১ ।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিমল-ভাষ্য

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।।
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে।।
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।

স্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতনাত্ম, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সুহৃদ্যরূপঃ।
শ্রীমৎপুরীদাস ইতি প্রসিদ্ধঃ, শিক্ষাগুরুর্মে পরমঃ কৃপালুঃ।।
প্রকৃষ্টশিক্ষামুপলভ্য তস্মাদাশংসনঞ্চাপি নিধায় মূর্দ্ধি।
কৃতং ময়া চাল্পধিয়াপি তস্য, সুবোধ্যভাষ্যং '**পরিমল**'-নাম।।

চৈতন্যচরণং বন্দে কৃষ্ণভক্তজনাশ্রয়ম্।
অদ্বৈতমতধৌরেয়ভারাপনোদনং পরম্ ।।২।।

সর্পাষদ-শ্রীগুরুপাদপদ্মে, নিপত্য কাঙ্ক্ষা পুনরেব যাচে।
সুভক্তিপুষ্পস্য পরিমলোয়ং, সেবোন্মুখানাং সুশিবং তনোতু।।

অন্বয় ঃ ব্রহ্মাত্মানন্দধিক্কারিপূর্ণানন্দরসালয়ং (তত্ত্বমস্যাদি-মহাবাক্য তাৎপর্য-অবলম্বনে সাধকগণ যে অভেদ-ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করেন, তাহা আস্বাদক-আস্বাদ্যগত যে পূর্ণানন্দরস-দ্বারা তিরস্কৃত হয়, সেই চমৎকার পূর্ণানন্দরসের ধামস্বরূপ), রাধিকাক্ষি-মহোৎসবম্ (শ্রীমতী রাধিকার নয়নানন্দস্বরূপ), বৃন্দাটবীচন্দ্রং (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে) [অহং— আমি], বন্দে (বন্দনা করি) ।।১।।

পদকর্তার অনুবাদ ঃ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-তাৎপর্য নিদিধ্যাসনপূর্বক সাধকগণ যে অভেদ ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করেন, তাহা আস্বাদক- আস্বাদ্যগত পূর্ণানন্দরস-দ্বারা তিরস্কৃত হয়। সেই চমৎকার পূর্ণানন্দরসের আলয়স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকার নেত্রমহোৎসবরূপ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ।।১।।

অন্বয় ঃ অদ্বৈতমতধৌরেয়ভারাপনোদং (কেবলাদ্বৈত-মতবাদরূপ-ভার-বিদূরণকারী), পরম্ কৃষ্ণভক্তজনাশ্রয়ম্ (শ্রীকৃষ্ণভক্তজনগণের একমাত্র আশ্রয়) চৈতন্যচরণং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ) [অহং— আমি] বন্দে (বন্দনা করি) ।।২।।

অনুবাদ ঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদরূপ ভার, যে চরণাশ্রয় করিয়া অনেক ভাগ্যবান্ লোক দূর করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণভক্ত জনগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ আমি বন্দনা করি ।।২।।

গুরুং বন্দে মহাভাগং কৃষ্ণানন্দস্বরূপকম্।।
যন্মুদে রচয়িষ্যামি কল্যাণকল্পপাদপম্।।৩।।
অপ্রাকৃতরসানন্দে ন যস্য কেবলা রতিঃ।
তস্যেদং ন সমালোচ্যং পুস্তকং প্রেমসম্পুটম্।। ৪।।

অন্বয় ঃ যন্মুদে (যাঁহার আনন্দবর্ধন হেতু) [অহং—আমি], কল্যাণ-কল্পপাদপম্ (কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ) রচয়িষ্যামি (রচনা করিব), কৃষ্ণানন্দ-স্বরূপকম্ (কৃষ্ণানন্দ-স্বরূপ) [তৎ—সেই] মহাভাগং (পরমপূজনীয়) গুরুং (শ্রীগুরুদেবকে) [অহং — আমি] বন্দে (বন্দনা করি) ।। ৩ ।।

অনুবাদ ঃ যাঁহার আনন্দবৃদ্ধিকরণাভিপ্রায়ে এই **কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ** আমি রচনা করিব, সেই পূজনীয় **কৃষ্ণানন্দস্বরূপ গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর** চরণ বন্দনা করি ।।৩।।

অন্বয় ঃ অপ্রাকৃতরসানন্দে (চিন্ময় রসানন্দস্বরূপ অপ্রাকৃত তত্ত্বে) যস্য (যাঁহার) কেবলা রতিঃ (অব্যভিচারিণী প্রীতি) ন [অস্তি] (নাই), ইদং (এই) প্রেমসম্পুটম্ পুস্তকং (অতিশয় গোপনীয় প্রেমমহারত্ন-সংরক্ষণের কৌটারূপ গ্রন্থ) তস্য (তাঁহার) সমালোচ্যং (সমালোচনীয়) ন ভবতি (নহে) ।।৪।।

অনুবাদ ঃ পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার ও মহত্তত্ত্ব এই চতুর্বিংশতি সত্তাসমষ্টির নাম প্রকৃতি। এতদতীত তত্ত্বের নাম — অপ্রাকৃত তত্ত্ব। সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব — চিন্ময়-রসানন্দস্বরূপ। তাহাতে যে-সকল ব্যক্তির কেবলা রতি নাই, তাঁহারা এই প্রেমসম্পুটস্বরূপ পুস্তকখানি পাঠ করিবেন না; যেহেতু ইহার অপ্রাকৃত রস অনুভব করিতে না পারিলে, কেবল জড়ীয় দেহগত সুখ ধ্যান করিয়া তুচ্ছ কাম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবেন।।৪।।

অয়ং কল্পতরুর্ন্নাম কল্যাণপাদপঃ শুভঃ।
বৈকুণ্ঠনিলয়ে ভাতি বনে নিঃশ্রেয়সাহ্বকে।।৫।।
তস্য স্কন্ধত্রয়ং শুদ্ধং বর্ততে বিদুষাং মুদে।
উপদেশস্তথা চোপলব্ধিস্তূচ্ছ্বাসকঃ কিল ।।৬।।
আশ্রিত্য পাদপং বিদ্বান্ কল্যাণং লভতে ফলম্।
রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু দাস্যং বৃন্দাবনে বনে।।৭।।

অন্বয় ঃ বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে (বৈকুণ্ঠধামে) নিঃশ্রেয়সাহ্বকে বনে (নিঃশ্রেয়স-নামক কাননে) অয়ং (এই) কল্পতরুর্ন্নাম (কল্পতরু-নামক) শুভঃ (মঙ্গলময়) কল্যাণপাদপঃ (কল্যাণ-কল্পবৃক্ষ) ভাতি (বিরাজমান) ।।৫।।

অনুবাদ ঃ বৈকুণ্ঠে নিঃশ্রেয়স-কাননে এই কল্যাণ-কল্পতরু নিত্য বিরাজমান ।।৫।।

অন্বয় ঃ বিদুষাং (বিদ্বজ্জনগণের) মুদে (আনন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্য) তস্য (সেই) তরুবরের শুদ্ধং স্কন্ধত্রয়ং (প্রধান তিনটি স্কন্ধ) বর্ততে (বিদ্যমান আছে) —উপদেশঃ (উপদেশ), তথা উপলব্ধিঃ (উপলব্ধি) উচ্ছ্বাসকঃ তু কিল চ (ও উচ্ছ্বাস-নামে প্রসিদ্ধ) ।।৬।।

অনুবাদ ঃ ঐ তরুবরের প্রধান তিনটি স্কন্ধ বিদ্বজ্জনগণের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। উক্ত স্কন্ধত্রয়ের নাম—'উপদেশ', 'উপলব্ধি' ও 'উচ্ছ্বাস' ।।৬।।

অন্বয় ঃ বিদ্বান্ (সুবুদ্ধিমান্ জন) পাদপম্ (কল্পতরুকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) কল্যাণং ফলং (কল্যাণরূপ ফল) লভতে (লাভ করে)। বৃন্দাবনে বনে (বৈকুণ্ঠধামের অন্তঃপুরস্থ শ্রীবৃন্দাবন-নামক অপ্রাকৃত কাননে) রাধাকৃষ্ণ-বিলাসেষু (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসকার্যে) দাস্যম্ [হি তৎ কল্যাণং ফলং] দাস্য (সেই কল্যাণরূপ ফল) ।।৭।।

অনুবাদ ঃ কল্পতরু আশ্রয় করিলে কল্যাণরূপ ফললাভ হয়। বৈকুণ্ঠ

সংপূজ্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ সর্বজীবাংশ্চ নিত্যশং।
কীর্তয়ামি বিনীতোঽহং গীতং ব্রজরসাশ্রিতম্।।৮।।

নিলয়ের অন্তঃপুরস্থ বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কাননে রাধাকৃষ্ণের বিলাসকার্যে নিত্যদাস্যই উক্ত কল্যাণ।।৭।।

অন্বয় ঃ বৈষ্ণবান্ (শ্রীনবদ্বীপধামবাসী, শ্রীক্ষেত্রবাসী ও শ্রীব্রজবাসী সমস্ত বৈষ্ণবকে), বিপ্রান্ (বৈষ্ণবানুগ ব্রাহ্মণগণকে) সর্বজীবান্ চ (এবং ব্রহ্মা হইতে চণ্ডাল-কুক্কুর পর্যন্ত সমস্ত জীবকে) নিত্যশঃ (সর্বদা) সংপূজ্য (পূজা করিয়া) অহং (আমি) বিনীত [সন্] (বিনীতভাবে) ব্রজরসাশ্রিতং গীতং (ব্রজরসাশ্রিত গীত) কীর্তয়ামি (কীর্তন করিতেছি)।।৮।।

অনুবাদ ঃ ব্রজবাসী, ক্ষেত্রবাসী ও নবদ্বীপমণ্ডলবাসী বৈষ্ণবগণকে তথা জ্ঞানপর ও কর্মপর ব্রাহ্মণগণকে এবং ব্রহ্মা হইতে চণ্ডাল-কুক্কুর পর্যন্ত কৃষ্ণের সমস্ত জীবকে পূজা করতঃ আমি বিনীতভাবে ব্রজরসাশ্রিত গীত সকল কীর্তন করিতেছি।।৮।।

[এই ৮টি শ্লোক প্রথম সংস্করণে (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) পদকর্তা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিজকৃত বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুরের সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রিত সংস্করণে (বঙ্গাব্দ ১৩০৪, ইং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) এই শ্লোক কয়েকটি নাই।]

মঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
জয় নিত্যানন্দ-প্রভু অনাথ-তারণ।।১।।
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় রূপ-সনাতন জয় গদাধর।।২।।
শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়।
জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণব-নিচয়।।৩।।
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর' বিতরণ।।৪।।
নিখিল বৈষ্ণব-জন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে রাখহ টানিয়া।।৫।।
আমি ত দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি।।৬।।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও ষড়্‌গোস্বামী প্রভুবর্গের জয়গান তথা শ্রীব্রজধাম, শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীনবদ্বীপধামের নিত্য অধিবাসিবৃন্দের কৃপা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।।১-৪।।

শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী—শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি—শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী যিনি শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা সহোদরা। শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীবংশীবদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রকে পাল্য-পুত্র গ্রহণান্তর দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীস্বরূপিণী আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে আশ্রয়-প্রার্থনায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বভজনোপলব্ধি বিজ্ঞান-লালসা প্রকাশিত হইয়াছে ।।৫।।

দুর্ভাগা—প্রথম সংস্করণে 'দুর্ভাগা'-স্থানে 'পাষণ্ড' পাঠ দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌর-নিজজন পদকর্তা নিত্যমুক্ত হইয়াও স্বদৈন্যোক্তিচ্ছলে সমগ্র

নিত্যকল্যাণকামি-জনকে শিক্ষা দিতেছেন। বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারাই বৈষ্ণবের স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

শাস্ত্রে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য—বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়! মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্বে সর্বদেবমিদং জগৎ।। (আদিপুরাণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে); শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।। (ভাঃ ৩/১৩/৪); যা নিবৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ! মাভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ।। (ভাঃ ৪/৯/১০); রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বাপণাদ্‌গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদ-রজোভিষেকম্।। (ভাঃ ৫/১২/১২); মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে। (ভাঃ ৬/১৪/৫) নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।। (ভাঃ ৬/১৭/২৮); নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।। (ভাঃ ৭/৫/৩২); অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।। ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে (ভাঃ ৯/৪/৬৩, ৬৬, ৬৮; ৯/৫/১৬); তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্‌-ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্ধসু প্রভো।। (ভাঃ ১০/২/৩৩) ; সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ।। (ভাঃ ১১/২৬/৩৪); যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষ-শতানি চ। দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং

শ্রীগুরু-চরণে মোরে ভক্তি কর' দান।
যে চরণ-বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান।।৭।।
ব্রাহ্মণ সকলে করি' কৃপা মোর প্রতি।।
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ' দৃঢ়মতি।।৮।।
উচ্চ নীচ সর্বজীব-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন।।৯।।
সকলে করিয়া কৃপা দেহ' মোরে বর।
বৈষ্ণবে করুন এই গ্রন্থের আদর।।১০।।
গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণব-জনের কৃপা পাই।
বৈষ্ণব-কৃপায় কৃষ্ণ লাভ হয় ভাই।।১১।।

মহাত্মনাম্।। যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপতে জাহ্নবীজলম্। নার্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্? যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ।। (স্কান্দে, অমৃত-সারোদ্ধারে) তদস্তু মে নাথঃ! স ভূরিভাগো, ভবেত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোপি ভবজ্জনানাং, ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।। (ভাঃ ১০/১৪/৩০) ; যৎসেবয়া ভগবতঃ কুটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ।। (ভাঃ ৩/৭/১৯); তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং, কিমুতাশিষঃ।। (ভাঃ ৪/৩০/৩৪) ; দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।। (ভাঃ ১১/২/২৯)।। ৬।।

বৈষ্ণবচরণে .... দৃঢ়মতি—বৈষ্ণবচরণে দৃঢ়মতি লাভের জন্য বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ ব্রাহ্মণের কৃপা বাঞ্ছনীয়। প্রথম সংস্করণে এই পদের পূর্বে আরও চারটি চরণ দৃষ্ট হয়। উহা শ্রীল ঠাকুরের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।।৮।।

বৈষ্ণব বিমুখ যা'রে তাহার জীবন।
নিরর্থক জান' ভাই প্রসিদ্ধ বচন।। ১২।।
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স-বন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন।। ১৩।।

বৈষ্ণব বিমুখ যা'রে .... প্রসিদ্ধ বচন—"ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তৎ ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্। ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।" (ভাঃ ১০/২৩/৪০) "তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দ-রসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংস-কুলৈরসঙ্গৈ র্জুষ্টাদ্-গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্" (ভাঃ ৬/৩/২৮) ।।১২।।

শ্রীবৈকুণ্ঠধামে .... নিঃশ্রেয়স-বন—"যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ। সর্বর্ত্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্তিমৎ।।" (ভাঃ ৩/১৫/১৬)। —সেই ধামে মূর্তিমান্ শুদ্ধভক্তি-সুখস্বরূপ 'নিঃশ্রেয়স' নামে একটি বন বিরাজিত ; সেই বনটি সকল ঋতুর পুষ্পাদি-সম্পদযুক্ত ফলবৃক্ষসমূহ দ্বারা পরিশোভিত। **নিঃশ্রেয়স**—পরমকল্যাণরূপা অহৈতুকী শুদ্ধভক্তি, প্রেম, পরামুক্তি, পরানন্দ। **কল্পতরু**—অভীষ্টফলদায়ক বৃক্ষ। **কল্পতরু অগণন**—"চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্' (ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ২৯শ শ্লোক)—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর গঠিত গৃহসমূহে সুরভী অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে; আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) ।।১৩।।

কল্যাণকল্পতরুর তিনটি স্কন্ধ—(১) উপদেশ, (২) উপলব্ধি ও (৩) উচ্ছ্বাস। উপদেশের অন্তর্গত ১৯টি পদ্য। 'উপলব্ধি' তিনভাগে বিভক্ত —(১) অনুতাপ-লক্ষণ 'উপলব্ধি', তন্মধ্যে ৫টি পদ্য ; (২) নির্বেদ-লক্ষণ উপলব্ধি, তন্মধ্যেও ৫টি পদ ; (৩) সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনোপলব্ধি, তন্মধ্যে ৪টি পদ। 'উচ্ছ্বাসে'র অন্তর্গত, (১) প্রার্থনা-দৈন্যময়ী, তন্মধ্যে ৫টি

তাহা-মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্যধামে করেন বিরাজ।।১৪।।
স্কন্ধত্রয় আছে তা'র অপূর্ব-দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন।।১৫।।
সুভক্তি-প্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
'কল্যাণ'-নামক ফল অগণন তায়।।১৬।।
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
'কৃষ্ণসেবা'-সুকল্যাণ-ফল তাঁ'র হয়।।১৭।।
শ্রীগুরুচরণ-কৃপা সামর্থ্য লভিয়া।
এ হেন অপূর্ব-বৃক্ষ দিলাম আনিয়া।।১৮।।
টানিয়া আনিতে বৃক্ষ এ কর্কশ মন।
নাশিল ইহার শোভা, শুন, সাধুজন।।১৯।।
তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধাবারি দিয়া পুনঃ কর' রূপশালী।।২০।।
ফলিবে কল্যাণ-ফল — যুগল-সেবন।
করিব সকলে মিলি' তাহা আস্বাদন।।২১।।

পদ ;(২) প্রার্থনা লালসাময়ী, তন্মধ্যে ১২টি পদ ; (৩) বিজ্ঞপ্তি, তন্মধ্যে ৪টি পদ ; (৪) উচ্ছ্বাস-কীর্তন, তদন্তর্গত (ক) নাম-কীর্তন, তন্মধ্যে ২টি পদ, (খ) রূপ কীর্তন, তন্মধ্যে ১টি পদ, (গ) গুণ-কীর্তন, তন্মধ্যে ২টি পদ, (ঘ) লীলা-কীর্তনে ২টি পদ ও (ঙ) রস-কীর্তনে ১টি পদ।

সুভক্তি-প্রসূন—সুভক্তি—উত্তমা ভক্তি; অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি-দ্বারা অনাবৃতা অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী শুদ্ধা-ভক্তিই প্রস্ফুটিত কুসুম।।১৬।।

শ্রীগুরুচরণ-'কৃপা-সামর্থ্য' প্রথম সংস্করণে এই স্থানে 'নিত্য সমাধি' ছিল অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তি-সঞ্চার।।১৮।।

যুগল সেবন—শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট শ্রীবিষয়বিগ্রহের সেবা।।২১।।

নৃত্য করি' হরি বল' খাও সেবা-ফল।
ভক্তিবলে কর' দূর কুতর্ক-অনল।।২২।।

উপদেশ

দীক্ষাগুরু কৃপা করি' মন্ত্র-উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণ-তত্ত্বের নির্দেশ।।১।।
শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গসার।।২।।
শিক্ষাগুরুগণ-পদে করিয়া প্রণতি।
উপদেশমালা বলি নিজ মনঃ প্রতি ।।৩।।

দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু—"মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্", "অনুগ্রহো" মন্ত্রদীক্ষারূপঃ" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২০২, ২০৭ অনুচ্ছেদ); "শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুবের্বাঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি, শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্। "শ্রবণ-গুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়-জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ"। (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ২০৬, ২০৮ অনুচ্ছেদ)—অর্থাৎ মন্ত্র-গুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষা-গুরুকরণের নিষেধ আছে। শ্রবণগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। শ্রবণগুরুর সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়জ্ঞান-লাভ ঘটে; **'শ্রবণ-গুরু'**-বিষয়ে—"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।" (ভাঃ ১১/৩/২১) "স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।।" (ভাঃ ৪/২৯/৫২); "নহ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্জানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্। ব্রহ্মৈতদ-দ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।।" (ভাঃ ১১/৯/৩১); "আচার্য্যোরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।।" (ভাঃ ১১/১০/১২), মুণ্ডক—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"। (১/২/১২); ছান্দোগ্য—"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" (৬/১৪/২); কঠ—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায়

প্রেষ্ঠ। যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি, ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।" (১/২/৯); শ্বেতাশ্বতর—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" (৬/২৩), **'মন্ত্রগুরু'**— "লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ। মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যা-ভিমতয়াত্মনঃ।।" (ভাঃ ১১/৩/৪৮), গুরুর্ন স স্যাৎ, স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ ন স্যান্ন, - মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।" (ভাঃ ৫/৫/১৮); "আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।।" (ভাঃ ১১/১৭/২৭); "যস্য সাক্ষাদ্ভগতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।" (ভাঃ ৭/১৫/২৬), "লিঙ্গ-ভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি।" (ব্রঃ সূঃ ৩/৩/৪৫)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধবাচার্য্য বলিতেছেন—"গুরুপ্রসাদঃ সুপ্রথিতো বা বলবানিতি নিগদ্যতে। ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাং জ্ঞাত্বাপি সত্যকামেন ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াচ্ছ্রুতং হ্যেবং মে ভগবদ্দৃশ্যেভ্যঃ 'আচার্যাৎ হ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি' ইতি বচনাৎ; অত্র হি 'ন কিঞ্চন বিদ্যায়াত্যনুষ্ঠানাৎ।' উপকোশলবচনাচ্চ; লিঙ্গ-ভূয়স্ত্বাদ্ গুরুপ্রসাদ এব বলবান্, তর্হি তাবতালমিতি ন মন্তব্যম্ 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদিস্তদপি কর্তব্যম্। বারাহে চ—'গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে।।' ইতি।" (শ্রীমন্মধবভাষ্য—৩/৩/৪৫) **'শিক্ষাগুরু'**—"বিজিতহৃষীকবায়ু-ভিরদান্ত-মনস্তুরগং, য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ। ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং, বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ।।" (ভাঃ১০/৮৭/৩৩); **শিক্ষাগুরুবৃন্দ...অঙ্গসার**—"শ্রীগুরু-(শিক্ষাগুরু) প্রদর্শিতভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম-জ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২০৯ অনুচ্ছেদ)—শ্রীগুরুকর্তৃক নিরূপিত ভগবদ্ভজন পদ্ধতিতে ভগবদ্ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, গুরু-কৃপায় বিপদ দ্বারা অভিভূত না হইয়াই শীঘ্র মন নিশ্চল হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য।।১-৩।।

[১]

মন রে, কেন মিছে ভজিছ অসার ?
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল-সমুদ্র অপার।।১।।
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্তা তাই, এ জড়-জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার? ।।২।।
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মারূপী হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার।।৩।।
নিত্যকাল সখীসঙ্গে, পরানন্দ-সেবা-রঙ্গে,
যুগলভজন কর' সার।
এ হেন যুগল-ধন, ছাড়ে যেই মূর্খ জন,
তা'র গতি নাহি দেখি আর।।৪।।

[২]

মন, তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড়কাম পরিহরি', শুদ্ধকাম সেবা করি',
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ।।১।।

ভূতময়—পঞ্চভূতপূর্ণ ।। ১/১।।

ভূতাতীত—পঞ্চভূতের অতীত ; **নিরঞ্জন**—নিঃ + অঞ্জন (উপাধি)—উপাধি-রহিত (শ্রীজীব) ; **সদাশিব**—সততসুখময়, চিদেকরস, অণুসচ্চিদানন্দ ।। ১/২।।

শুদ্ধকাম—কৃষ্ণসেবাবৃত্তি অথবা প্রেম। "আসাং প্রেমবিশেষোয়ং

অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ ।।২।।
তুমি সেবা কর' যারে, সে তোমা' ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।
ছাড়' তবে মিছা-কাম হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ ।।৩।।
যাঁহার কুসুম-শরে তব নিত্য-কলেবরে
ব্যাপ্ত হ'বে প্রেম অন্তরঙ্গ।। ৪।।

[৩]

মন রে, তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হয়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর ।।১।।

প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্। তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।" তথা চ তন্ত্রে—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"।। (ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ, ২য় লঃ ২৮৪ — ২৮৫) ।। ২/১।।

নাহি তাহে .... ভঙ্গ—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।" (ভাঃ ৯/১৯/১৪)—ঘৃত-দ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগ-পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না ।।২/২।।

বৃন্দাবনের অনঙ্গ—শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীমদনমোহন বা সম্বন্ধ-

ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।
তোমার তুমিত্ব যিনি, আচ্ছাদিত হয়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর ।।২।।
তুমি ত' জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর' চরাচর।
এ দুঃখ কহিব কা'রে নিত্যপতি-পরিহারে,
তুচ্ছ তত্ত্বে করিলে নির্ভর ।।৩।।

নাহি দেখ' আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি' দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা ; **যাঁহার কুসুমশরে .... প্রেম অন্তরঙ্গ**—"শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-প্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল হৃদয়ে অপ্রাকৃত নবীন কামদেব নামকীর্তন মহোৎসবরূপে উদিত হইয়া শ্রীরাধানাথপাদপদ্মে অপ্রাকৃত রতি উদয় করাইয়া তাঁহার সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—এই পঞ্চপুষ্পশর নিক্ষেপ করেন। নামি-শ্রীরাধানাথাভিন্ন পরমাক্ষরাকৃতি শ্রীনামপ্রভুর সেই বাণনিক্ষেপের—লক্ষ্যভেদের পূর্ব্বে শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত এই সাধন-ক্রিয়া। অপ্রাকৃত রতির ভূমিকায় অপ্রাকৃত রাগাশ্রিত-চিন্ময়দেহে রক্তপাতাদি লক্ষণ নাই। তথায় যে অপ্রাকৃত রাগাশ্রিতবর্গ অপ্রাকৃত নবীন-কামদেবের কুসুম-শরে অর্থাৎ শ্রীনামপ্রভুর বাণে বিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহাদের চিন্ময়-রতির আশ্রিত শ্রীঅঙ্গের অপ্রাকৃত রসের উপরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাবসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীসনাতনাত্মা শ্রীমদনমোহনের বাণে বিদ্ধ আশ্রিতের ইহাই লক্ষণ। ইহাতে সম্ভোগবাদের প্রসঙ্গ নাই।" (শ্রীল আচার্যদেব) ।।২/৩।।

তুমিত্ব—তোমার স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মা ।।৩/২।।

আত্মা আছে কি না আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর ।।৪।।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধুসঙ্গ কর' অতঃপর ।।৫।।
বৈষ্ণবের কৃপা-বলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পা'বে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধা-শ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর ।।৬।।
ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর।।৭।।

আত্মচোর—আত্মবঞ্চক, আত্মঘাতী ।। ৩/৫।।

বৈষ্ণবের কৃপাবলে ... পুনঃ হইবে তোমার—"ভিদ্যতে; হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।।" (মুণ্ডক ২/২/৯); "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।" (ভাঃ ১/২/২১) "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।।" (ভাঃ ১/২/১২) —"সদ্গুরোঃ সকাশাদ্‌বেদান্তাদ্যখিলশাস্ত্রার্থবিচার-শ্রবণ-দ্বারা যদি সা (ভক্তিঃ) আবশ্যক পরমকর্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে।" পুনশ্চ যদি বিপরীতভাবনাত্যাজকৌ মনন-যোগ্যতামননাভিনিবেশৌ স্যাতাং ততঃ শ্রদ্দধানৈঃ সা ভক্তিরুপাসনাদ্বারা লভ্যত ইতি (শ্রীশ্রীজীবপাদকৃত ক্রম-সন্দর্ভ)।। ৩/৬।।

[৪]

মন, তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁকে কেন পরিহরি',
কামমার্গে ভজ' দেবান্তর? ১।।
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্যের ঈশ্বর ।।২।।
সে-সবে সম্মান করি', ভজ' একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁ'তে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি' কাল কাট' নিরন্তর ।।৩।।
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্বদেব বন্ধু তাঁর,
ভক্তে সবে করেন আদর ।।৪।।

কামমার্গে—"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেন্যদেবতাঃ।"
(গীঃ ৭/২০) ।। ৪/১।।

সে সবে সম্মান ..... সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।" (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ১০৬ অঃ ধৃত পাদ্মবাক্য), **মায়া যাঁর' ছায়াশক্তি**—"ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।" (ব্রহ্ম-সংহিতা, ৫৫/৫) ।।৪/৩।।

মূলেতে সিঞ্চিলে জল—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্দ-ভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।" (ভাঃ ৪/৩১/১৪); "বেদান্তবেদ্যো ভগবান্

বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর ।।৫।।

[৫]

মন, তব কেন এ' সংশয়?
জড়-প্রতি ঘৃণা করি' ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর, ভয় ।।১।।
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব' ব্রহ্মময়।
নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয় ।। ২।।
অভাব-ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয়।
ত্যজ এই তর্ক পাশ, পরানন্দ-পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশ্রয়।।৩।।

যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ। তদারাধনতো দেবি! সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ।। তরোর্মূলাভিষেকেন যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ। তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাত্তথা সর্ব্বেমরাদয়।।" (মহানির্বাণতন্ত্রে, দ্বিতীয়োল্লাসে) ; **হরিভক্তি আছে যাঁ'র .... করেন আদর**—"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।" (ভাঃ ৫/১৮/১২) ।। ৪/৪।।

ভাবের—স্থায়িভাব ভক্তির, **ত্যজ এই তর্কপাশ**—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" (কঠ ১/২/৯) ; "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" (মঃ ভাঃ ভীঃ পর্ব ৫/২২) ।।৫/৩।।

সচ্চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্বানন্দ-মাধুর্য-নিলয়।
সর্বত্র সম্পূর্ণ রূপ, এই এক অপরূপ,
সর্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয় ।।৪।।
অতএব ব্রহ্ম তাঁ'র, অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁ'রে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয় ।।৫।।

সচ্চিদানন্দময় ..... মাধুর্যনিলয়—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।" (ব্রহ্মসংহিতা—৫ম অঃ, ১ম শ্লোক) ।। ৫/৪।।

অতএব ব্রহ্ম তাঁর ...... তাঁ'রে কয়—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম-মৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।।" (গীঃ ১৪/২৭) "তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।।" (হরিবংশ) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্" (ভাঃ ১০/২৮/১৫); "মদীয়ং মহীমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্" (ভাঃ ৮/২৪/৩৮); "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।।" (বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ ১২ /৫৭) ; "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" (চৈঃ চঃ আঃ ১/৩) ; "যস্য প্রভা প্রভাবতো জগদণ্ডকোটি, -কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" (ব্রহ্ম-সংহিতা—৫ম অঃ ৪০শ শ্লোক) ।।৫/৫।।

ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই ..... সেই—"'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান'। চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ্ব-সমান।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭/১১১) ; "যোঽসৌ পরব্রহ্ম-গোপালঃ" (গোপালোত্তরতাপনী—১৫) ।। ৫/৫।।

[৬]

মন, তুমি পড়িলে কি ছার ?
নবদ্বীপে পাঠ করি, ন্যায়রত্ন নাম ধরি,
ভেকের কচ্‌কচি কৈল সার ।।১।।

ভেকের কচ্‌কচি—"জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত। ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।।" (ভাঃ ২/৩/২০) ;"তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।" (চৈঃ চঃ মঃ ১২/১৮৩) ।। ৬/১।।

ন্যায়—দর্শনের মতে পদার্থ যোড়শবিধ; প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। যদ্দ্বারা যথার্থরূপে বস্তুসকল নির্ণয় করা যায় তাহার নাম প্রমাণ। ব্যাপ্যপদার্থ দর্শনে ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান তাহারই নাম অনুমিতি। যাহা থাকিলে, যাহার অভাব থাকে না, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য বলে এবং যাহা না থাকিলে, যাহা থাকে না, তাহাকে তাহার ব্যাপক বলে। ধূম থাকিলে, বহ্নির অভাব থাকে না, অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপক। অনুমান তিন প্রকার; পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান। প্রমেয় পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশপ্রকার। অনবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম সংশয়। যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেই উদ্দেশ্যের নাম প্রয়োজন। প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা হয়, সেই স্থলকে দৃষ্টান্ত বলে। অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয়ের নাম সিদ্ধান্ত। বিচারাঙ্গ বাক্যবিশেষের নামই অবয়ব। আপত্তি বিশেষের নাম তর্ক। যথার্থানুভবরূপ প্রমিতির নাম নির্ণয়। পরস্পরজিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদী যে বিচার করেন তাহারই

দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান,   ছলাদি নিগ্রহ স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরম ফল,   ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার ।।২।।
হৃদয় কঠিন হ'ল,   ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হ'বে ভবসিন্ধু পার ?
অনুমিলে যে ঈশ্বর,   সে কুলালচক্রধর,
সাধন কেমনে হ'বে তাঁর ? ৩।।

নাম বাদ। বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পর জিগীষু হইয়া যে বিচার করেন, তাহারই নাম জল্প। স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা। প্রকৃত-বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ যাহা তদ্রূপে প্রতীত হয় তাহাকে হেত্বাভাস বলে। বক্তা যে অর্থে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্বক মিথ্যা দোষারোপ করাকেই ছল কহে। আদি শব্দে জাতি; বাদী কর্তৃক সংস্থাপিত মতের দূষণে অসমর্থ বা নিজ মতের হানিজনক উত্তরের নাম জাতি। প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ প্রদান করিলে, সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ যে পরাজয় কারণ, তাহারই নাম নিগ্রহস্থান" (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকৃত সিদ্ধান্তরত্নের টীকার তাৎপর্য) ; **সমবায়**—অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণীর সহিত গুণের, ক্রিয়াবানের সহিত ক্রিয়ার, ব্যক্তির সহিত জাতির, নিত্যদ্রব্যের সহিত বিশেষ দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহাকে 'সমবায়' কহে ; যথা—'সঘটং ভূতলম্', 'তন্তুষু পটঃ'—এস্থলে ভূতলের সহিত ঘটের, পটের (বস্ত্রের) সহিত তন্তুর (সূত্রের) সম্বন্ধ। এইরূপ আধারাদির সহিত আধেয়াদির সম্বন্ধকে 'সমবায়' বলে ।। ৬/২।।

অনুমিলে—অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলে; **কুলাল**

সহজ-সমাধি ত্যজি' অনুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো, ধিক্ সেই তর্ক ছার ।।৪।।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার ।।৫।।

চক্রধর—কুমারের চাক; "বিবাদাস্পদং নগসাগরাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্যত্বাৎ কুম্ভবৎ। নচায়মসিদ্ধো হেতুঃ; সাবয়বত্বেন তস্য সুসাধনত্বাৎ।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহঃ অক্ষপাদদর্শনম্—৫২) পর্বত ও সাগরাদি বিবাদাস্পদ পদার্থমাত্রেই, কুম্ভের ন্যায়, কার্য-স্বরূপ; সুতরাং উহাদের কর্তা আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ইহা কখন অসিদ্ধ হেতু নহে। কেন না, সকল পদার্থ সাবয়ব।। ৬/৩।।

মান—প্রমাণ ।। ৬/৪।।

যোগশাস্ত্র—যোগ তিন প্রকার অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এস্থলে কেবল অষ্টাঙ্গযোগের উল্লেখ আছে। অষ্টাঙ্গযোগ যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এইগুলির নাম 'যম'। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কয়টির নাম 'নিয়ম'। স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি শরীর সংস্থান-বিশেষের নাম 'আসন'। শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক প্রাণের ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রাণায়াম। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিয়োজনের নাম 'প্রত্যাহার'। নাভিচক্র ও নাসাগ্র প্রভৃতি স্থানবিশেষে নির্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম 'ধারণা'। প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম 'ধ্যান'। বিষয়ান্তর স্ফূর্তিবিশিষ্ট চিত্ত-দ্বারা লব্ধ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত 'সমাধি' এবং প্রমাণ, বিপর্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে সমাধি লাভ হয়,

[৭]

মন' যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম-যম-সাধন,
প্রাণায়াম, আসন-রচনা ।।১।।
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল' না।
দেহ-মন শুষ্ক করি', রহিবে কুম্ভক ধরি'
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ।।২।।
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে, পরমার্থ ভুলে যা'বে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল জড় পরিহরি', সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি',
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ।।৩।।

তাহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই মুক্তি বা মুক্তির সাধক।" (শ্রীবলদেব প্রভুকৃত সিদ্ধান্তরত্নের টীকা-তাৎপর্য)

ফল কিবা .... বল না—"প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ! যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো-নিগ্রহকর্শিতাঃ।।" (ভাঃ ১১/২৯/২); "অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।।" (ভাঃ ১১/১৫/৩৩) ।। ৭/২।।

অষ্টাদশ-সিদ্ধি—(ভাঃ ১১/১৫/৪-৭) (১) অণিমা, (২) মহিমা, (৩) লঘিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) প্রাকাম্য, (৬) ঈশিতা, (৭) বশিতা, (৮) কামাবসায়িতা, (৯) অনূর্মিমত্ত্ব, (১০) দূরশ্রবণ, (১১) দূরদর্শন, (১২) ইচ্ছানুরূপ দেহের গতি, (১৩) ইচ্ছানুরূপ আকার গ্রহণ, (১৪) পরকায়-প্রবেশ, (১৫) স্বেচ্ছামৃত্যু, (১৬) দেবক্রীড়া-দর্শন, (১৭) সঙ্কল্পিত পদার্থ-প্রাপ্তি, (১৮) অপ্রতিহতা আজ্ঞা ও গতি।। ৭/৩।।

আত্মা নিত্য শুদ্ধধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তার কি ফল ঘটনা।
কর' ভক্তি-যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা ।। ৪।।
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি' অন্য যোগগতি,
কর' রাধাকৃষ্ণ আরাধনা ।।৫।।

[৮]

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য ক'ব কা'কে, সদোপাস্য বল' যাঁ'কে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায় ।।১।।
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায় ?
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায় ।।২।।

সদোপাস্য— নিত্যসেব্য ।।৮/১।।

রেণু কি ভূধর-রূপ পায়? —১ম সংস্করণে 'রেণু কভু ভূধর না হয়' পাঠ ছিল। 'লঘুতত্ত্বমুক্তাবলী' বা 'মায়াবাদশতদূষণী' গ্রন্থে "যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা, স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভুরিজীবাঃ। ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি,-স্তং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব?" (লঘুতত্ত্বমুক্তাবলী—১০) —হে মায়াবাদিন্ জীব! যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে, সেইরূপ আমরাও চিৎসমুদ্ররূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনই সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে? "ঐশ্বর্যং তব কুত্র কুত্র বিভূতা সর্বজ্ঞতা কুত্র তে, তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ।" (লঘুতত্ত্বমুক্তাবলী—১৪) দেখ, তোমার ঐশ্বর্য,

এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্বাণ'-আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায় ।।৩।।
কৃষ্ণ-প্রীতি ফলময়, 'তত্ত্বমসি' আদি হয়;
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায় ।।৪।।

বিভূতা ও সর্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব! সর্ষপের সহিত যে সুমেরু পর্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ-তুলনা।। ৮/২।।

সাযুজ্য-নির্বাণ ..... অঙ্গে যায়—"সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এ সমুদয়ই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ প্রকাশ করে। বাস্তবিক সাযুজ্য-শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণব গোপীভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্ম -সাযুজ্য (ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিত্য সেবা) সাধন বলিতে হইবে।" (তত্ত্বসূত্রে ১৯শ সূত্র—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ; শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—'পৃথগ্ গ্রহণরহিতত্ত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ স এব লয়শব্দার্থঃ যথা 'বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গাঃ', বনে লীনা সারঙ্গাঃ। (বেদান্ততত্ত্বসার—১৯ অনুঃ)—পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষে লীন ও মৃগসকল যেরূপ বনে লীন রহিয়াছে, বলিলে পৃথক্সত্তাযুক্তই বুঝা যায়, অথবা অজগরের গর্ভে ভেক অবস্থান করিয়া যেরূপ পৃথক্সত্তা সংরক্ষণ করে, সেরূপ তাদাত্ম্য লাভই ভক্তি-যোগিগণের সাযুজ্য ।। ৮/৩।।

কৃষ্ণ-প্রীতি ..... আদি হয়—"সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ততে তন্ন্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিদ্ভেদেৰ্পয়িত্বা মতিম্। তচ্ছব্দোব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং ত্বত্র ভেদ্যো যতঃ, যষ্ঠিলোপমিতৌ ত্বমেব ন হি তদ্ বাক্যার্থ এতাদৃশঃ।।" (তত্ত্বমুক্তাবলী ষষ্ঠ শ্লোক) —

তা' হ'তে কিরণ জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমৎকার।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নিবৃত হইতে চাহে,
সূর্যাভাবে খদ্যোতের প্রায় ।।৫।।
যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হয়ে তবে, ক্ষুদ্ররস-অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায় ।।৬।।
শুকাদির সুজীবন, কর' ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায় ।।৭।।

তাৎপর্য এই যে 'তৎ' শব্দ অব্যয়, 'তস্য' শব্দের ষষ্ঠি লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তস্য ত্বম্ অসি' — এই বাক্যের অর্থ তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তুমি ।। ৮/৪ ।।

নির্বৃত—সন্তুষ্ট ।।৮/৫।।

শুকাদির সুজীবন—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/১০৮—১২৩, 'অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং, কুর্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ। উত্তুঙ্গং যদুপুঙ্গব-সঙ্গমায় রঙ্গং, যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ শান্ত-ভক্তিলহরীতে ৭ম শ্লোক)—'ব্রহ্মার ক্লেশশূন্য গোষ্ঠিতে প্রবেশ পূর্বক নবযোগীন্দ্র উপনিষৎ শ্রবণ করতঃ শ্রুতজ্ঞ ও পুলকধারী হইয়া (যদুপুরী দ্বারকায় গমনের জন্য) রঙ্গক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন', সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন, কৃতাদ্য নো যত্র কৃশা মুমুক্ষা। (হরিভক্তিসুধোদয়—১/৫৪)—অদ্য এই সাধুসঙ্গরূপ গুণদ্বারা আমাদের মুক্তি-কামনা দূরীভূত হইয়াছে।।৮/৭।।

[৯]

মন রে, কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হয়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সন্মান ।।১।।
যদি ভাল কর্ম্ম কর' স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পা'বে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান ।।২।।
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণমান,
মরণ অবধি যা'র মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি', বর্ণান্তরে ঘৃণা করি',
নরকের না কর' সন্ধান ।।৩।।

কেন আর বর্ণ অভিমান—"ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।। (ভাঃ ১১/২/৫১); "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।।" (হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিলাসের ১১২ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য) ; "ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম" (হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিলাসের ৯১ সংখ্যাধৃত); "অহো বত শ্বপচোতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" (ভাঃ ৩/৩৩/৭), "ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।। সর্ব বেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ অনুচ্ছেদধৃত গারুড়বাক্য)। ।। ৯/১-৫।।

সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর' অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্।।৪।।
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পা'বে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্বলাভ ইহমূত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান ।।৫।।

[১০]

মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানাভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে' যশের সৌরভ ।।১।।
কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি'
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ প্রতি আনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব ।।২।।
বিদ্যায় মার্জ্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফূরে মনে,
তাহারি আদর জান' সব ।।৩।।

যে বিদ্যার জান' সব—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি, হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" (মুণ্ডক—১/১/৪-৫); "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া (ভাঃ

ভক্তি বাধা যাহা হ'তে,　　　সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর' অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া,　　　কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ।।৪।।

৪/২৯/৪৯); শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেধীতমুত্তমম্।।" (ভাঃ ৭/৫/২৩-২৪); "বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধঃ,' (ভাঃ ১১/১৯/৪০) ; "ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে।।" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩/১৭৩) ;"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩/১৭৮); "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর" (চৈঃ চঃ মঃ ৮/২৪৪) ।। ১০/৩।।

ভক্তি বাধা......পদাঘাত কর' অকৈতব—বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।" (ভাঃ ২/৫/১৩) " মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১/১৫২) ; "পড়িঞা শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে। কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১/১৫৯);

সরস্বতী.......বৈভব—পরবিদ্যা-রূপিণী শ্রীসরস্বতী অংশিনী শ্রীমতীর অংশস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ; তিনি পরবিদ্যা-রূপিণী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ; শ্রীকৃষ্ণভক্তি তাঁহার জীবন সর্বস্ব, এজন্য তাঁহাকে 'বিদ্যাবধূ' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনই বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ; **বিনোদের সেই সে বৈভব**—বিভু শ্রীভক্তিবিনোদের বৈভব। **বৈভব**—বিভুতা বা বিস্তার।।১০/৪।।

[১১]

রূপের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন, আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হ'বে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে
চিতার আগুনে হ'বে ছাই ।।১।।
যে মুখসৌন্দর্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর', যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন ? ২।।
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।
তুমি কা'র কে তোমার, এবে বুঝি দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে ।।৩।।
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।

রূপের গৌরব—১ম ও ২য় সংস্করণে 'গরব' পাঠ আছে ।।১১/১।।

শ্ব-শিবার—শ্ব-কুকুর, শিবা—শৃগাল; যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে।।" (ভাঃ ২/৭/৪২) ।।১১/২।।

"কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ। অনর্থৈরর্থসঙ্কাশৈর্নিত্যা-নন্দরসোদধেঃ।।' (ভাঃ ৭/৭/৪৫) অর্থাৎ নিত্যানন্দরসসমুদ্রস্বরূপ আত্মার পক্ষে অতি তুচ্ছ, অর্থের ন্যায় প্রকাশ, কিন্তু বাস্তবিক অনর্থরূপ এই নশ্বর

কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর' কৃষ্ণ-আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ।। ৪।।

[১২]

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার ।। ১।।
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহমাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে ।। ২।।
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন ? ৩।।
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর' উপকার।

দেহ ও তদনুগত কলত্রাদির দ্বারা আমাদের কি লাভ হইবে? ১১/১-৪।।

অজপা—প্রাণবায়ু; যাহা জপিবার নহে অর্থাৎ অনায়াসে আপনা হইতে প্রাণীদিগের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারূপে জপ হয়। ২১৬০০ বার মানবের দিবারাত্রির শ্বাসক্রিয়া বা অজপা সংখ্যা। ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে সুস্থদেহ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিবারাত্রির শ্বাস-সংখ্যা ৩৮৮৮০ ।।১২/২।।

যদি থাকে বহুধন—"তোমার কনক-ভোগের জনক। কনকের

জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা-কৃষ্ণ-আরাধন,
কর' সদা হ'য়ে সদাচার।। ৪।।

[১৩]

মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও ?
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও ।। ১।।
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর' পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান ।। ২।।
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর' প্রয়াস।
পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পর হে ভাই,
শীতবস্ত্র কন্থা বর্হির্বাস ।। ৩।।
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা-তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্বি ছাড় সংসারের জ্বালা ।। ৪।।
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,

দ্বারে সেবহ মাধব।।" এতৎসহ আলোচ্য ।।১২/৪।।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।" (ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২য় লঃ ১২৬ শ্লোক); "যে ফল্গুবৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।"—(নির্জ্জনে অনর্থ সৎ তোঃ ২৩শ বর্ষ ১-২ সংখ্যা) ।।

তাহে কভু না কর' আদর।
সে-সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর ।। ৫।।
তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল ?
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল ।। ৬।।
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও ।। ৭।।

[১৪]

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী, আর আছে যত ।। ১।।
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে' ।। ২।।
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।

অবন্তিয়া—অবন্তিকা, সপ্ত-মোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতমা।। ১৪/১।।

সে কেবল .... মোর ব্রত—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।"; 'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি', শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন।।" শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।।১৪/২।।

যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ।।৩।।
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ।।৪।।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ।।৫।।
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ।।৬।।

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো। তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।।" (ভাঃ ১/১৩/১০); "তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।" (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা —৪৪)। "গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর'—এই তোমার গুণ।।" (ঐ — ৪৬)

যথায় বৈষ্ণবগণ....আপনি হ্লাদিনী—"ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্।।" "তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ । সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ।।" (পদ্যাবলী ৪৩-৪৪ শ্লোক)।।১৪/২-৬।।

[১৫]

দেখ মন, ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি, আছ নানা ব্রত ধরি,
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন ।। ১।।
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তার আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি', সু-কঠিন ব্রত ধরি,
সহজের না কর বিনাশ ।। ২।।
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয় ।। ৩।।
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যার কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ।। ৪।।

কিন্তু ভেবে দেখ.... আরাধিত হন—"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং, নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্? অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং, নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?" (নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য); কিং বেদৈঃ কিম্ শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ?" (শ্রী ভক্তিসন্দর্ভে ১১৪শ অণুচ্ছেদধৃত বৃহন্নারদীয়-পুরাণবাক্য); 'তপস্বিনো, দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমোঃ।।" (ভাঃ২/৪/১৭); "অসুরেও তপ করে', কি হয় তাহার? বিনে

ইহাতে যে গূঢ় মর্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন ।। ৫।।

[১৬]

মন, তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত - জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্তজনে আসক্তি প্রবল ।। ১।।
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর-বেশ দেখ যাঁ'র শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায় ।। ২।।
ভক্ত-সঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্তভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্তসঙ্গ দূরে পরিহর' ।। ৩।।

মোর শরণ লইলে নাহি পার।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩/৪৬) ।। ১৫/৪।। **সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন**—"একান্তিনাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ। ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ততে তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ?" (শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত সারতত্ত্বং, শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত কল্পতরুভাষ্য) ।। ১৫/৫।।

বুজরুগী—(ফার্সী বজূর্গী) ছলনা, কপট; **ক্রূর-বেশ**—"যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া। তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং ষন্ডমিহোচ্যতে।। এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া তদ্গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাষণ্ডেষু মতি-র্নৃণাম।। ধর্ম ইত্যুপধর্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু। প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা

[১৭]

মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়,　　　　　　বঞ্চিত বঞ্চক পা'-য়,
বিকাইলে নিজ-স্বতন্ত্রতা ।। ১।।
সম্প্রদায়ে দোষ-বুদ্ধি,　　　　　জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা,　　　　ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ।। ২।।
পূর্ব মতে তালি দিয়া,　　　　　নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজ অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে,　　　　　পূর্ব-পথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি' ।। ৩।।
ফোঁটা, দীক্ষা, মালা ধরি',　　　ধূর্ত করে' সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ,　　　　　দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ ।। ৪।।

পেশলেষু চ বাগ্মিষু।।" (ভাঃ ৪/১৯/২৩ —২৫); "যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়াবিমোহিতাঃ স্ববিধিনিয়োগশৌচচারিত্র্যবিহীনা দেবহেলনান্যপব্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহ্ণানা অস্নানানাচমনাশৌচ-কেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনাধর্মবহুলেনোপহতধিয়ো ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণ-যজ্ঞপুরুষ-লোকবিদূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি।।"(ভাঃ ৫/৬/১০)।।১৬/২।।

এই ১৭ নং গীতিটি "কল্যাণকল্পতরু"র প্রথম সংস্করণে নাই, ১৫শ সংখ্যক গীতি পর্যন্তই "উপদেশ" নামক স্কন্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই সঙ্গীতটি কোন নবীনমত-প্রবর্তনকারী অপক্কবয়স্ক ব্যক্তির সংশোধনের জন্য নিজ

এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায় ? ।। ৫।।

[১৮]

কি আর বলিব তোরে মন ?
মুখে বল, 'প্রেম প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ।। ১।।
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ।। ২।।
প্রেমের সাধন —'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে ?
দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',

মনঃশিক্ষাচ্ছলে লিখিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি আপনাকে গৌরাঙ্গভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট তাপ-পুণ্ড্রাদি ধারণরূপ পঞ্চসংস্কার বা সৎসম্প্রদায়-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তৎসম্বন্ধে 'অনুবৃত্তি'তে লিখিয়াছেন,—"কলিহত জীবগণ উপদেশামৃত-ধন ছাড়ি' কৈল নবীন বিধান। মায়াবাদ উপদেশ, গৌরাঙ্গদাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ। কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছায়া প্রেমসাজ।।" ইত্যাদি। (উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি — ১১)।

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত.....থাকহ পড়িয়া—**"মুমুক্ষু প্রভৃতি নাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।। বিমুক্তাখিলতর্যৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে যা

কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ।। ৩।।
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্তন,
না করিলে নির্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,
দুষ্টফল করিলে অর্জন ।। ৪।।
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোক দুর্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ।। ৫।।
কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়? ।। ৬।।

কৃষ্ণে- নাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভোপি ন দীয়তে।। সা ভুক্তিমুক্তি কামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতাম্।। হৃদয়ে সম্ভবতেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ? কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া। অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, ৩ লঃ, ৪১-৪৪ শ্লোক); নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।' (ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ, ৩ নঃ, ৮৯ শ্লোক) ।। ১৮/২।।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম,.....নৃলোকে দুর্লভ—'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ-হেম, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।" (চৈঃ চঃ ম ২/৪৩) ।। ১৮/৫।।

কামে-প্রেমে দেখ.....নাহি হয় —'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম। (চৈঃ চঃ, আ ৪/১৬৫) ।।১৮/৬।।

[১৯]

কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম-প্রায়?

চর্মমাংসময়-কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড়বিষয়েতে সদা ধায়।। ১।।

জীবের স্বরূপ ধর্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।

কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত-প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'।। ২।।

শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।

আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রার্দুভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ।।৩।।

শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে......প্রেম উপজয়—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোথ ভজনক্রিয়া। ততোনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।। অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।। (ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ, ৪ লঃ, ১৫—১৬ শ্লোক) ।। ১৯/৩।।

কল্যাণকল্পতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপ **'উপলব্ধি'** পাঁচ-প্রকার। (১) অনুতাপ লক্ষণ-উপলব্ধি, (২) নির্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি, (৩) সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-লক্ষণ উপলব্ধি, (৪) অভিধেয়বিজ্ঞান লক্ষণ-উপলব্ধি, (৫) প্রয়োজনবিজ্ঞান লক্ষণ-উপলব্ধি। 'ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া', 'বিদ্যার বিলাসে কাটাইনু কাল', যৌবনে যখন, ধন-উপার্জনে', শরণাগতির ২—৪ সঙ্গীত দ্রষ্টব্য।

ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর' দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে ।। ৪ ।।
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর' পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ।। ৫ ।।

অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি

[১]

আমি অতি পামর দুর্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন ।। ১ ।।
কতদিন গর্ভাবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্মবশে।
গ্রাম্য ধর্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে ।। ২ ।।
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অন্ত দন্ত, শরীর অশক্ত।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল' কিসে হই অনুরক্ত।। ৩ ।।
ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল অনুরক্তি,
যে-পর্যন্ত ছিল দেহে বল।

সুবৈমুখ—অতিশয় প্রতিকূল ।। ১/৩।।

সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল',
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল।। ৪।।
সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি ?
ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি' ভজিলাম অরি ।। ৫।।

[২]

সাধুসঙ্গ না হইল হায় !
গেল দিন অকারণ, করি' অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায় ? ১।।
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি', সাধুজনে পরিহরি',
মদগর্বে কাটানু জীবন ।। ২।।
ভক্তিমুদ্রা-দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি', হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ? ৩।।

গেল দিন.....রহিল কোথায়?—"গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদার-ধনার্থধীঃ। ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু।।" (ভাঃ ৪/২৫/৬) ।। ২/১।।

ভক্তিমুদ্রা—ভক্তির চিহ্ন—ভক্তের দ্বাদশাঙ্গস্থিত তিলকাদি, ভক্তের ভাববিকারাদি, অথবা ভক্তের দৈন্য, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি প্রভৃতি।। ২/৩।।

জ্ঞানের গরিমা বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্ধান,
কর্মভোগে আমাকে রাখিয়া ।। ৪।।
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।
তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসার সিন্ধু ।। ৫।।

[৩]

ওরে মন, কর্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভ-সম কর্মজাল।। ১।।
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে, জরা মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার ।। ২।।

স্বার্থ—আত্মা বা চেতনের প্রয়োজন।। ২/৪।।

স্বর্গাদি সুখের....কর্মজাল—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা-মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।।" (মুণ্ডক ১/২/৭); দেহ্যজ্ঞোজিতষড়্বর্গো নেচ্ছন্ কর্মাণি কার্যতে। কোশকার ইবাত্মানং কর্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি।।" (ভাঃ ৬/১/৫২), "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং, দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ।।" (ভাঃ ৬/৩/২৫) ।। ৩/১।।

বর্ণাশ্রমধর্ম যজি', নানা দেবদেবী ভজি',
মদগর্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।। ৩।।
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধনজনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান।
ধিক্ মোর কুলমানে, ধিক্ শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান ।। ৪।।

[৪]

ওরে মন, কি বিপদ হইল আমার!
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হইতে পাইতে নিস্তার ।। ১।।
সাধিনু অদ্বৈত মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি' বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল।। ২।।

বর্ণাশ্রমধর্ম যজি.....জীবন—"ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ। দেবান্ পিতৃন্ ভূতপতীন্ নানাকামো যথা ভবান্।" (ভাঃ ৪/২৭/১১) ; "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেন্যদেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।" (গীঃ ৭/২০) ।। ৩/৩।।

ধিক্ মোর এ জীবনে.....না পাইল স্থান—"ধিক জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগবহুজ্ঞতাম্। ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।" (ভাঃ ১০/২৩/৪০) ।। ৩/৪।।

আমি ব্রহ্ম একমাত্র', এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই ?
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই ? ৩।।
মায়াদত্ত কুবিকার, মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ-নিবারণ।
হরিনামামৃত-পান, সাধু বৈদ্য-সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-শ্রীচরণ ।। ৪।।

[৫]

ওরে মন, ক্লেশ-তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা, অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্বার,
রাগ, দ্বেষ — এই পঞ্চ ক্লেশ ।। ১।।
অবিদ্যাত্মবিস্মরণ অস্মিতান্যবিভাবন
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মাবিশুদ্ধিতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি ।। ২।।
ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়াভোগে সুপ্রমত্ত,
'আমি' 'আমি' করিয়া বেড়াই।

ঔষধ-ঔষধ —ঔষধের ঔষধ।। ৪/৩।।

পঞ্চক্লেশ—"অবিদ্যাস্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।" (পাতঞ্জল-কৃতসাধনপাদস্থ-তৃতীয়সূত্রম্) ; অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষ। **'অবিদ্যা'** অর্থে—আত্মবিস্মরণ, **'অস্মিতা'**—অন্যভাবনা, **'অভিনিবেশ'**—দ্বিতীয় বস্তুতে গাঢ়মতি, **'রাগ'**—কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতি, **'দ্বেষ'**—আত্মার অবিশুদ্ধতা।। ৫/১।।

এ আমার সে আমার, এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে' মোর চিত্ত ভাই ।।৩।।
এ রোগ-শমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
আমি ব্রহ্ম মায়াভ্রম', এই ঔষধের ক্রম
দেখি' চিন্তা হইল বিষম ।। ৪ ।।
একে ত' রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর?
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর' যদি সমাশ্রয়,
পার হ'বে এ বিপদ ঘোর ।। ৫।।

নির্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি

[১]

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার ।। ১ ।।
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ।। ২।।
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ-শোক-অনিবার, চিত্ত করে' ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন।। ৩।।

ভাল ক'রে দেখ ভাই,　　　　অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে,　　　　কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন ।। ৪।।
ইতিহাস-আলোচনে,　　　　ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার,　　　　করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ।। ৫।।
মরণ-সময় তারা,　　　　উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে-জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়,　　　　জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ।। ৬।।
এমন বিষয়ে মন,　　　　কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়,　　　　কর' সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা।। ৭।।

[২]

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর?
পার্থিব উন্নতি যত,　　　　শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর' ।। ১।।
আশার ইয়ত্তা নাই,　　　　আশা-পথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।

আশার ইয়ত্তা ...... রুদ্ধ আছে—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্" (ভাঃ ১১/৮/৪৪) ।। ২/২।।

বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ।। ২।।
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কা'ল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর' যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব।। ৩।।
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে' শঙ্করানুগত ।। ৪।।
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব লয়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর' সদা শান্তিপুরে ।। ৫ ।।

[৩]

ওরে মন, ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা কর' দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ।। ১।।

ব্রহ্ম সাম্য — ব্রহ্ম সাযুজ্য ।। ২/৪।।

ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা—"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ? (ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ, ২ লঃ, ২২ শ্লোক) ।। ৩/১।।

ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়,
তা'কে দুঃখ বলে' বিজ্ঞ-জন ।। ২।।
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত,
মূঢ়জন ভোগ প্রতি ধায়।
সে-সব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানী,
মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায়।। ৩।।
মুক্তি বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে' শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তারে,
তা'র যত্ন নহে ফলবান্ ।। ৪।।
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি' শোধ' এ হৃদয়
নাহি রাখ কামের বাসনা।।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই,
বিনোদের এই ত' সাধনা ।। ৫।।

ফলশ্রুতি—কর্মের ফল বা লাভ-বিষয়ে লোভোৎপাদক বাক্য।। ৩/৩।।

কৈতব-প্রধান—সর্বাপেক্ষা অধিক কপট; "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং" (ভাঃ ১/১/২); "অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব।। তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।।" (চৈঃ চঃ, আ ১/৯০, ৯২)।। ৩/৪।।

[৪]

দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু, — দুঃখ কহিব কাহারে ? ।। ১।।
'সংসার', 'সংসার', ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল ।। ২।।
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ।। ৩।।
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার ?
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ।। ৪।।
গর্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম।। ৫।।
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি — মরণ নিকটে আছে ব'সে ।। ৬।।
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন।। ৭।।
দেহ গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত ।। ৮।।

দুর্লভ মানবজন্ম....কহিব কাহারে ? —"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।" (ভাঃ ১১/২০/১৭) ; লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।" (ভাঃ ১১/৯/২৯) ।। ৪/১।।

দিন যায়.....আছে ব'সে—"নিদ্রয়া-হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থ-কর্মভিঃ (ভাঃ ১/১৬/১০)। নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা।।" (ভাঃ ২/১/৩) ।। ৪/৬।।

হায়, হায়! নাহি ভাবি, — অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব ? ।। ৯।।
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ।। ১০।।
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে।। ১১।।
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ।। ১২।।
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।। ১৩।।

[৫]

শরীরের সুখে, মন' দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ-সাধন-সময়ে।
সর্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী।
কিন্তু নাহি জান মন, এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন বিলয়ে ।। ১।।

সিদ্ধদেহ—'অনুভাষ্য' চৈঃ চঃ, ম ৮/২৮ ; 'বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক দেহে করে' শ্রবণ-কীর্তন।। 'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে' ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।। (চৈঃ চঃ, ম ২২/১৫৬-১৫৭), 'কৃষ্ণ স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম। তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লঃ,২৯৪-২৯৫ শ্লোক) ।। ৫/১।।

দেহের সৌন্দর্য-বল — নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্বিত হ'য়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ-যোগ, জীবনের কর্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয়।। ২।।
যে-পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে' টানাটানি।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাশরে আপনি ।। ৩।।
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর ?
জড় দেও বিসর্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর।
সিদ্ধদেহ-অনুগত, কর' দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ ।। ৪।।

সহজ সমাধি—"আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্ম-বোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা-বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়-বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য-বোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর সম্বন্ধ-বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থাপনরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত-কাল-বোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাগবত নানাত্ব-বোধ, দশমে

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

[১]

ওরে মন, বলি, শুন তত্ত্ব-বিবরণ।
যাঁহার বিস্মৃতি-জন্য জীবের বন্ধন।। ১।।
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্বসারাৎসার ।। ২।।
সেই তত্ত্ব শক্তিমান্ সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি, শক্তিমান্ — এক বস্তু নিরন্তর ।। ৩।।
নিত্যশক্তি নিত্যসর্ব-বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক।। ৪।।
বিলাসার্থ নাম-ধাম-গুণ-পরিকর।
দেশ-কাল-পাত্র সব শক্তি অনুচর।। ৫।।
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস।
পরব্রহ্ম সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ।। ৬।।
অতএব ব্রহ্ম আগে, শক্তি-কার্য পরে
যে করে' সিদ্ধান্ত, সেই মুর্খ এ সংসারে।। ৭।।

আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলা-বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তিবোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তি-দ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম-বোধ, চতুর্দশে তাঁহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিতজনের আশ্রয়ানুশীলনের দ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তি বোধইত্যাদিঅনেকঅচিন্ত-তত্ত্বের বোধোদয়হয়।"(শ্রীকৃষ্ণসংহিতা,৮/৫১।।৫/৪।।

শক্তির প্রভাব ...... এ সংসারে—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।" (শ্বেতাশ্বঃ ৬/৮) ।। ১/৬-৭।।

পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ-সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি।। ৮।।
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি' মানি অতঃপর।। ৯।।
অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই।। ১০।।
সেই সে অদ্বয়তত্ত্ব পরানন্দাকার।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার ।। ১১।।
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব প্রকৃতির পর।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে নিরন্তর ।। ১২।।
চিদ্ধাম-ভাস্কর কৃষ্ণ, তাঁ'র জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত ।। ১৩।।
সেই জীব প্রেমধর্মী, কৃষ্ণগত প্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে পান।। ১৪।।
নানাভাবমিশ্রিত পিয়া দাস্য-রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ ।। ১৫।।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা, পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে রতি ।। ১৬।।
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে।। ১৭।।
সেই ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত।। ১৮।।
যে-সব জীবের ভোগ-বাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল।। ১৯।।

পুরুষ-ভাবেতে—পুরুষাভিমানে, ভোক্তৃবুদ্ধিতে।। ১/১৯।।

মায়া-কার্য জড়, মায়া — নিত্যশক্তি ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য, কারা-কর্ত্রী মায়া ।। ২০।।
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ ।। ২১।।
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণ-বহির্মুখ।
মায়াদেবী তবে তা'রে যাচিলেন সুখ ।। ২২।।
মায়া সুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যা-বশে অস্মিতা জন্মিল।। ২৩।।
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ ।। ২৪।।
এইরূপে জীব কর্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ-গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া।। ২৫।।
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ বিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ সর্বনাশ।। ২৬।।
চিত্তত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন।। ২৭।।
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি'।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি! ।। ২৮।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্মের উদয় ।। ২৯।।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন।। ৩০।।
কৃষ্ণ-প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যা-রূপা মায়া করে, বন্ধন ছেদন।। ৩১।।
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য-বৃন্দাবন।
জীবের সাধন-জন্য করে' বিভাবন।। ৩২।।

সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য সেবা লাভ করে' চৈতন্য-আশ্রয়ে।। ৩৩ ।।
প্রকটিত লীলা আর গোলোক-বিলাস।
এক তত্ত্ব, ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ ।। ৩৪ ।।
নিত্যলীলা নিত্যদাসগণের নিলয়।
এ প্রকট-লীলা বদ্ধজীবের আশ্রয়।। ৩৫ ।।
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্য-তত্ত্বের প্রকাশ।। ৩৬ ।।
বৃন্দাবন-লীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত-রতি-তত্ত্ব যাহে নিত্য হয়।। ৩৭ ।।
জড়্রতি-খদ্যোতের আলোক অধম।
আত্মরতি-সূর্যোদয়ে হয় উপশম ।। ৩৮ ।।
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক ধর্ম্ম।। ৩৯ ।।
জড়রতি হৈতে লোক-ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্যের সদা অনুগত।। ৪০ ।।
জড়রতি, জড়দেহ প্রভুসম ভায়।
মায়িক বিষয়-সুখে জীবকে নাচায়।। ৪১ ।।
কভু তা'রে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তারে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য-কথা।। ৪২ ।।
যোগৈশ্বর্য, ভোগৈশ্বর্য — সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়।। ৪৩ ।।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জন ঐশ্বর্যের আশে।
মায়িক জড়ীয় সুখে বদ্ধ মায়া-পাশে ।। ৪৪ ।।
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি' ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে' পরিহার।। ৪৫ ।।

সংসারে জীবন-যাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি।। ৪৬।।
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ, যত।
বিসর্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত।। ৪৭।।
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন।। ৪৮।।
সাধুগণ-সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্মবশে।। ৪৯।।
জীবনযাত্রার জন্য বৈদিক-বিধান।
রাগ-দ্বেষ বিসর্জিয়া করেন সম্মান।। ৫০।।
সামান্য বৈদিকধর্ম অর্থফলপ্রদ।
অর্থ হৈতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ।। ৫১।।
সেই ধর্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত।। ৫২।।
তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্বাহ।
জীবনের অর্থ-কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ।। ৫৩।।
অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।। ৫৪।।
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন।। ৫৫।।

লিঙ্গহীন—বর্ণ ও আশ্রমাতীত পরমহংস বা সারগ্রাহী। (১) আলোচকগত, (২) আলোচনাগত ও (৩) আলোচ্যগত তিন প্রকার লিঙ্গ; মালা, তিলক, গৈরিক-বস্ত্র প্রভৃতি—'আলোচকগত লিঙ্গ', মুক্তকচ্ছতা, বদ্ধকচ্ছতা, যজ্ঞ, তপস্যা, হোমাদি—'আলোচনাগত লিঙ্গ' স্বর্গ-নরকাদি কল্পনা, পরমেশ্বরের নিরাকার-সাকার ভাবনাদি—'আলোচ্যগত লিঙ্গ'। (শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা) ১।।৫৪।।

যথা-তথা বাস করি', যে-সে বস্ত্র পরি'।
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহ রক্ষা করি'।। ৫৬।।
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া।। ৫৭।।
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-প্রভু অবতার।
ভক্তিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার।। ৫৮।।

[২]

অপূর্ব বৈষ্ণব তত্ত্ব ! আত্মার আনন্দ-
প্রস্রবণ! নাহি যার তুলনা সংসারে।
স্বধর্ম বলিয়া যা'র আছে পরিচয়
এ জগতে! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ।
পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দ-স্বরূপ,
নিত্যকাল রস-রূপ, রসের আধার —
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার!
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি-শক্তিমান্,
লীলারস-পরাকাষ্ঠা, আশ্রয়-স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে?
রসতত্ত্ব-সুগম্ভীর! সমাধি আশ্রয়ে।। ১।।
উপলব্ধ! আহা মরি, সমাধি-আশ্রয় কি ধন!!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ ;
কিন্তু তাহে আস্বাদক-আস্বাদ্য বিধান,

যথা তথা বাস.....'রক্ষা করি'—এই কয়েকটি পদে যুক্ত-বৈরাগ্যের প্রকৃত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।। ১/৫৬।।

নিত্যধর্ম অনুস্যূত! অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ, — আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ! পরানন্দ-পীঠ বৃন্দাবন!
প্রাকৃত জগতে যাঁ'র প্রকাশ-বিশেষ
যোগমায়া-প্রকাশিত! তাঁহার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব —
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ-কল্যাণ!!
যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরু-পাদাশ্রয় কর' জীব!
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ' রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব-অহঙ্কার নিতান্ত দুর্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব। আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দরস
অনুভবি'। মায়াভোগ তোমার পতন !!!

দ্বৈতানন্দ—আস্বাদক ও আস্বাদ্য—বিষয় ও আশ্রয়ের সেবানন্দ। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ১২৭০ বঙ্গাব্দে 'বিজন-গ্রাম' নামক কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে "কল্যাণকল্পতরু" তে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অতি সংক্ষেপে বৈষ্ণবদর্শন ও তত্ত্বের সার এই পদটিতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

[৩]

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্কবলে হায়।
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন,
বিজ্ঞান-আলোক নাহি তায়।। ১।।
চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি, বলি' মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি।। ২।।
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।
নির্দোষ বৈকুণ্ঠগত-সত্তা-সমুদয়
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি।। ৩।।
বিকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি।
সুমধুর মহাভাবাবধি।

দ্বৈত—জড়ীয় বস্তুগত ভেদ। তত্ত্ববস্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তানুসারে বস্তুগত ভেদের কথা নাই, শক্তিগত ভেদের উল্লেখ আছে। জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ইহাই তাৎপর্য; **বিজ্ঞান—শক্তি** শক্তিমদ্ বিজ্ঞান।। ৩/১।।

বিজ্ঞান—চিদ্বিলাস-জ্ঞান অথবা 'বিজ্ঞান' অর্থে অনুভব, সাক্ষাৎকার, প্রীতি, প্রেম। তৎপদার্থের ধর্ম, শক্তি ও গুণের বিচিত্রতাই বিজ্ঞান।। ৩/২।।

অতএব এ জগতে অনুকৃতি—জড়জগৎ বৈকুণ্ঠের খণ্ড ও হেয় প্রতিবিম্ব।। ৩/৩।।

তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি
সঙ্গসুখ সংক্লেশ জলধি।। ৪।।
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ করিয়া আশ্রয়
সহজ-সমাধি-যোগবলে।
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দ-তনয়।
ভজেন সর্বদা কৌতূহলে ।। ৫।।

[৪]

'জীবন-সমাপ্তি-কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।'
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞ-জন
এ দেহ পতনোন্মুখ ।। ১।।
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই ।। ২।।

শ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ" (ভাঃ ১১/৯/২৯)। 'সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্। সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ।। তৎপ্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্। ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্।। ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ। শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্। পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধঞ্চা-জিতাত্মনঃ। নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ।।" (ভাঃ ৭/৬/৩৬); "মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহজায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।" (ভাঃ ১০/১/৩৮) ।। ৪/১-২।।

গৃহে থাক.....অকারণ—"গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে

সংসার নির্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন।। ৩।।
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।। ৪।।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ।। ৫।।

উচ্ছ্বাস

[১]

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া।। ১।।
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান।। ২।।
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।। ৩।।

ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।" (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা—৩৯)।। ৪/৫।।

কবে শ্রীচৈতন্য.....দয়া—শ্রীবৈষ্ণবের পদছায়ায় আশ্রয়লাভের সৌভাগ্যই শ্রীচৈতন্যের দয়া।। ১/১।।

বিষয়াভিমান—রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়ের ভোক্তার অস্মিতা।। ১/২।।

বৈষ্ণবের আবেদনে....সদয়—বৈষ্ণবের কৃপায়ই কৃষ্ণ-কৃপা-লাভ

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম।। ৪।।
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।। ৫।।
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়।। ৬।।
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।। ৭।।

[২]

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার।। ১।।
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া লবে কাছে ? ।। ২।।

হয়, অন্য উপায়ে হয় না। "যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোপি। ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণার-বিন্দম্।।" (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর); "তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্-ভূতিকামঃ।" (মুণ্ডকঃ—৩/১/১০) অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে সেবা করিবেন; "তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্তু" (৩/৩/৪৭ সংখ্যক ব্রহ্ম সূত্রে শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত পৌষায়ণ-শ্রুতিবাক্য)। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। "ন সংশয়োত্র তদ্ভক্তপরিচর্যা-রতাত্মনাম্" (৩/৩/৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দ ভাষ্য-ধৃত শাণ্ডিল্য-স্মৃতিবাক্য)।। ১/৬।।

অহৈতুকী সে....বিচার—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন

শুনিয়াছি, শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত-পাতকী জনে করিলা মোচন।। ৩।।
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া? ৪।।
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর-জনে করিবে উদ্ধার।। ৫।।
কর্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল' কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই।। ৬।।
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার।। ৭।।
তুমি ত' পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়? ৮।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার ।। ৯।।

[৩]

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান।। ১।।
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম — না আছে সম্বল।। ২।।
নিতান্ত দুর্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার? ৩।।

বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তসুং স্বাম্।।" (মুণ্ডক — ৩/২/৩ ; কঠ ১/২/২৩) ।। ২/৭।।

বিষয়-কুম্ভীর তাহে.....করে' উত্তেজন—"সংসার-দুঃখজলধৌ পতিতস,

বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে' উত্তেজন।। ৪।।
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী।। ৫।।
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি! এ দাসে করুণা।
কর' আজি নিজগুণে, ঘুচাও যন্ত্রণা।। ৬।।
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়।। ৭।।
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু।। ৮।।
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার ।। ৯।।

[৪]

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে' অনিবার ।। ১।।
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায়।। ২।।
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর।। ৩।।
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া।। ৪।।

কামক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য। দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য, চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্।।" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৬/৫৪)।। ৩/৪।।

কুলদেবী—তন্ত্রোক্ত ষোড়শ-মাতৃকা-মধ্যে মাতৃকাবিশেষ অথবা কুল-

কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয় ।। ৫।।
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিভাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে।। ৬।।
শ্রীচৈতন্য নাম শু'নে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক।। ৭।।
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জন এ জন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন।। ৮।।

[৫]

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব পারাবারে।। ১।।
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী।। ২।।

পরম্পরায় পূজিতা শক্তি। দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। যেস্থানে চিচ্ছক্তি, তথায় শ্রৌতপারম্পর্যে পূজিতা স্বরূপশক্তি; যথায় চিচ্ছক্তির ছায়া তথায় বহির্মুখগণের বংশপরম্পরায় পূজিতা দেবতা বুঝায়; শুদ্ধবৈষ্ণবগণের গুরু-কুল বা শ্রৌত-বংশের দেবতাই চিচ্ছক্তি যোগমায়া। **যোগমায়া**—"সংমোহিতং মায়য়া যোগমায়াংশত্বং দৃষ্টম্। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে "জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভোজ্ঞেয় আদিদেবোখিলেশ্বরঃ। অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ।" ইতি। (ব্রহ্ম সংহিতা ৫/৩ শ্লোকের শ্রীশ্রীজীবপ্রভু-কৃত টীকা ও ভাঃ ১০/১/২৫ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা); 'মধুর ঐশ্বর্য মাধুর্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার। যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার।। যোগমায়া

শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি' করাও সংসার।৩।।
শ্রীকৃষ্ণ-সান্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর' অশোক অভয়।। ৪।।
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ' স্থান তুমি যোগমায়া।। ৫।।

চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি, তা'র শক্তি লোকে দেখাইতে। এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন, প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২১/৪৪, ১০৩); **বিশ্বোদরী**—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়া।। ৫/২।।

আগম—তন্ত্র বা পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র। "আগতং' শিববক্ত্রেভ্যো 'গতং' চ গিরিজাশ্রুতৌ। 'মতং' চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে।।" ইহা শ্রীশিবের মুখ হইতে আগত, শ্রীপার্বতীর কর্ণগত এবং শ্রীবাসুদেবের সম্মত বলিয়া 'আগত', 'গত' ও 'মত'—এই তিন শব্দের আদি অক্ষরত্রয়যোগে নিষ্পন্ন।। ৫/৩।।

অভয়—"তন্মাত্রবিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ। জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।। তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরা-চরম। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।" (মধুকৈটভবধঃ, চণ্ডী ১/১/৫৫-৫৮) ।। ৫/৪।।

অকৈতব—অকপট; বৃন্দাবনে দেহ'...যোগমায়া—ভগবৎসন্দর্ভে ১১৭ সংখ্যায় উদ্ধৃত শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যায়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।। (ভাঃ ১/৩/১) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু—"শক্তি র্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। 'শক্তি'

তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়।।। ৬।।
তুমি কৃষ্ণ-সহচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি।। ৭।।
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে।। ৮।।
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ।। ৯।।

প্রার্থনা লালসাময়ী

[১]

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবনধাম মম হইবে আশ্রয়।। ১।।
ঘুচিবে সংসার-জ্বালা, বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পুরিবে কামনা।। ২।।
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরিসংকীর্তনে।
মত্ত হ'য়ে পড়ে' র'ব বৈষ্ণব-চরণে।। ৩।।
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগল-রূপ হৃদয়-কাননে।

শব্দস্য প্রথমপ্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গমহাশক্তিঃ মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ শ্র্যদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততাভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌশক্তি বৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্"।। ৫/৫।।

উপাধি-রহিত—"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।" (ভঃ রঃ সিঃ, ১ম লঃ, ১ম

কবে সখী কৃপা করি' যুগল-সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পা'য়।। ৫।।
কবে বা যুগল-লীলা ক'রি দরশন।
প্রেমানন্দভরে আমি হ'ব অচেতন।। ৬।।
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব ? ৭।।
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে।
যা' দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি' আঁখি-জলে।। ৮।।
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব-সদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জনে।। ৯।।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ।। ১০।।

[২]

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হ'বে।
উপাধি-রহিত-রতি চিত্তে উপজিবে।। ১।।
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল-বিলাস।। ২।।
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল।
কদম্ব-কাননে যা'ব ত্যজি' জাতি কুল।। ৩।।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয়।
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয়।। ৪।।

সংখ্যাধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)।। ২/১।।

ভাবময় বৃন্দাবনে....দু'জনে—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমী-হিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।" (ভঃ রঃ

ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দু'জনে।। ৫।।
কবে নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে।। ৬।।
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি' অন্য রতি।
করজুড়ি' মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি।। ৭।।

[৩]

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে।। ১।।
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গাব বৃন্দাবনে।। ২।।
কর্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী বহির্মুখ-জন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জন।। ৩।।

সিঃ, পূঃ বিঃ, সাধনভক্তি লহরী ১৫০ শ্লোক)—"কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ-নির্বাচিত প্রেষ্ঠ-জনকে সর্বদা স্মরণপূর্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।।" (অমৃতপ্রবাহভাষ্য) ।।২/৫।।।

প্রার্থনা-রস—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র নির্যাস বা তাৎপর্য।। ২/৬।।

মাধ্বিক—মধুজাত সূরা।। ৩/২।।

কর্ম-জড়-স্মার্ত—বেদোক্ত কর্মের ফলশ্রুতিতে যাহাদের বুদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারযুক্ত ব্যক্তি। "প্রায়েণ বেদ তদিদং

কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত।। ৪।।
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী।। ৫।।
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন।
কৃপা করি" আমারে দিবেন আলিঙ্গন।। ৬।।
স্পর্শিয়া বৈষ্ণব-দেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার।।৭।।

[৪]

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি নাহি, এই কথা সার।। ১।।
শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁর লীলা-অন্ত বুঝে শকতি কাহার।। ২।।
তবে মূর্খ জন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌর-লীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া? ৩।।
অনন্তের অন্ত আছে, কোন্ শাস্ত্রে গায়?
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ, ইহা শুনি' হাসি পায়।। ৪।।
কৃষ্ণ হইবেন গোরা ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার।। ৫।।
যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।

ন মহাজনোয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতি-র্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে, মহতি কর্ম্মণি যজ্যমানঃ" (ভাঃ ৬/৩/২৫) ।। ৩/৪।।

শাস্ত্রে বলে....জনমিল—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিতা জায়ন্তে ব্রহ্ম

সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে।। ৬।।
গোরা অবতারে তাঁ'র শ্রীজয়-বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়।। ৭।।
পূর্ব পূর্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল।। ৮।।
স্মৃতি-তর্ক-শাস্ত্রবলে বৈরী প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ-সহ রণ করিল মাতিয়া।। ৯।।
অতএব নবদ্বীপবাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্য-লীলা-পুষ্টি করে অনুক্ষণ।। ১০।।
এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তা'কে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী।। ১১।।
শ্রীচৈতন্য-অনুচর শত্রু-মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত।। ১২।।
তোমরা করহ কৃপা এ দাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর বিনোদের মতি ।। ১৩।।

[৫]

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পাবে বিশ্রামের স্থান।। ১।।

যোনিষু।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, রাম অবতারে জয়-বিজয়ের অবতার, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ গৌরাবতারে গৌরাঙ্গ বিরোধি স্মার্ত ও নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিতর্ক-যুদ্ধে গৌর-লীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন। (ভক্তিবিনোদ)।। ৪/৮।।

কবে আমি.....প্রণতি—"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচণ্ডালগোখরম্।। (ভাঃ

কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন।। ২।।
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি লব করিয়া মিনতি।। ৩।।
সর্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হবে।
জীবের দুর্গতি দেখি লোতক পড়িবে।। ৪।।
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যাব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ।। ৫।।
ব্রজবাসি-সন্নিধানে জুড়ি দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলা-স্থান হইয়া কাতর।। ৬।।
ওহে ব্রজবাসি! মোরে অনুগ্রহ করি।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি।। ৭।।
তবে কোন ব্রজ-জন সকৃপ-অন্তরে।
আমারে যাবেন লয়ে বিপিন-ভিতরে।। ৮।।
বলিবেন, দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।। ৯।।
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈলা রাস।। ১০।।
ঐ দেখ যথা হৈল দুকূল-হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন।। ১১।।

১১/২৯/১৬); "ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি"। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'।। এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩/২৮-২৯) ।। ৫/৩।।

লোতক—অশ্রু ।। ৫/৪।।

ভৌতিক পুর—পাঞ্চভৌতিক দেহ।। ৫/১৮।।

এইরূপ ব্রজ-জনসহ বৃন্দাবনে।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ-নয়নে।। ১২।।
কভু বা যমুনাতীরে শুনি' বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী।। ১৩।।
কৃপাময় ব্রজ-জন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
পান করাইবে জল পূরিয়া অঞ্জলি।। ১৪।।
হরিনাম শুনে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজজন-সহ আমি করিব ভ্রমণ।। ১৫।।
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি বেড়াইব দ্বার দ্বার।। ১৬।।
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া।। ১৭।।
যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু-মহোৎসব হইবে প্রচুর।। ১৮।।
সিদ্ধ দেহে নিজ-কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে।। ১৯।।
এই সে প্রার্থনা করে, এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার।। ২০।।

বৈষ্ণব-ঠাকুর....আনন্দময়—'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন

[৬]

হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে', রতি উপজিবে',
বাসনা হইবে ক্ষীণ।। ১।।
অন্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ সংকীর্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া র'ব।। ২।।
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী।। ৩।।
ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব।। ৪।।
ভকতিবিনোদ, এই আশা করি',
বসিয়া গোদ্রুমবনে।
প্রভু-কৃপা লাগি', ব্যাকুল অন্তরে,
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে।। ৫।।

[৭]

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ, কল্যাণের খনি,
মাতিব হৃদয়ে ধরি'।। ১।।

বৈষ্ণব-ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।। ২।।
অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে, নিষ্কপট সদা,
নিত্য-লীলা-অনুরক্ত।। ৩।।

প্রাকৃত-ত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্র-বত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ।।" (উপদেশামৃত—৬); **নির্দোষ**—(১) ক্রোধ, (২) কাম, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) বিধিৎসা, (৬) অকৃপা, (৭) অসূয়া, (৮) মান, (৯) শোক, (১০) স্পৃহা, (১১) ঈর্ষা ও (১২) জুগুপ্সা, এই বার প্রকার দোষ তথা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আরও আঠার প্রকার দোষ আছে। যথা—(১) অনৃত, (২) পৈশুন্য, (৩) তৃষ্ণা, (৪) প্রাতিকূল্য, (৫) তমঃ (অজ্ঞান), (৬) রতি (স্ত্রী-সম্ভোগে অত্যন্ত আসক্তি), (৭) লোকদ্বেষ, (৮) অভিমান, (৯) বিবাদ, (১০) প্রাণীপীড়ন, (১১) পরিবাদ (সমক্ষে পরদূষণ), (১২) অতিবাদ (নিরর্থক অতিপ্রলাপ) , (১৩) পরিতাপ, (১৪) অক্ষমা, (১৫) অধৃতি, (১৬) অসিদ্ধি, (১৭) পাপকৃত্য, (১৮) হিংসা, "মত্ত ব্যক্তির আঠার প্রকার দোষ ও ছয় প্রকার ত্যাগরাহিত্য একত্রে চব্বিশ প্রকার দোষ ও প্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎসুজাত (মঃ ভাঃ উদ্যোগ পঃ ৪২ অঃ) বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে মুক্ত।" (শ্রীল প্রভুপাদ, সঃ তোঃ ২০/৬) ।। ৭/২।।

কনিষ্ঠ, মধ্যম....শুশ্রূষা শুনি—"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ

কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে,
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি।। ৪।।
যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে।। ৫।।
বৈষ্ণব চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'।। ৬।।

শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।। সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" (ভাঃ ১১/২/৪৭, ৪৬, ৪৫) "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্। শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্য-মন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।।" (উপদেশামৃত ৫) ।। ৭/৪।।

বৈষ্ণব চরিত্র....মৌন ধরি'—বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণেপি দোষ উক্তঃ; "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি য ঃ সোপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।" (ভাঃ ১০/৭৪/৪০); "ততোপগমশ্চাসমর্থস্য এব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোপি কর্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা—কর্ণৌপিধায় নিরিয়াদ্‌যদকল্প ঈশে ধর্মাবিতর্যশৃণি-ভির্নৃভিরস্যমানে। জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেচ্ছিন্দ্যাদসূনপি

[৮]

কৃপা কর' বৈষ্ণব-ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর।। ১।।
'আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।। ২।।

ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬ অনুচ্ছেদ), অর্থাৎ কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারিজন দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ হয়,—ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; যথা ভাগবতে—ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থান ত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে নিশ্চিতই অধশ্চ্যুত হন। সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া—অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বিধানমাত্র। সমর্থ থাকিলে বৈষ্ণবনিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করা কর্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজ-প্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।। ৭/৬।।

সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে—সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত অভিধেয় ভক্তি যাজন করিতে করিতে; **অভিমান**—জড়ের অভিমান বা পুরুষাভিমান ।। ৮/১।।

প্রতিষ্ঠাশা....নিরয়গামী—প্রথম সংস্করণে (১২৮৭ বঙ্গাব্দে) এই কয়েকটি পদ নাই। পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০০ বঙ্গাদে) ইহা সংযুক্ত করা হইয়াছে। মদীয় শ্রীআচার্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, গুরুর অভিমানকারী কোন ব্যক্তি গুরুবর্গের লঙ্ঘন্ ও বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি ও

তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি।। ৩।।
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র।। ৪।।
অমানী মানদ, হইলে কীর্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি।। ৫।।

[৯]

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যাজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর।। ১।।

শিষ্যবুদ্ধি করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আত্মদৈন্যচ্ছলে এ-কয়েক পদ পরে রচনা করেন। "প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদী নটেৎ কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ। সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ।।" (শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপাদকৃত 'মনঃশিক্ষা'—৭)।। ৮/২।।

সম্বিৎ—জ্ঞান; চৈতন্য ।। ৯/৬।।

বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ-ধামে,
বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়,
করিব সম্বন্ধ মানি'।। ২।।
জাহ্নবী-পুলিনে, চিন্ময়-কাননে,
বসিয়া বিজন-স্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত, নিরন্তর পিব,
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' বলে।। ৩।।
হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টি ভাই,
পতিতজনের বন্ধু !
অধম পতিত, আমি হে দুর্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ।। ৪।।
কাঁদিতে কাঁদিতে, ষোলক্রোশ-ধাম,
জাহ্নবী উভয় কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে,
দেখি কিছু তরুমূলে।। ৫।।
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি'
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া, কাঁদিব গোপনে,
স্মরি দুঁহু কৃপা-লব।। ৬।।

আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে শ্রীললিতাকুণ্ডের অন্তর্গত

[১০]

হা হা মোর গৌরকিশোর।
কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুমবনে,
দেখা দিবে মনচোর।। ১।।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি'।। ২।।
দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব,
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,
গলেতে মোহনমালা।। ৩।।

কুঞ্জই আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ। পূর্বে এই কুঞ্জের নাম—আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ ছিল। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভিন্ন ব্রজবন শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কীর্তনাখ্য ভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমবনে শ্রীসরস্বতীনদীর তীরে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ প্রকাশ করিয়া ভজন করিতেন। বর্তমানে তথায় তাঁহার শ্রীসমাধি-মন্দির ও ভাবসেবার শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-শ্রীবিগ্রহ আছেন। এই পদের ভাবাবলম্বনে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীললিতা কুণ্ডের সন্নিকটে শ্রীব্রজস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের ৭ম সর্গ ৩১ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর ঘাটের সন্নিকটে "অনঙ্গ রঙ্গাম্বুজ-কুঞ্জ" নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীললিতাদেবীর শিষ্যা সেই অপ্রাকৃত কুঞ্জের সেবা করেন।। ১০/২।।

আলা—আলোকিত, উদ্ভাসিত।। ১০/৩।।

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া—এই পদটি পদকর্তার 'শরণাগতি'র

অনঙ্গ-মঞ্জরী, সদয় হইয়া,
এ দাসী-করেতে ধরি'।
দুহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি'।। ৪।।

[১১]

হা হা কবে গৌর-নিতাই।
এ পতিতজনে, উরু কৃপা করি',
দেখা দিবে দু'টি ভাই।। ১।।
দুঁহু-কৃপা-বলে' নবদ্বীপ-ধামে,
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর,
হেরিব নয়ন-লোভা।। ২।।
তাহার নিকটে, শ্রীললিতা-কুণ্ড,
রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ, লীলা বিস্তারিয়া,
বিহরেন অবিরত।। ৩।।
সখীগণ যথা, লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায়, সখীর আজ্ঞাতে,
কার্যে ইতি-উতি ধায়।। ৪।।
মালতীর মালা, গাঁথিয়া আনিব,
দিব তবে সখী করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে, সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দভরে।। ৫।।

[১২]

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।

ভোজনে-শয়নে,   দেহের যতন,
ছাড়িব বিরক্ত হঞা।। ১।।

নবদ্বীপ ধামে,   নগরে নগরে,
অভিমান পরিহরি'।
ধামবাসী-ঘরে,   মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি'।। ২।।

নদীতটে গিয়া,   অঞ্জলি অঞ্জলি,
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি',   আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল।। ৩।।

সিদ্ধিলালসার 'কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে' সঙ্গীতটির তুল্যভাবব্যঞ্জক ।। ১২/১।।

প্রথম সংস্করণে (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) 'কল্যাণকল্পতরু'তে "প্রার্থনা লালসাময়ী" সংখ্যক পদের পরে বিজ্ঞপ্তি আরম্ভ হইয়াছে। ৬—১২শ সংখ্যক পদ প্রথম সংস্করণে নাই।

১০, ১১ ও ১২ এই কয়েকটি পদে পদকর্তা স্বভজন-বিভজনলীলা প্রকাশ করিয়া স্বীয় বিপ্রলম্ভময়ী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"সং-প্রার্থনাময়ী দৈন্যবোধিকা লালসাময়ী। ইত্যাদির্বিবিধা ধীরৈঃ কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিরীরিতা।।" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২/১৫২) শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার—(১) সংপ্রার্থনাময়ী, (২) দৈন্যবোধিকা ও (৩) লালসাময়ী। বিজ্ঞপ্তি (বৈধী) ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। আবার অধিকার-ভেদে তাহা বিপ্রলম্ভরসাত্মিক হইয়া মুক্তকুলেরও ভজনাঙ্গ-বিশেষ। পদকর্তা বিজ্ঞপ্তিতে

কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধামাধব' নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চরবে,
ভ্রমিব সকল ধাম।। ৪।।
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে,
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব-ঠাকুর, 'প্রভুর কীর্তন',
দেখাইবে দাস মানি'।। ৫।।

বিজ্ঞপ্তি

[১]

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ।। ১।।
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ।। ২।।

"'গোপীনাথ' বলিয়া পুনঃপুনঃ সম্বোধন করিয়াছেন। তাহা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপাদের মনঃশিক্ষার—'মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং তন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্'।—শ্লোকের 'মদীশানাথত্ব'-বিচারমূলে।

গোপীনাথ! ঘুচাও সংসারজ্বালা—ইহা মুমুক্ষা নহে। শুদ্ধ ভক্ত

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
প'ড়েছি সংসার-ঘোরে।। ৩।।
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া।। ৪।।
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান।। ৫।।
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমারি শকতি,
কে আছে পাপীর আর ।। ৬।।
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে ,
লীলা কৈলে সুবিস্তার।। ৭।।
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি'।। ৮।।

[২]

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা।। ১।।

কখনও সেব্যবস্তুর নিকট ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার বা মুক্তি কামনা করেন না। শুদ্ধভক্তের সর্বোত্তম আদর্শ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি মোক্ষ কামনাকে সর্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপাদ

গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস।। ২।।
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি।। ৩।।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, "মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ। তৎসঙ্গভীতো- নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্তামুপাশ্রিত" ইত্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে মুমুক্ষা কামত্যাগেচ্ছৈব (ভাঃ ৭/১০/২), "যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ। কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্।।" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। (ভাঃ ৭/১০/৭), "ভক্তিযোগস্য তৎসর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ" ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদম্বরীষশ্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যাপ্যেকান্ত-ভক্তিভাবে-নেত্যুক্তমস্তি। তত্র চৈহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকা প্রতিষ্ঠা-দ্যুপার্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্। বিষ্ণুং যো নোপজীবতীতি গারুড়ে শুদ্ধভক্তিলক্ষণাৎ। অর্থাৎ "হে দেব! আমি স্বভাবতই কামাসক্ত, অতএব এই সকল বরদ্বারা কামসঙ্গে ভীত নির্বিণ্ণ এবং মুমুক্ষ হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি।।" এই প্রহ্লাদবচনে 'মুমুক্ষা' শব্দের অর্থ কাম ত্যাগের ইচ্ছা। যেহেতু পরে উক্ত হইয়াছে—"হে বরদশ্রেষ্ঠ ভগবন্। আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরসমূহ প্রদানে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার হৃদয়ে যেন আর কোনরূপ কামের উদয় না হয়।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৬৮ অনুচ্ছেদ)। 'সংসার জ্বালা' অর্থে এস্থানে সেবা-প্রতিকূল কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা, মুমুক্ষা নহে। পদকর্তা তাঁহার শতাধিক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে যে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়, উহার সমন্বয় শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তে প্রদত্ত হইয়াছে ।। ২/১।।

গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন-ধন।। ৪।।
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে', দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান।। ৫।।
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে,
না কর' করুণা-লব।। ৬।।
গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি।। ৭।।
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব' পর।। ৮।।

[৩]

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই।। ১।।
গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে।। ২।।

ধন দারা....জেরে—"ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্। সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্।। তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধৃতি-

গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর।। ৩।।
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি।। ৪।।
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি।। ৫।।
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ-পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর।। ৬।।
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার' হে সংসৃতি-ঘোরে।। ৭।।
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস।। ৮।।

মোহোর্মিমালে দারাবর্তে তনয়-সহজ-গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ। সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্ পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিনাবং প্রযচ্ছ।।" (মুকুন্দমালাস্তোত্রম্—১২-১৩) ।। ৩/২।।

হৃষীক—ইন্দ্রিয়; **সংসৃতি**—সংসার ।। ৩/৭।।

কলিকুক্কুর-কদন—কলিরূপ কুক্কুরের পীড়ন অর্থাৎ কলির যাবতীয়

[৪]

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ।। ১।।
চিরদিন করিয়া ও-চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস।। ২।।
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর' দান।। ৩।।
ভক্তিহীন বলি' না কর' উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ' জ্ঞান-সুশিক্ষা।। ৪।।
বিষয় পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহ' অধিকার যুগল-বিলাসে।। ৫।।

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়।। ৬।।

তুমি পতিতজনের বন্ধু
জানি হে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণা-জলসিন্ধু।। ৭।।

আমি ভাগ্যহীন, অতি অবাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজ-গুণে নাথ, কর' আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ।। ৮।।
সিদ্ধ-দেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর' দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণগান ।। ৯।।

যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর' আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায়।। ১০।।

উচ্ছ্বাস কীর্তন

নাম-কীর্তন

[১]

কলিকুক্কুর-কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে) ।। ১।।
গদাধর-মাদন, নিতা'য়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত-গোরা।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ-চিত-চোরা।। ২।।
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্তন সুর।
গৃহি-জন-শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক,
মাধব রাধাভাবপুর।। ৩।।

উৎপাতের বিনাশ। **মাদন**—হর্ষোৎপাদনকারী ।। ১/২।।
গজপতি-তারণ—গজপতি প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকর্ত্তা ।। ১/৪।।

সার্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,
রামানন্দ-পোষণ বীর।
রূপানন্দ-বর্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন ধীর।। ৪।।
ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন,
কপটি-বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ রাম।। ৫।।

[২]

বিভাবরী-শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল' হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব।। ১।।
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি রাম।। ২।।
যশোদা-দুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়-জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দর-বর।। ৩।।

শাতন—বিনাশক; ছেদক ।। ১/৫।।

ফুলশর—অপ্রাকৃত কন্দর্পের পুষ্পবাণ; **যোজক**—সংযোগকারী;

রাবণান্তকর, মাখন-তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী।। ৪।।
যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহনবংশীবিহারী।। ৫।।
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জরাস-বিলাসী।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী।। ৬।।
আনন্দ-বর্ধন, প্রেম-নিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্ত-বিনোদন,
সমস্ত-গুণগণ-ধাম।। ৭।।
যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানসচন্দ্র-চকোর।
নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর।। ৮।।

কাম—শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন-মদন ।। ২/৭।।

জীবন—জল; **যামুন-জীবন**—যমুনার জল ।। ২/৮।।

প্রকৃতি ভজিয়া—ভোগ্য দর্শন বা ভোগবুদ্ধি করিয়া;

রূপ-কীর্তন
কামোদ

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ-দরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার।। ১।।
বৃন্দাবন কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী।। ২।।
বর্ণ-নবজলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগৎ মাতায় ।। ৩।।

পুরুষাভিমান—'আমি ভোক্তা'—এইরূপ জড় অভিমান, দেহাত্মবোধগত অভিমান; স্বরূপের অভিমান—জীবের 'কৃষ্ণদাস' বা 'কৃষ্ণযোষা'র কিঙ্করী—এই উপলব্ধি।। ১/৩।।

বিধিমার্গরত....প্রবেশ—"যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্যধর্মরূপ রাগ নিদ্রিত থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ।" (কৃষ্ণসংহিতা ৮/১০) ; "বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী-ভক্তির অধিকার উৎপাদন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকভক্তির অধিকার উৎপাদন করে।" (জৈবধর্ম, ২১শ অধ্যায়), "যিনি হরিভজনে শাস্ত্র শাসনের বশবর্তী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু

ইন্দ্রনীল জিনি', কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে।। ৪।।
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি।। ৫।।
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম।। ৬।।
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন।। ৭।।

তাঁহার আত্মার হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনি রাগানুগভজনের অধিকারী।" (জৈবধর্ম, ৪র্থ অঃ), "ব্রজবাসী-দিগের সেবানুসরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল।" (আম্নায়সূত্র—১১৬), কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ কৃপায় বিধিমার্গরতজনের আত্মায় সেই স্বাভাবিক রাগ উদিত হয়। এই স্বভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই কৃষ্ণকৃপায় স্বাধীনতারত্ন লাভ বা শাস্ত্রশাসনের পথ হইতে রুচির পথে প্রবেশ।

পারকীয়-ভাব—"নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়া যখন

গুণ-কীর্তন

(১) ধানশী

বহির্ম্মুখ হ'য়ে,   মায়ারে ভজিয়ে,
সংসারে হইনু রাগী।।
কৃষ্ণ দয়াময়,   প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি।। ১।।
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে,   কৃপা বিতরণে,
শোধিতে নহে কাতর।। ২।।
সংসারে আসিয়া,   প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি',   নিজে অবতরি',
বংশীরবে নিলা হরি'।। ৩।।
এমন রতনে,   বিশেষ যতনে,
ভজ সখি অবিরত।
বিনোদ এখনে,   শ্রীকৃষ্ণচরণে,
গুণে বাঁধা, সদা নত ।। ৪।।

(২) ভাটিয়ারী

শুন, হে রসিক জন,   কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু,   কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে।। ১।।
হৃদয় পীড়িত যা'র,   কৃষ্ণ চিকিৎসক তা'র,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-জনে,   প্রেমামৃত বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর।। ২।।

কর্মবন্ধ, জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তা'রে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ।। ৩।।
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ।। ৪।।
প্রেমামৃত বারিধারা, সদা পানরত তাঁ'রা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু, পতি।
সেই সব ব্রজ-জন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীনহীন বিনোদের গতি।। ৫।।

লীলা-কীর্তন

(১) ধানশী

জীবে কৃপা করি', গোলোকের হরি,
ব্রজভাব প্রকাশিল।
সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবনযোগ্য,
জড়বুদ্ধি না হইল।। ১।।

রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। ব্রজলীলায় অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয় নিন্দা স্থান পায় না। যোগমায়াকৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার-ভাবটি

কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার, সমান ইঁহার,
কভু নহে জা'ন সার।। ২।।
কৃষ্ণ নরাকার, সর্ব-রসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠসাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত।। ৩।।
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন-মদন,
অপ্রাকৃত রসময়।
জীবের সহিত, নিত্য লীলোচিত,
কৃষ্ণ-গুণগণ হয়।। ৪।।

(২) ধানশী

যমুনা-পুলিনে, কদম্ব-কাননে,
কি হেরিনু সখি! আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,
করে' লীলা রসরাজ।। ১।।

যোগমায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই শুদ্ধতামূলক—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ, চৈ, শি ২য় খণ্ড ৭/৭ ও ব্র সং ৫/৩৭) ।। ২/৪।।

কৃষ্ণ নরাকার.....বিশেষতঃ—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ।।" (চৈঃ চঃ ম ২১/১০১) ।। ১/৩।।

রস-কীর্তনে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের স্বারসিক-পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যামুন-তটগতি ও বিপ্রলম্ভমূলে সেবার জন্য অভিসারে কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই পর্যন্তই সাধক-জীবের শ্রবণের অধিকার। রাগাত্মিক গুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে রাগানুগ-জীব

কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি, শ্রীরাধা শ্রীহরি,
অষ্টসখী পরিজন।। ২।।
সুগীত নর্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি', প্রকৃতি-সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে।। ৩।।
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
বিনোদ মিনতি করে'।। ৪।।

রস-কীর্তন

অভিসার — কামোদ

কৃষ্ণ বংশীগীত শুনি', দেখি' চিত্রপটখানি,
লোকমুখে গুণ শ্রবণিয়া।
পূর্বরাগাক্রান্ত চিত, উন্মাদ-লক্ষণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিলা ধাইয়া।। ১।।
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার।
না মানিল নিবারণ, গৃহকার্য অগণন,
ধর্মাধর্ম না করিল বিচার ।। ২।।

শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ঐ পর্য্যন্ত কীর্তন করিতে পারেন। তাহার পরের অধিকার-বৈশিষ্ট্যের কথা ভাষাদ্বারা অনধিকারী তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীগৌর-শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী,

যমুনাপুলিনে গিয়া,　　　　　　সখীগণে সম্বোধিয়া,
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ।
ছাড়িল প্রাণের ভয়,　　　　　　বনেতে প্রবেশ হয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দেশ ।। ৩।।
নদী যথা সিন্ধুপ্রতি,　　　　　　ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী।
অতি বেগে কুঞ্জবনে,　　　　　　গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে,
আত্ম-নিবেদনে কৈল মতি।। ৪।।
কেন মোর দুর্বলা লেখনী নাহি সরে?
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে।। ৫।।
মিলন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভাদি-বর্ণন।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন।। ৬।।
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার ।। ৭।।
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্তন করিনু শেষ কাল বিচারিয়া।। ৮।।

———

শ্রীমৎ পুরীদাস-গুরূত্তমানাম্।
পাদাব্জরেণোঃ কণিকাভিলাষী,
জীবাধমোয়ং তৃণতোপি হীনঃ।।
বেদেষুবর্গ গৌরাব্দে গৌরপ্রকটবাসরে।
কৃতং পরিমলং ভাষ্যং তেনেদং শ্রুতিসম্মতম্।।

———

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শরণাগতি

[১]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'।। ১।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কণিকা

মঙ্গলাচরণ

(ওঁ) অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।।
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠস্বরূপিণে।
গোস্বামীপ্রবরশ্রীমৎপুরীদাসাভিধায়িনে।।
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।

অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ।। ২।।
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ' — বিশ্বাস, পালন।। ৩।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জনাঙ্গীকার।। ৪।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।। ৫।।
রূপ সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি'।। ৬।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব'লে, — "আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম"।। ৭।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ-পরিকর (পার্ষদ) ও ধাম-সহ গোলোকে ও ভূলোকে অপ্রকট ও প্রকট-লীলায় নিত্য প্রকাশিত। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত সবিশেষ বাস্তব সত্য ইহাই পদকর্তার অভিপ্রায়।। ১/১।।

অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম—অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী 'ভক্তি' বা বিপ্রলম্ভাত্মক 'প্রেম'।। ১/২।।

দৈন্য—বিপ্রলম্ভ-জনিত তৃণাদপি সুনীচতা ।। ১/৩।।

ষড়ঙ্গ—ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত 'বৈষ্ণবতন্ত্র'-বাক্য—'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ।।" এই ষড়ঙ্গের মধ্যে 'কৃষ্ণ'কে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির 'অঙ্গী'; অন্যান্য পাঁচটি অঙ্গ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৩৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।। ১/৫।।

শ্রীহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'দুহুঁ পদ ধরি' পাঠ আছে। কিন্তু 'সজ্জনতোষণী'তে 'দুই পদ ধরি' মুদ্রিত হইয়াছে।। ১/৬।।

তত্রাদৌ দৈন্যাত্মকনিবেদন

[২]

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা।। ১।।
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে।
একবার প্রভু! দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে।। ২।।

কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই সংসার বা জন্মমরণ-মালা। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।" (চৈঃ চঃ ম ২০/১১৭), **নানাবিধ ব্যথা**—বহুপ্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিতাপ। অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষ এই পঞ্চক্লেশ বা ব্যথা।। ২/১।।

'একবার প্রভু!....দীন দাসে।।'—"যদত্র তৃতীয়ে (ভাঃ ৩/৩১/১২-২১) গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবতঃ স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তস্যৈব চ সংসারোপি বর্ণ্যতে, তত্রোচ্যতে,—জাত্যেকত্বেনৈকবদ্বর্ণনমিতি; বস্তুতস্তু কশ্চিদেব জীবো ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি, স চ নিস্তরত্যপি; ন তু সর্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি।"—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ অনু) শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতি ও তাহার পুনরায় সংসারদশা বর্ণিত হইয়াছে। তথায় ভগবৎস্তুতিকারী ও সংসার দশাগ্রস্ত জীব একই ব্যক্তি নহেন। ঐ স্থলে জীবত্ব জাতি-অনুসারে উভয়ের ঐক্য নিবন্ধনই একরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গর্ভদশায় কোন কোন ভাগ্যবান্ জীবই

তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান লব ।।৩।।
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল।।৪।।
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক-সহ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ।।৫।।
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি একমনে,
ভুলিনু তোমারে, হরি! ৬।।
বার্ধক্যে এখন, ভকতি বিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি! ৭।।

ভগবান্‌কে স্তব করিয়া থাকেন এবং সেইরূপ জীবই সংসার হইতে নিস্তার লাভ করেন, সকলেরই গর্ভাবস্থায় ভগবজ্‌জ্ঞান বা ভগবদ্ দর্শন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ৩১শ অধ্যায়ে ও শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড, ১ম অধ্যায়ে গর্ভস্থ জীবের বিভিন্ন দশা ও সৌভাগ্যবান্ জীবের স্তুতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।। ২/২।।

[৩]

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি।। ১।।
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি'।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি।। ২।।
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ।। ৩।।
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।
বার্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল।। ৪।।
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।

'জড়বিদ্যা যত....জীবকে করয়ে গাধা।।'—জড়বিদ্যা—অপরা বিদ্যা, যদ্দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় মতি না হইয়া দাম্ভিকতা, নাস্তিকতা ও সংসারে আসক্তি হয়। "শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে। গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।। পড়িঞা, শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে। কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে।।"—(চৈঃ ভাঃ ম ১/১৫৮-৫৯) ।।৩/৩।।

অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল।। ৫।।
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
ভকতি বিনোদ জড়বিদ্যা ছাড়ি'
তুয়া পদ করে সার।। ৬।।

[৪]

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জনে,
হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর,
ধরিনু তখন আমি।। ১।।
সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত,
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল,
মরমে হইনু হত।। ২।।
সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি।। ৩।।
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত,
অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হ'য়েছি ভীত।। ৪।।

'ধরম স্মরিয়া....ধরিনু তখন আমি।।'—ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।"—(চৈঃ চঃ আ ১৫/২৭ সংখ্যা ধৃত স্মৃতিবচন) ।। ৪/১।।

সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর।। ৫।।
এবে শুন প্রভু! আমি গতিহীন,
ভকতি বিনোদ কয়।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা,
দেহ' মোরে পদাশ্রয় ।। ৬।।

[৫] *

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ।। ১।।
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর।। ২।।
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব বিভূষণ।। ৩।।

---

* এই সঙ্গীতটি সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যে কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবের একটি সজীব চিত্র। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বহির্মুখ জীবের যে-সকল বিভিন্ন চিত্র আছে, তাহাদের সারাংশের সমাবেশ এই একটি সঙ্গীতে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

নিদ্রালস্য হত, সুকার্যে বিরত,
অকার্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী।। ৪।।
এ হেন দুর্জন, সজ্জন-বর্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্যশূন্য, সদানর্থমনাঃ,
নানা দুঃখে জরজর।। ৫।।
বার্ধক্যে এখন উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন।। ৬।।

[৬]

(প্রভু হে!) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভানে পিয়লুঁ,
আব্ অবসান দিনমণি।। ১।।

সদানর্থমনাঃ—সর্বদা অনর্থযুক্ত মনোবিশিষ্ট ।। ৫/৫।।

অপরাধ সহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে। অগতি শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মাসাৎ কুরু।।" (স্তোত্ররত্নম্ ৪৫) হে হরে ! সহস্র সহস্র অপরাধের পাত্রও ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন, নিরুপায়রূপে আপনার আশ্রয়প্রাপ্ত আমাকে কৃপা-সহকারে কেবল নিজজনরূপে গ্রহণ করুন।।৫/৫।।

অকিঞ্চন—(ন = অ—কিঞ্চন—কিছু) যাহার কিছুই নাই ।। ৫/৬।।

সুধাভানে—'অমৃত' ভ্রমে; **পিয়লুঁ**—পান করিলাম; **আব্**—এখন; **দিনমণি**—সূর্য ।। ৬/১।।

খেলারসে শৈশব, পঢ়ইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিলুঁ,
সুত মিত বাঢ়ল অনেক।। ২।।
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়া-বশে হইনু কাতর।
সর্বেন্দ্রিয় দুর্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ।। ৩।।
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হবে উপায়।
পতিতবন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পা-য়।। ৪।।
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।
তব পদ-পঙ্কজ- সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর' পার।। ৫।।

কৈশোর—দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষকাল; **পঢ়ইতে**—পড়াশুনা বা বিদ্যা শিক্ষা করিতে; **গোঁয়াওলুঁ**—গোঁয়াইলাম, অতিবাহিত করিলা; **ঘর পাতি'**—ঘর পাতিয়া অর্থাৎ বিবাহাদি করিয়া; **বসিলুঁ**—বসিলা; **সুত-মিত**—পুত্রমিত্র; **বাঢ়ল**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শ্রীহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'ভোগবশে' স্থলে 'আশাবশে' দৃষ্ট হয়।। ৬/২।।

আওল—আসিল; **ভাগল**—ত্যাগিয়া গেল, পলাইল, বিনষ্ট হইল ।। ৬/৩।।

তুহুঁ—তুমি; **হাম**—আমি ।। ৬/৪।।

বিচারিতে—বিচার করিতে; **আবহি**—এখন; **পাওবি**—পাইবে। **ছোড়ত**—ছাড়, পরিত্যাগ কর; **সীধু**—মধু; **পিবাওত**—পান করাও ।। ৬/৫।।

[৭]

(প্রভু হে!) তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন,
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর।। ১।।
উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি,
তুমারি চরণ মম আশ।। ২।।
ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ।
তুয়া জন সঙ্গে, তুয়া কথারঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ।। ৩।।
তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোঁয়াওবুঁ দিবানিশি আশ।
তুয়া পদছায়া, পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ দাস।। ৪।।

তুয়া—তোমার; **ত্যজত**—ত্যাগ করিয়া; **মরু-মন**—মরুভূমি-সদৃশ শুষ্ক হৃদয়; **ভেল**—হইল; **ভোর**—নিমগ্ন ।। ৭/১।।

উঠয়িতে—নিজেকে উদ্ধার করিতে; **তাকত**—শক্তি, বল; **পুন**—পুনরায়; **নাহি মিলই**—পাওয়া যাইতেছে না; **করহুঁ**—করি বা করিতেছি; **অনুদিন**—প্রত্যহ; **কহায়সি**—কথিত হয়।। ৭/২।।

ঐছন—ঐরূপ; **কঁহি**—কোথায়ও; **পরসাদ**—প্রসাদ, কৃপা ।। ৭/৩।।

মাহে—মধ্যে, মাঝে; **গাওত**—গান করিয়া; **গোঁয়াওবুঁ**—কাটাইব।। ৭/৪।।

[৮]

(প্রভু হে!)
এমন দুর্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি।। ১।।
দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হ'বে হিয়া।। ২।।
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার।। ৩।।
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত।। ৪।।

শ্রীহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে প্রথমেই বন্ধনীর মধ্যে 'প্রভু! হে' পদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'সজ্জনতোষণী'তে সেই পদ মুদ্রিত হয় নাই; **তব নিজজন**— শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, ভগবৎ-পার্ষদ ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ ।। ৮/১।।

বেদের প্রতিজ্ঞা—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।"— (শ্বেতাশ্বঃ ৩/১২)। বেদের এই মন্ত্রে যে উক্তি আছে, তাহা সার্থক করিবার জন্য শ্রীগৌরাবতার ।। ৮/৪।।

নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাই(শ্রী),
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ।। ৫।।
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ!
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন-কাহিনী বলে।। ৬।।

[৯]

দ্বিতীয়তঃ আত্মনিবেদন

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার।
জড়সুখে মাতিয়া, আপনকু বঞ্চই,
পেখহুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার।। ১।।

রুক্মবর্ণ—সোনার রঙ, পুরটসুন্দরদ্যুতি, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।।" (মুণ্ডক ৩/৩) ।। ৮/৪।।

অবধূত—যিনি বর্ণ ও আশ্রম পরিত্যাগ বা অতিক্রম করতঃ সর্বদা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, এই বর্ণাশ্রমাতীত যোগি-পুরুষ 'অবধূত' বলিয়া উক্ত হন। তিনি অক্ষরত্ব-হেতু 'অ', বরেণ্যত্ব বা পুজনীয়ত্বহেতু 'ব', সংসারবন্ধন হইতে ধূত (নির্মুক্ত) বলিয়া 'ধূ' এবং 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ-সিদ্ধিহেতু 'ত' বর্ণের দ্বারা 'অবধূত'—পদবাচ্য ।। ৮/৪।।

করলুঁ—করিলাম; **করম**—কর্ম; **গেয়ান**—জ্ঞান; **ভেল**—হইল; **সেবিলুঁ**—সেবা করিলাম; **তোহার**—তোমার; **আপনকু**—আপনাকে; নিজেকে; **বঞ্চই**—বঞ্চনা করিয়া; **পেখহুঁ**—দেখিতেছি; **চৌদিশ**—চারিদিক; **আন্ধিয়ার**—অন্ধকার ।। ৯/১।।

তুহুঁ নাথ! করুণা-নিদান।
তুয়া পদপঙ্কজে, আত্ম সমর্পিলুঁ,
মোরে কৃপা করবি বিধান।। ২।।
প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ, যো হি শরণাগত,
নাহি সো জানব পরমাদ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন,
আব্ মাগোঁ তুয়া পরসাদ।। ৩।।
আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,
কব্ হাম হউবুঁ তোহারা।
নিত্য সেব্য তুঁহু, নিত্য-সেবক মুঞি,
ভকতিবিনোদ ভাব সারা।। ৪।।

তুঁহু—তুমি; **নিদান**—মূল কারণ; **তুয়া**—তোমার ।। ৯/২।।

"ন ধর্মনিষ্ঠোস্মি ন চাত্মবেদী, ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে। অকিঞ্চনোনন্য গতিঃ শরণ্য, ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে।।"—(স্তোত্ররত্নম্ ১৯) হে শরণ্য! প্রভো! আমি ধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত নহি, আত্মতত্ত্বজ্ঞও নহি, ভবদীয় শ্রীচরণকমলে ভক্তিমানও নহি, পরন্তু সর্বস্ব-রহিত ও অন্যগতিহীন হইয়া আপনার পাদমূল আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি।। ৯/২।।

সো—সেই; **পরমাদ**—প্রমাদ; **হেরই**—দেখিয়া; **আন**—অন্য; **মাগোঁ**—মাগিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি ।। ৯/৩।।

আন মনোরথ—অন্য অভিলাষ; **নিঃশেষ**—নিঃশেষে, সম্পূর্ণভাবে; **হউবুঁ**—হইব; **তোহারা**—তোমার ।। ৯/৪।।

[১০]

প্রাণেশ্বর! কহবুঁ কি সরম কি বাত্ ।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম না করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ।। ১।।
সোহি করম-ফল, ভবে মোকে পেশই,
দোখ দেওব আব্ কাহি।
তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ,
আব্ পছু তরইতে চাহি।। ২।।
দোখ বিচারই, তুঁহু দণ্ড দেওবি,
হাম ভোগ করবুঁ সংসার।
করত গতাগতি, ভকতজন-সঙ্গে,
মতি রহু চরণে তোহার।। ৩।।

'কহবুঁ কি সরম কি বাত'—লজ্জার কথা আর কি কহিব; **ঐছন**—ঐরূপ; **বেরি**—বার ।। ১০/১।।

'ন নিন্দিতং কর্ম তদস্তি লোকে সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি। সোহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে।।" (স্তোত্ররত্নম্ ২০) হে মুকুন্দ! জগতে তাদৃশ নিন্দিত কার্য নাই, যাহা আমার দ্বারা সহস্রবার অনুষ্ঠিত না হইয়াছে! সেই পরম দুরাচার আমি সম্প্রতি পাপ সমূহের ফল-ভোগকালে নিরুপায় হইয়াই আপনার সম্মুখে রোদন করিতেছি ।। ১০/১।।

সোহি—সেই; **ভবে**—সংসারে; **মোকে**—আমাকে; **পেশই**—পেষণ করে, ক্লিষ্ট করে; **দোখ**—দোষ; **দেওব**—দিব; **আব্**— এখন, **কাহি**—কাহাকে; **তখনক**—সেই সময়ে; **কছু**—কিছু; **বিচারলুঁ**—বিচার করিলাম; **পছু**—পাছে, পশ্চাৎ; **তরইতে**—উত্তীর্ণ হইতে ।। ১০/২।।

বিচারই—বিচার করিয়া; **দেওবি**—দিবে; **করত গতাগতি**—

আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
হৃদয়-গরব দূরে গেল।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা, নিরমল,
ভকতিবিনোদ আশা ভেল।। ৪।।

[১১]

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর! ১।।
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে।। ২।।
মারবি রাখবি — যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।। ৩।।
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর।। ৪।।

গতাগতি অর্থাৎ নানাযোনি ভ্রমণ করিবার কালে; **রহু**—থাকুক।। ১০/৩।।

চতুরপণ—চতুরাপণা অর্থাৎ চতুরতা, কপটতা; অথবা **চতুর**,—চারি, **পণ**—মূল্য; অর্থাৎ চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; **গরব**—গর্ব, অহঙ্কার; **ভেল**—হইল ।। ১০/৪।।

গেহ—গৃহ; **যো**—যাহা ।। ১১/১।।

দায়—সঙ্কট, বিপদ ।। ১১/২।।

জন্মাওবি—যদি জন্ম গ্রহণ করাইবে; **মোএ**—(পাঠান্তর 'মুঝে') আমাকে; **জনি**—যেন; **হউ**—হউক ।। ১১/৪।।

কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ।। ৫।।
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত।। ৬।।
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি — তুহুঁ সর্বময়।। ৭।।
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ।। ৮।।

[১২]

'অহং', 'মম'-শব্দ-অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময় ! ১।।

'কীটজন্ম ..... নাহি আশ।।'—শ্রীযামুনাচার্য-কৃত "স্তোত্ররত্ন"র ৫২ শ্লোক আলোচ্য। "তব দাস্যসুখৈক-সঙ্গিনাং ভবনেষুস্ত্বপি কীটজন্ম মে। ইতরাবসথেষু মাস্ম ভূদপি মে জন্ম চতুর্মুখাত্মনা।।"

অর্থাৎ আপনার দাস্যসুখেই যাঁহারা অনন্যাসক্ত, তাঁহাদের গৃহে আমার কীটরূপেও জন্ম হউক্; পরন্তু ভগবদ্দাস্য-বিমুখগণের গৃহে আমার ব্রহ্ম রূপেও জন্ম না হউক্।। ১১/৫।।

"পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ, ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্। ত্বদীয়স্তদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহম, প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভবঃ।।" স্তোত্ররত্নম ৫৭। "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব—সর্বং মম দেবদেব।।" (শ্রীপাণ্ডবগীতোক্ত গান্ধারী-বাক্য)।। ১১/৭।।

কান—কানু, কৃষ্ণ ।। ১১/৮।।

'আমার' আমি ত' নাথ! না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার।। ২।।
'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল।। ৩।।
আমার সর্বস্ব — দেহ, গেহ, অনুচর।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর।। ৪।।
সে সব হইল তব, আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস।। ৫।।
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ।। ৬।।
স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু! আমি ত' নিষ্কৃত ।। ৭।।
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল।। ৮।।

[১৩]

'আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই।। ১।।
বন্ধু, দারা, সুত-সুতা — তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস।। ২।।

অহংতা—'অহং-মম' নামাপরাধ; **ত্বদীয়াভিমান**—তোমার দাসানু-দাসাভিমান ।। ১২/৩।।

'স্থূল-লিঙ্গ........নিষ্কৃত।।'—পূর্ণশরণাগত অনন্যভাক্ সেবক স্থূল-লিঙ্গ—দেহগত পাপ-পুণ্য হইতে মুক্ত।। ১২/৭।।

ধন, জন, গৃহ, দার 'তোমার' বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া।। ৩।।
তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন।। ৪।।
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী।। ৫।।
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা।। ৬।।
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ-সার।। ৭।।

[১৪]

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
'অহং'-'মম'-'ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয়।। ১।।
অহং-মম-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি' জানে মনে মন।। ২।।
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া।। ৩।।
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন।
'অহং'-'মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায়।। ৫।।
এইমাত্র বল প্রভু ! দিবে হে আমারে।
অহংতা-মমতা দূরে পারি রাখিবারে।। ৬।।

আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয়।। ৭।।
ভকতিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ-পা-য়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায়। ৮।।

[১৫]

নিবেদন করি প্রভু! তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি, জানে ত্রিভুবনে।। ১।।
আমা-সম পাপী নাহি জগৎ-ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে।। ২।।
সেই সব পাপ আর অপরাধ, আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান' তুমি ।। ৩।।
তুমি বিনা কা'র আমি লইব শরণ?
তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন! ৪।।
জগৎ তোমার নাথ! তুমি সর্বময়।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর' ক্ষয়।। ৫।।
তুমি ত' স্খলিত-পদ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কিবা আছে, দয়াময়! ৬।।

পরিহার—স্খলন, অপনয়ন, ক্ষমা প্রার্থনা ।। ১৫/৩।।

তুমি ত'....দয়াময় ।।'—ভূমৌ স্খলিতপাদানাং 'ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।' অর্থাৎ হে প্রভো! যেরূপ ভূমিতে স্খলিতপদ ব্যক্তির ভূমিই আশ্রয়, সেরূপ তোমাতে অপরাধী ব্যক্তির তুমিই একমাত্র আশ্রয় । ১৫/৬।।

সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ।।৭।।
ভকতিবিনোদ এবে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ।। ৮।।

[১৬]

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি।। ১।।
অশোক অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়।। ২।।
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী।। ৩।।
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।। ৪।।

'তোমার সেবায় .... দুঃখ।।'—যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯/২৪০) প্রভৃতি পদ আলোচ্য ।। ১৬/৪।।

পূর্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।। ৫।।
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে।। ৬।।

তৃতীয়তঃ গোপ্তৃত্বে-বরণ

[১৭]

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত।। ১।।
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয়।। ২।।
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি।

পূর্ব ইতিহাস—শরণাগত হইবার পূর্বের জীবন-চরিত্র ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি। **'আমি ত' .... ধনে।'**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক এতৎ-প্রসঙ্গে আলোচ্য।। ১৬/৫।।

দয়াল ঠাকুর! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি।। ৩।।
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ!
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ।। ৪।।
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ।। ৫।।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পা-য়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়।। ৬।।

[১৮]

দারা-পুত্র-নিজ-দেহ-কুটুম্ব-পালনে।
সর্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে।। ১।।
কেমনে অর্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব।। ২।।

ত্রাহি—ত্রাণ কর ।। ১৭/৩।। **গোপ্তা**—রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ।। ১৭/৪।। **বরণ**—প্রার্থনা, সেবা, আশ্রয় ।। ১৭/৫।। **'ক্ষমি ...... তায়'**।।—অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃষ্ণনামে রুচি-দানই 'পালন'।। ১৭/৬।।

"অহো মে.....বিশতে তমঃ।।" (ভা ১১/১৭/৫৭-৫৮)।। ১৮/১।।

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্বাহিবে প্রভু, সংসার তোমার।। ৩।।
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু, বড় সুখ মানি।। ৪।।
তোমার ইচ্ছায় প্রভু, সব কার্য হয়।
জীব বলে — 'করি আমি', সে ত সত্য নয়।। ৫।।
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে?
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা-ফলে।। ৬।।
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়।। ৭।।
ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া।। ৮।।

[১৯]

সর্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে।। ১।।
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।। ২।।

সর্ব্বস্ব— সমর্পিতাত্মা ব্যক্তির জীবন এই পদটিতে বিবৃত হইয়াছে ।।১৯/১।। **প্রতীপ**—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী; **গড়**—পরিখা বা দুর্গ; গোলোকে-বৈকুণ্ঠের অস্মিতায় অবস্থিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ও দেবীধামের অস্মিতায় অবস্থিত কুণপাত্মবাদী বহির্মুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে

তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম-আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা।। ৩।।
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি।। ৪।।
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতি বিনোদ, তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে।। ৫।।

[২০]

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার!
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার।। ১।।
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন।। ২।।
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার।। ৩।।

সর্ব্বদাই বিরজা ব্যবধানে থাকে। এই বিরজাই 'পরিখা' বা 'গড়'। শরণাগত ব্যক্তি বিশ্বস্ত সেনার ন্যায় প্রতিকূল-ব্যক্তির নিকট হইতে সর্ব্বদা শ্রীগুরবৈষ্ণবের আসনের মর্যাদা রক্ষা করেন।। ১৯/২।।

ভাবের ভরে—ভাব বা ভক্তির আশ্রয়ে।। ১৯/৫।।

তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ সুখ-সংঘটন।। ৪।।
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে'।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে।। ৫।।
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ।। ৬।।
নিজ বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া।। ৭।।
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ।। ৮।।

চতুর্থতঃ 'তুমি আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবে' বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস

[২১]

এখন বুঝিনু প্রভু! তোমার চরণ।
অশোকাভয়ামৃত-পূর্ণ সর্বক্ষণ।। ১।।
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ! তব পদতলে। ২।।
তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্তা নাহি এ ভবসংসারে।। ৩।।
আমি তব নিত্যদাস — জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ।। ৪।।

নিপাত—অধঃপতন ।। ২০/৪।।
স্বতন্ত্র—আনুগত্যহীন ।। ২১/৫।।

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে।। ৫।।
যে-পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা।
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিলা।। ৬।।
যে-পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা।
যে পদ নারদ-মুনি হৃদয়ে ধরিলা।। ৭।।
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম-আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া।। ৮।।
সংসার-বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে, ও পদ করিবে তোমার।। ৯।।

[২২]

তুমি ত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন।। ১।।
তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্।। ২।।

শিব শিবত্ব লভিলা—"যচ্ছৌচনিঃসৃত ..... শিবঃ শিবোভুৎ"। (ভাঃ ৩/২৮/২) যে চরণ-প্রক্ষালণ-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্রজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। "বেদাপহার-গুরুপাতক ...... শক্যশঙ্কঃ।।"
স্তোত্ররত্নম্ (১০-১১) শ্লোক আলোচ্য।। ২১/৬।।

তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে ।। ৩।।
সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল' নাম,
ভকতজনের নিত্যস্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ।। ৪।।
তোমার চরণে নাথ! করিয়াছে প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ হইতে স্বামি! অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে, — তাহার এ বিশ্বাস ।। ৫।।

[২৩]

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান।। ১।।
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি, নাথ!
পাল্য গোধন জ্ঞান করি' তুয়া সাথ।। ২।।
চরাওবি মাধব! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে।। ৩।।
অঘ-বক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান! ৪।।

পরাৎপর—পর হইতেও পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।। ২২/৩।।
বাজাওত—বাজাইয়া।। ২৩/৩।

রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুন পানি।। ৫।।
কালিয় দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল, বাড়াওবি আশা।। ৬।।
পিয়ত দাবানল রাখবি মো'য়।
'গোপাল', 'গোবিন্দ' নাম তব হোয়।। ৭।।
সুরপতি-দুর্মতি, নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে, গিরিবর ধারি! ৮।।
চতুরানন করব যব্ চোরি।
রক্ষা করবি মুঝে, গোকুল-হরি।। ৯।।
ভকতিবিনোদ — তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব! করত যতন।। ১০।।

অঘ, বক—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্রচিত 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'য় (৮ম অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক হইতে শেষ পর্যন্ত) ১৮টি ও শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে (৬ষ্ঠ বৃষ্টি, ৬ষ্ঠ ধারা) ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক ২১টি অনর্থের কথা বলিয়াছেন। অঘ, বক-প্রভৃতি ভূত-হিংসা, কুটিনাটী, ধূর্ততা, শঠতা প্রভৃতি অনর্থের প্রতীক। শরণাগতকে কৃষ্ণ ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে রক্ষা করেন। **মারত**—মারিয়া ।। ২৩/৪।। **কালিয়-দোখ**—কালিয় সর্পের বিষদোষ ।। ২৩/৬।।

পিয়ত—পান করিয়া; **হোয়**—হয় ।। ২৩/৭।।

চোরি—চুরি; **মুঝে**—আমাকে; **গোকুল-হরি**—গোকুলনাথ-হরি ।। ২৩/৯।।

[২৪]

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান্।। ১।।
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ, রাধানাথ! ২।।
কুসুমে গাঁথবুঁ হার।
তুলসী-মণিমঞ্জরী তার ।। ৩।।
যতনে দেওবুঁ সখীকরে।
হাতে লওব সখী আদরে ।। ৪।।
সখী দিব তুয়া দুঁহুক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে।। ৫।।
সখী কহব, — "শুন সুন্দরি!
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী।। ৬।।

ছোড়ত—ছাড়িয়া; **পুরুষ-অভিমান**—ভোক্তৃ-বুদ্ধি; **কিঙ্করী**—রাগাত্মিকা ব্রজবনিতাগণের অনুগতা সেবাভিলাষিণী দাসী; ইহাই অপ্রাকৃত মধুররসে শুদ্ধসেবকের স্বরূপ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হ'ব" প্রভৃতি পদের সহিত ইহা একতাৎপর্যপর।। ২৪/১।।

বরজ-বিপিনে—ব্রজবনে; **সখীসাথ**—সখীর অনুগত হইয়া।।২৪/২।।

গাঁথবুঁ—গাঁথিব; **তুলসী-মণিমঞ্জরী**—তুলসী মঞ্জরীরূপ মণি উক্ত কুসুমহারের মধ্য-মণি;তার-হারমধ্য-মণি, বা উত্তম স্থূল মুক্তা।। ২৪/৩।।

দেওবুঁ—দিব।। ২৪/৪।।

দুহুঁক—দুইজনের, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—যুগলের; **দূরত**—দূর হইতে; **হেরবুঁ**—দেখিব ।। ২৪/৫।।

কহব—কহিবেন ।। ২৪/৬।।

গাঁথবি মালা মনোহারিণী।
নিতি রাধাকৃষ্ণ-বিমোহিনী।। ৭।।
তুয়া রক্ষণ ভার হামারা।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা।। ৮।।
রাধামাধব সেবনকালে।
রহবি হামার অন্তরালে।। ৯।।
তাম্বুল সাজি' কর্পূর আনি'।
দেওবি মোএ আপন জানি'।। ১০।।
ভকতিবিনোদ শুনি' বাত্।
সখীপদে করে প্রণিপাত।। ১১।।

পঞ্চমতঃ প্রাতিকূল্য-বর্জন-সঙ্কল্প

[২৫]

কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র।
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র।। ১।।

নিতি—নিত্য বা প্রত্যহ ।। ২৪/৭।।

হামারা—আমার; **তোহারা**—তোমার ।। ২৪/৮।।

রহবি—থাকিবে; **হামার**—আমার; **অন্তরালে**—আশ্রয়ে।।২৪/৯।।

বাত্—উক্তি, আজ্ঞা ।। ২৪/১১।।

তুয়া—তোমার; **করমবিপাকে**—কর্মের ফেরে; **ভ্রমই**—ভ্রমণ করিয়া ; **পেখলুঁ**—দেখিলাম; **বহুচিত্র**— বিচিত্র, নানা প্রকারের ।।২৫/১।।

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ।। ২।।
তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি বহির্মুখ
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ।। ৩।।

আ-মর—মৃত্যু পর্যন্ত অথবা মরণাধিক ; পাঠান্তরে 'আময়', **আময়**—রোগ; **দহনে**—জ্বালায়**দহি'**—জ্বলিয়া-পুড়িয়া; **কপিল**—নিরীশ্বর সাংখ্যের উপদেষ্টা অগ্নিবংশজ কপিল। ইনি কর্দম ঋষি ও দেবহূতির পুত্র শ্রীবাসুদেবের অবতার সেশ্বর সাংখ্যকার, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিল নহেন ; **পতঞ্জলি**— যোগসূত্র-প্রণেতা; **গৌতম**—ন্যায়সূত্রপ্রণেতা; **কণভোজী**—কণভুক্ বা কণাদ, বৈশেষিক-দর্শন প্রণেতা; **জৈমিনি**—পূর্ব মীমাংসাকার ; **আওয়ে**—আসে; **ধাই**—ধাইয়া ।। ২৫/২।।

তব্—তন্মধ্যে; **কোই**—কেহ; **নিজমতে**—নিজ মতবাদসমূহ বা নিজমতবাদে; **যাচত**—যাচ্ঞা করে, যাচে, গ্রহণ করাইবার জন্য অনুরোধ করে; **পাতই**—পাতিয়া; **ফাঁদ**—জাল; **সো-সবু**— সেই সকল ;

ঘটাওয়ে—ঘটায়।। ২৫/৩।।

'তুয়া ভক্তিবহির্মুখ' পদের পরিবর্তে শ্রীহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'ভক্তিবহির্মুখ' পদ দৃষ্ট হয়।। ২৫/৩।।

বৈমুখ—বিমুখ; **ভট**—'ভট' শব্দে বীর বা রণকুশল; **সো**—সেই, **সবু**—সমুদয়; **ভট সো-সবু**— সেইসকল কর্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর; **নিরমিল**—নির্মাণ করিল; **পসার**—দোকান অথবা প্রতিপত্তি।। ২৫/৪।।

বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি, সার।। ৪।।

[২৬]

তুয়া-ভক্তি প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়।। ১।।
তুয়া-ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব।। ২।।
ভক্তি প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্যে নাহি করি রতি।। ৩।।
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব।। ৪।।
গৌরাঙ্গবর্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম তুচ্ছ জানি।। ৫।।
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি বহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর।। ৬।।
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ।। ৭।।
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী।। ৮।।
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জনে।। ৯।।

দণ্ডবৎ দূরত—দুঃসঙ্গ জ্ঞানে দূর হইতে দণ্ডবৎ।। ২৫/৪।।
মাগয়ে—মাগে, যাজ্ঞা করে ।। ২৬/৯।।

[২৭]

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ।। ১।।
এ দুই-সঙ্গ নাথ! না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার।। ২।।
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল।। ৩।।
বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়।। ৪।।
মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল।। ৫।।
ভক্তির স্বরূপ, আর "বিষয়", "আশ্রয়"।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয়।। ৬।।
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা-শ্রবণ-কীর্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।। ৭।।

'**সে দুয়ের ..... কোন কাল**।।'—বিষয়ীর চিত্ত ভোগপিপাসায় আচ্ছন্ন হইলেও সাধুসঙ্গে তাহা বিদূরিত হইতে পারে; কিন্তু মায়াবাদী চিদ্‌বিলাস অস্বীকার করে বলিয়া নিত্য অপরাধী ।। ২৭/৩।।

ভক্তির স্বরূপ—ভক্তিতত্ত্ব; **বিষয়**—ভক্তির বিষয়তত্ত্ব অদ্বিতীয় সেব্য-শ্রীভগবান্; **আশ্রয়**—ভক্তই আশ্রয়তত্ত্ব, সেবক—ভগবান্ ।।২৭/৬।।

'**ধিক্ তা'র .... তাহার স্তবন**।।'—শ্রীচৈতন্যভাগবতে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য আলোচ্য—"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ আনন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩/৩৭) ।। ২৭/৭।।

মায়াবাদ সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি চাই।। ৮।।
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি'।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি'।। ৯।।

[২৮]

আমি ত' স্বানন্দ সুখদবাসী।
রাধিকামাধব-চরণদাসী।। ১।।
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি।। ২।।
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে।। ৩।।
যে-যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুঃখ পাই তাহারে দেখি'।। ৪।।

স্বানন্দ সুখদবাসী—শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে শ্রীললিতাকুণ্ডের অন্তর্গত কুঞ্জই 'স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ'।। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম- বনে সরস্বতী নদীর তীরে 'শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ' প্রকাশ করিয়া ভজন করিতেন। বর্তমানে তথায় তাঁহার শ্রীসমাধি-মন্দির ও ভাব-সেবার শ্রীবিগ্রহ বর্তমান। শ্রীল ঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'অনঙ্গরঙ্গ দবাসী' পাঠ দৃষ্ট হয়। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের ৭ম সর্গে, ৩১শ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর ঘাটের সন্নিকটে 'অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজ-কুঞ্জ'-এর নাম দৃষ্ট হয়। ললিতাদেবীর শিষ্যা সেই অপ্রাকৃত কুঞ্জের নিত্য সেবা করেন।। ২৮/১।।

দুহাঁর—দুই জনের; **বিয়োগে**—বিরহে ।। ২৮/২।।

সখীস্থলী—চন্দ্রবলীর স্থান, (ভক্তিরত্নাকর ৫/৫৭১);।। ২৮/৩।।

রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি'।
লইতে চাহে সে রাধার হরি।। ৫।।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ।। ৬।।
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন।। ৭।।
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে।। ৮।।

ষষ্ঠতঃ আনুকূল্য-সঙ্কল্প

[২৯]

তুয়া-ভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য হয়।
পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয়।। ১।।
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।। ২।।
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া।
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ।। ৪।।
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্বদা।। ৫।।

শৈব্যা—চন্দ্রাবলীর পক্ষীয়া সখী; শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ৬ষ্ঠ সর্গ দ্রঃ। ইহা একমাত্র নিষ্কপট অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণের আলোচ্য।। ২৮/৩।।

"স বৈ মনঃ যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ।।" (ভাঃ ৯/৪/১৮-২০) "কাম" কৃষ্ণ কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে, 'লোভ ' সাধুসঙ্গে

তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব।। ৬।।
এইরূপে সর্ববৃত্তি আর সর্বভাব।
তুয়া অনুকূল হয়ে লভুক প্রভাব।। ৭।।
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি' তাহা ধরি।। ৮।।
ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্মাধর্ম।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম।। ৯।।

[৩০]

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে।
মাথুর-শ্রীনন্দীশ্বর সমতুলে।। ১।।
তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ-কুটীরে।
বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী তীরে।। ২।।

হরিকথা। 'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণ-গানে নিযুক্ত করিব যথা তথা।।" (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-কৃত 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'—২) ।।২৯/১-৭।। **ভক্ত-অনুকূল**—ভক্তের সুখকর।। ২৯/৮।।

'**গোদ্রুমধামে....সমতুলে**।।' এই পদটিতে শ্রীগৌরলীলার স্বারসিকী স্থিতি-লাভের বিষয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ণন করিয়াছেন। **নন্দীশ্বর**—মাথুর- মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীনন্দীশ্বর পর্বত, পর্বতের উপরে শ্রীনন্দ মহারাজের আদি বাসস্থান শ্রীনন্দীশ্বর গ্রাম। **শ্রীগোদ্রুমধাম**—অভিন্ন শ্রীনন্দীশ্বর। "গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর ধাম গোপাবাস।। ** পূর্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই। গোপসনে গোচারণ করেন নিমাই।"—(শ্রীনবদ্বীপ-ভাব-তরঙ্গ) ।। ৩০/১।।

তঁহি মাহ—তাহার মাঝে; **সুরভি-কুঞ্জ**—সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন।

গৌরভকত-প্রিয়বেশ-দধানা।
তিলক-তুলসীমালা-শোভমানা।। ৩।।
চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল।
রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল।। ৪।।
মাধবী মালতী উঠাবুঁ তাহে।
ছায়া মণ্ডপ করবুঁ তঁহি মাহে।। ৫।।
রোপবুঁ তত্র কুসুমবনরাজি।
যূথি, জাতি, মল্লী বিরাজব সাজি'।। ৬।।
মঞ্চে বসাওবুঁ তুলসী মহারাণী।
কীর্তন সজ্জ তঁহি রাখব আনি'।। ৭।।
বৈষ্ণব জন সহ গাওবুঁ নাম।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম।। ৮।।
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল।
জয় কুঞ্জ, মুঞ্জ, সুরনদীকূল।। ৯।।

এই মার্কণ্ডেয় মুনিই শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই স্থানে একটি বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সুরভি গাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। এই স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত 'সুরভিকুঞ্জ' বিরাজমান; **বৈঠবুঁ**—বসিবে।। ৩০/২।। **গৌরভকত-প্রিয়বেশ**—দ্বাদশ অঙ্গে গোপী-চন্দনাঙ্কিত শ্রীহরিমন্দির, কণ্ঠে তুলসীমালা প্রভৃতিযুক্ত প্রিয়বেশ; **দধানা**—ধারণ করিয়া ।। ৩০/৩।। **রোপত**—রোপন করিয়া; **নিরমিব**—নির্মাণ করিব।। ৩০/৪।। **উঠাবুঁ**—উঠাইব; **তঁহি**—তাহার; **মাহে**—মধ্যে ।। ৩০/৫।। **রোপবুঁ**—রোপণ করিব ।। ৩০/৬।। **মঞ্চ**—উচ্চস্থানে বা বেদী; **কীর্তন সজ্জ**—কীর্তনের সাজ-সরঞ্জাম বা উপকরণ খোল-করতালাদি; **তঁহি**—তথায় ।। ৩০/৭।।**গাওবুঁ**—গান করিব।। ৩০/৮।।

মুঞ্জ—তৃণবিশেষ, শরতৃণ; **সুরনদী**—গঙ্গা ।। ৩/৯।।

[৩১]

শুদ্ধভকত- চরণ রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল।। ১।।
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি।। ২।।
গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।। ৩।।
মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর বিহিত, কীর্তন-শুনি,
আনন্দে হৃদয় নাচে।। ৪।।

মাধব-তিথি—শ্রীহরিবাসর, শ্রীজয়ন্তী-তিথি, শ্রীএকাদশী, **কৃষ্ণবসতি**—কৃষ্ণের বসতিস্থান শ্রীধাম; **বসতি বলি'**—নিজের বাসযোগ্যস্থান বলিয়া**বরি**—বরণ করি।। ৩১/২।।

প্রণয়ি-ভকত—প্রেমিক ভক্ত ।। ৩১/৩।।

অবসর—অবকাশ, সুযোগ; **গৌরবিহিত**—শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত—রসাভাস-সিদ্ধান্ত-বিরোধাদিদোষ-বর্জিত—শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তপূর্ণ। এতৎপ্রসঙ্গে চৈঃ চঃ অন্তঃ ৫ম, ৯৭—১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।। ৩১/৪।।

যুগলমূর্তি, দেখিয়া মোর,
পরম-আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।। ৫।।
যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়।। ৬।।
তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ
মাধবতোষণী জানি'।
গৌর প্রিয় শাক-সেবনে,
জীবন সার্থক মানি।। ৭।।
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতিদিবসে, পরম-সুখে,
স্বীকার করয়ে তাহা।। ৮।।

প্রপঞ্চ—সংসার, অনর্থ ।। ৩১/৫।।

'গৃহেতে গোলোক ভায়'—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনময় 'গৃহ'—গৃহ নহে, তাহা সাক্ষাৎ গোলোক। যে স্থানে নিত্যসেবা অপ্রাকৃত গোলোক-দর্শন তথায় ভোগ্য প্রাকৃত গৃহ দর্শন নাই; যথায় গৃহদর্শন তথায় গোলোক-দর্শন নাই,—ইহাই জানিতে হইবে। **চরণ-সীধু**—শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত-স্বরূপিণী গঙ্গা।। ৩১/৬।।

মাধব তোষণী—শ্রীগোবিন্দের তোষণ বা তুষ্টি-কারিণী—শ্রীগোবিন্দ-বল্লভা; **গৌর প্রিয় শাক**—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪/২৭৯, ২৯৪-২৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।। ৩১/৭।।

[৩২]

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর।
গোবর্ধন-পর্বত, যামুনতীর।। ১।।
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা।। ২।।
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।
বৃন্দাবন-তরুলতিকা-বানীর।। ৩।।
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস।। ৪।।
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা।। ৫।।
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি।। ৬।।
এ সব ছোড়ত কঁহি নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ।। ৭।।
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ।। ৮।।

এই ৩২ নং গীতিটিতে কৃষ্ণলীলার উদ্দীপন ও আলম্বনসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

লতিকা—লতা; **বানীর**—বেতস-লতা (বেত্ গাছ), শ্রীল ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'বাণীর' পাঠ দৃষ্ট হয়।। ৩২/৩।। **খগ**—পক্ষী ।। ৩২/৪।। **পদচিহ্ন**—গরুর পদচিহ্ন; **শশাঙ্ক**—চন্দ্র ।। ৩২/৫।। **ছোড়ত**—ছাড়িয়া; **কঁহি**—কোথায়ও; **'এ সব ছোড়ত .... হারাঁউ।।'**— এই সকল পরিত্যাগ করিলে আমার প্রাণ চলিয়া যাইবে।। ৩২/৭।।

ভজনলালসা

[১]

হরি হে!

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার।। ১।।
করম, গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই।। ২।।
বাক্য-মনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসা'য়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ।। ৩।।
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ! ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি।। ৪।।

এই ১নং পদ্যটি শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ-কৃত 'উপদেশামৃত'-এর ১ম শ্লোক "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং" ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত। **করম গেয়ান**—কর্ম, জ্ঞান; **অহৈতুকী**—হেতু বা কোন প্রকার অভিসন্ধিরহিতা।। ১/২।।

[২]

হরি হে!
অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয় প্রয়াসে,
আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ সংঘটনে।। ১।।
অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা মদ,
প্রতিষ্ঠা শঠতা স্ফুরে ।। ২।।
এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি, হরি ! ৩।।

এই ২ নং পদ্যটি 'উপদেশামৃত'-এর ২য় শ্লোক "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ" ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত।

আন-কথা—আন (অন্য), কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথা; **প্রজল্পনে**—বৃথা কথোপকথনে। "বৃথা-গল্প, বিতর্ক, পরচর্চা, বাদানুবাদ, পর-দোষানুসন্ধান, মিথ্যা-জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্য-কথা প্রভৃতি সকলই প্রজল্প।" (শ্রীভক্তিবিনোদ, "প্রজল্প"—সঃ তোঃ ১০/১০); **'আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে'**—অন্যের অধিকার-গত নিয়ম-গ্রহণ ও নিজাধিকারগত নিয়ম-অগ্রহণ বা বর্জনকার্যে; **অসৎসঙ্গসংঘটন**—বহির্মুখ-জনসঙ্গ।। ২/১।।

অস্থির সিদ্ধান্ত—লৌল্য, অসৎ-তৃষ্ণাময় মত গ্রহণ-চাঞ্চল্য।। ২/২।।

আমি ত' পতিত, পতিতপাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি', তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম।। ৪।।

[৩]

হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য ধন।
ভক্তি অনুকূল কর্ম-প্রবর্তন,
অসৎসঙ্গ-বিসর্জন।। ১।।
ভক্তি-সদাচার, এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ!
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ।। ২।।
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ।
এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা তোমার,
পাইব, হরি!
শ্রীগুরু আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি'।। ৪।।

এই ৩নং পদ্যটি শ্রীউপদেশামৃত'-এর 'উৎসাহান্নিশ্চয়া-দ্ধৈর্যাৎ''—তৃতীয় শ্লোক-অবলম্বনে রচিত। **সাথ**—সঙ্গ ।। ৩/২।। **আনে**—অন্যকে; **উপদেশি**—উপদেশ করি।। ৩/৩।।

[৪]

হরি হে!
দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ।। ১।।
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ সব করি'।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি।। ২।।
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ সঙ্গ-লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে।। ৩।।
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুঁহু-সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন, সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি! ৪।।

এই ৪ নং পদ্যটি 'উপদেশামৃতএর-' "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি"—৪র্থ শ্লোক-অবলম্বনে রচিত। **মিথো**—পরস্পর ।। ৪/১।।

যোষিৎসঙ্গী—যে ব্যক্তি ভোক্তৃ বুদ্ধিতে জগৎ দর্শন করে, যথা—স্ত্রৈণ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, প্রচ্ছন্ন স্ত্রীসঙ্গী, ব্যতিরেক স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি; **কৃষ্ণাভক্ত**—কৃষ্ণের প্রতি অভক্ত, যথা—মায়াবাদী, নির্বিশেষবাদী, চিজ্জড় - সমন্বয়বাদী প্রভৃতি;**দুঁহু**—দুইজনের ।। ৪/৪।।

[৫]

হরি হে!
সঙ্গদোষশূন্য দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গা'য়।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি' নিজজন তায়।। ১।।
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্যভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব, হরি ! ২।।
সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইলুঁ জানি।। ৩।।
নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পা'ব।
কবে এ সংসার- সিন্ধুপার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব।। ৪।।

এই ৫ নং পদ্যটি 'উপদেশামৃত'-এর "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি"—৫ম শ্লোক-অবলম্বনে রচিত।

সঙ্গদোষশূন্য—স্ত্রীসঙ্গী ও মায়াবাদীর অসৎসঙ্গের কবল হইতে মুক্ত। **দীক্ষিতাদীক্ষিত**—সদ্গুরুপদাশ্রিত অথবা যে এখনও গুরুপদাশ্রয় করে নাই,—এই উভয়-প্রকার ব্যক্তি।। ৫/১।।

অনন্যভজনে—একান্তভাবে শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে।। ৫/২।।

[৬]

হরি হে!
নীরধর্মগত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ।। ১।।
বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্মে।। ২।।
সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন! সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত।। ৩।।
তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া ।। ৪।।

এই ৬ নং পদ্যটি, 'উপদেশামৃত'-এর "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ" ৬ষ্ঠ শ্লোক-অবলম্বনে রচিত।

ব্রহ্মদ্রব্য-ধর্ম—গঙ্গাজলের অপ্রাকৃতত্ব।। ৬/১।।

স্বভাব-বপুর ধর্মে—নীচকুলে আবির্ভাব, কর্কশতা বা আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ; কদর্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া-জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি শরীরগত দোষ ।। ৬/২।।

[৭]

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি।। ১।।
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ' হে আমায়,
বসেছি সঙ্গের আশে।। ২।।
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণ-নাম-ধনে।। ৩।।
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে।। ৪।।

ছয় বেগ—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ; **ছয় দোষ**—অত্যাহার, জড়বিষয়ে প্রয়াস, গ্রাম্যকথা, অসৎ-নিয়মাগ্রহ, অসৎ-জনসঙ্গ, অস্থির সিদ্ধান্ত বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে রুচি; **ছয় গুণ**—ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমলাভে ধৈর্য, ভক্তির অনুকূল কর্মপ্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গত্যাগ ও ভক্তি-সদাচার; **ছয় সৎসঙ্গ**—শুদ্ধভক্তের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, ভজন-কথা-শ্রবণ, আলাপন, মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ ও ভোজন দান।। ৭/২।।

[৮]

হরি হে!
তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর।। ১।।
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয়, হরি! ২।।
দুর্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল, দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয়।। ৩।।

এই ৮ নং পদ্যটি 'উপদেশামৃত'-এর "স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি" ৭ম শ্লোক- অবলম্বনে রচিত।

সিতপল—[সিতোপল-সিত—(সাদা বা মিশ্রি)+উপল বা (খণ্ড)] অর্থাৎ মিছরি-খণ্ড।। ৮/২।।

দুর্দৈব—দুষ্কৃতি, অপরাধ; **দশ অপরাধ**—"(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—এ-সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা; (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিম-বাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা 'কেবল স্তবমাত্র' এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নাম-বলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড়সম্বন্ধীয় পুণ্য বা শুভ কর্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা

অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব।। ৪।।

[৯]

হরি হে!
শ্রীরূপ-গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিলা মোর কানে।
"জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল!
রতি পা'বে নাম-গানে।। ১।।
কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত
পরম যতনে করি'।
রসনা-মানসে করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসরি'।। ২।।
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগা হঞা,
স্মরণ কীর্তন কর।

এবং (১০) অহংতা মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ) ।। ৮/৩।।

এই ৯ নং পদ্যটি 'উপদেশামৃত'-এর অষ্টম শ্লোক "তন্নামরূপ-চরিতাদি .... নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।।"—অবলম্বনে রচিত।

সুচরিত—অপ্রাকৃত-লীলা; **রসনা**—জিহ্বা; **মানসে**—মনকে; **ক্রমবিধি**—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম— ইহাই প্রেম-লাভের ক্রম; '**অনুসরি**'—অনুসরণ করিয়া ।।৯/২।।

এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর"।। ৩।।
হা! রূপ-গোসাঞিও, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা।। ৪।।

[১০]

গুরুদেব!
বড় কৃপা করি', গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি',
হরিনাম কর গান ।। ১।।
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি।। ২।।

ব্রজে করি' বাস—অপ্রাকৃত মানসে ব্রজে বাস করিয়া; **রাগানুগা**—নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজবাসী জনের অনুগতা ।। ৯/৩।।

রাগাত্মিক—ব্রজের নিত্যসিদ্ধ দাস, সখা, পিত্রাদি ওপ্রেয়সীর গণ—ইঁহারা রাগাত্মিক জন।। ৯/৪।।

গীতিকার গৌড়বনের অন্তর্গত গোদ্রুমকে অভিন্ন ব্রজধামরূপে দর্শন ও উপলব্ধি করিতেছেন।। ১০/১।।

একান্তে—নির্জনে বা একনিষ্ঠভাবে।। ১০/২।।

শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ।। ৩।।
বার্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল'।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল।। ৪।।

প্রতিবন্ধ—অন্তরায়, বিঘ্ন, বাধা। ১০/৩।।

পঞ্চরোগ—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। বৃদ্ধাবস্থায় দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তির হ্রাস হয়; জিহ্বায় জড়তা ও ত্বকের শিথিলতা উপস্থিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (১/১৬/৩৩) বৃদ্ধাবস্থা বা জরাকে কাল-কন্যারূপে চতুঃষষ্ঠি রোগ-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবীতে ভ্রমণরতা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভাঃ ৪/২৯/২২-২৫ শ্লোক আলোচ্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ দৈন্যভরে বলিয়াছেন—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। দন্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির। নানারোগগ্রস্ত—চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ-পীড়াব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি।।" (চৈঃ চঃ অ ২০/৯৩-৯৪)। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—পঞ্চক্লেশকেও কেহ কেহ 'পঞ্চরোগ' বলেন। 'বহু' অর্থেও 'পঞ্চ' শব্দের প্রয়োগ হয়।। ১০/৪।।

[১১]

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, ক'র এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর',
নিজ-মানে স্পৃহাহীন।। ১।।
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ' নাথ! যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম-সুখে,
অপরাধ হ'বে হত।। ২।।
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে, নাথ!
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর' মোরে আত্মসাথ।। ৩।।
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা—সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ।। ৪।।

'কৃপাবিন্দু.....হ'বে হত।।'—শ্রীগৌরমুখবিগলিত শিক্ষাষ্টকের 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি শ্লোকের অনুসরণে লিখিত।। ১১/১-২।।

যোগ্যতা—দক্ষতা, পটুতা।। ১১/৪।।

[১২]

গুরুদেব!

কবে মোর সেই দিন হ'বে।
মন স্থির করি', নির্জনে বসিয়া,
কৃষ্ণনাম গা'ব যবে।
সংসার-ফুকার, কানে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে র'বে।। ১।।
'হরে কৃষ্ণ' বলি', গাহিতে গাহিতে,
নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক, উদিত হইবে,
প্রেমেতে করিবে ভোর।। ২।।
গদ-গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে,
কাঁপিবে শরীর মম।
ঘর্ম মুহুর্মুহুঃ, বিবর্ণ হইবে,
স্তম্ভিত প্রলয়-সম।। ৩।।

ফুকার—চীৎকার, আহ্বান ।।১২/১।।

লোর—চোখের জল ।।১২/২।।; **ভোর**—বিভোর, বিহ্বল ।।১২/২।।

নিরপরাধে হরিনামকীর্তন-ফলে অপ্রাকৃত ভাব-বিকার উপস্থিত হয়। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন" (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ , (৪) স্বরভেদ, (৫) কম্প (বেপথু), (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু, (৮) প্রলয় (মূর্ছা)—ইহাদিগকে 'সাত্ত্বিক বিকার' বলে ।। ১২/২-৪।।

নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হ'বে,
নিরন্তর নাম গা'ব।
আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি',
তোমার করুণা পা'ব।। ৪।।

[১৩]

গুরুদেব!
কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে।
'হরি হরি' বলি', গোদ্রুম-কাননে
ভ্রমিব দর্শন-আশে।। ১।।
নিতাই গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,
গদাধর, — পঞ্চজন।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসা'বে জগৎ,
করি' মহাসংকীর্তন।। ২।।
নর্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন-কানে।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে।। ৩।।
না দেখি' আবার, সে লীলা রতন,
কাঁদি হা গৌরাঙ্গ ! বলি'।
আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি।। ৪।।

[১৪]

সিদ্ধি-লালসা

কবে গৌরবনে, সুরধুনী তটে,
'হা রাধে হা কৃষ্ণ', বলে'।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা লতা-তরুতলে।। ১।।
শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে-পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল।। ২।।
ধামবাসি-জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি',
ধরি' অবধূত-বেশ।। ৩।।
গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।। ৪।।

গৌরবন—শ্রীগৌরসুন্দরের বিহার-ক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধাম।। ১৪/১।।
শ্বপচ—কুক্কুর-মাংস-ভোজী চণ্ডাল।। ১৪/২।।

[১৫]

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ-স্থূল -পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুরশোভা,
নিত্য চিদানন্দময়।। ১।।
বৃষভানুপুরে, জনম লভিব,
যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন-ভাব না রহিবে।। ২।।
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ-স্ববসন।
রাধা-কৃপা-বলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণ-প্রেম-প্রকরণ।। ৩।।
যামুন-সলিল- আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়
গাইব রাধার যশ।। ৪।।

গৌড়-ব্রজ-জন—শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের পরিকর (ভগবৎ-পার্ষদ)—"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।।"—(ঠাকুর শ্রীনরোত্তম)। **বরজবাসী**—ব্রজবাসী; **ধামের স্বরূপ**—তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতত্ব ।। ৪।। **স্থূল-পরিচয়**—বাহ্য দেহগত পরিচয়।। ১৫/১।।

"বৃষভানুপুরে........প্রকরণ।।—কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।। যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হ'বে, বসতি করিব কবে তায়"—(ঠাকুর শ্রীনরোত্তম); "যাঁহার উজ্জ্বল রস

[১৬]

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ- সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী।। ১।।
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী।। ২।।

সাধিতে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজের গোপী-আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। ব্রজগোপী-স্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণ-ভজন হয়। একাদশ প্রকার ভাব গ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। (১) সম্বন্ধ, (২) বয়স, (৩) নাম, (৪) রূপ, (৫) যূথ-প্রবেশ, (৬) বেশ, (৭) আজ্ঞা, (৮) বাসস্থান, (৯) সেবা, (১০) পরাকাষ্ঠা ও (১১) পাল্যদাসী-ভাব। সাধক, জগতে যে আকারে থাকুক না কেন, হৃদয়ে এই একাদশটি ভাবগ্রহণ-পূর্বক ভজন করিবেন (শ্রীল ভক্তিবিনোদ, হঃ চিঃ) ।। ১৫/২-৩।।

পাল্যদাসী—নিত্যসিদ্ধা সখীগণের আশ্রিতা ও অনুগতা কিঙ্করী 'ব্রজবিলাস-স্তবে' (২৯শ শ্লোক) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'পাল্য-দাসী'র এইরূপ ভাব নিরূপণ করিয়াছেন,—যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগল্ভ্য লাভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্যক্রমে স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাকে পাল্য-দাসী বলিয়া স্বীকার করুন।—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ; জৈঃ ধঃ ৩৯ অঃ) ।। ১৬/১।।

'শ্রীরাধার সুখে .... হইব কামী।।"—"তুমি রাধিকার অনুচরী;

সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগা হ'য়ে, সেবিব রাধার
চরণ কলপ-তরু।। ৩।।
রাধাপক্ষ-ছাড়ি', যে-জন সে-জন
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি' ত রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে।। ৪।।

তাঁহার সেবাই তোমার সেবা। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্জনে কৃষ্ণসন্নিধানে গেলে, কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না—তুমি রাধিকার দাসী রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও, রাধিকার দাস্য-প্রেমে কৃষ্ণের দাস্যপ্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে—ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।"—(জৈঃ ধঃ) ।। ১৬/২।।

'সখীগণ মম .... কলপ-তরু।'—"যাঁহারা তাম্বুলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা প্রিয়তার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবাকার্যে অসঙ্কোচ-ভারপ্রাপ্তা সেই বৃষভানুনন্দিনীর রূপমঞ্জরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি; অর্থাৎ আমার সেবা-কার্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান করি।" জৈঃ ধঃ ।। ১৬/৩।।

'রাধাপক্ষ ছাড়ি ..... নাহি হেরি তা'কে।'—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু-কৃত "স্বনিয়ম-দশকম্" ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য। 'বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ বেদসমূহে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধাকে দম্ভবশতঃ অনাদরপূর্বক যে দাম্ভিক কপটী কেবলমাত্র গোবিন্দের ভজন করে, তাঁহার অপবিত্র সমীপদেশে আমি মুহূর্ত্তকালও

বিজ্ঞপ্তি

(রাগিনী—সুরট-খাম্বাজ, একতালা)

কবে হ'বে বল সে-দিন আমার!
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার।। ১।।
তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম রস-সার।। ২।।
ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি !
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ।। ৩।।

গমন করি না, ইহাই আমার একমাত্র ব্রত।' শ্রীল ভক্তিবিনোদকৃত 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্' ৯ম শ্লোকে 'অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া, তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্'—'যে ব্যক্তি অত্যন্ত দম্ভবশতঃ শ্রীরাধাশূন্য গোবিন্দের ভজন করেন, আমি কিন্তু তাহার নিকটে অল্প সময়ও যাইব না, ইহা আমার নিয়ম।' ।। ১৬/৪।।

অপরাধ—দশবিধ নামাপরাধ ।। বিজ্ঞপ্তি।।১।।

'তৃণাধিক'—"তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকানুসরণে লিখিত ।। ২।

'ধনজন.....তোমার।।'—শিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোকানুসরণে লিখিত; সুখকরী—ভোগোৎপাদক।। ৩।।

(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদগদ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হ'বে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার।। ৪।।

কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ — বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাহিয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ।। ৫।।

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।। ৬।।

কিনিব লুটিব, হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার।। ৭।।

বৈবর্ণ্য-বেপথু—অপ্রাকৃত ভাবের বিষাদ, রোষ ও ভয় হইতে বৈবর্ণ্য বিবর্ণতা বা (মালিন্য) হয় এবং ভয়, হর্ষ, অমর্ষ হইতে 'বেপথু' (কম্প) হয় ।। ৪।।

'কবে নিত্যানন্দ ...... বিষয়ের মায়া।—"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। বিষয়-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।"—(নরোত্তম) ।। ৬।।

রসিক-চরণ—প্রেমিক মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্ম।। ৭।।

কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার।। ৮।।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম।। ১।।
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

জীবে দয়া— "কৃষ্ণতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণসেবায় প্ররোচনা; জীবের আত্ম-সম্বন্ধিনী দয়া।" (সঃ তোঃ ৪/৮, ৯/৯); "**শ্রীআজ্ঞা-টহল**'— 'টহল' শব্দে হরিকীর্তনমুখে পরিভ্রমণ, 'শ্রীআজ্ঞা'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ 'শ্রীআজ্ঞা টহল' যথা—"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।। অপরাধশূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।। কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি' অনাচার। জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম সর্ব ধর্ম-সার।।"—(সঃ তোঃ ৮/৮) ।। ৮।।

বরিষয়—বর্ষণ করে।। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য/১।।

হৃদয় হইতে বলে— আত্মা বা চেতন হইতে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় ব্যাপ্ত হয়; নাচে—নৃত্য করে, স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।। ২।।

কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ।। ২।।
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব-দেহ জরজর।। ৩।।
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে'।। ৪।।
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ।। ৫।।
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।। ৬।।

প্রলয়—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম, অপ্রাকৃত সুখ-দুঃখ হইতে 'প্রলয়' হয়; জরজর—ক্ষীণার্থে ব্যবহৃত।। ৩।।

বর্ষে—বর্ষণ করে; **সুধাদ্রব**—অমৃতরস; **ডারে**—নিমগ্ন করে।। ৪।।

ধাম—আশ্রয়; 'ঈষৎ বিকশি' পুনঃ ..... কৃষ্ণপাশ।।'—অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামই রূপ, গুণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।। ৬।।

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ।। ৭।।
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়।। ৮।।

পূর্ণবিকশিত—শ্রীনামই সবিলাস নামীর রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলারূপে সম্প্রকাশিত; **স্বরূপ বিলাস**—চিদ্ বৈচিত্র্য; **সিদ্ধদেহ**—বর্তমান জড়দেহ ও মানস সূক্ষ্মদেহের অতিরিক্ত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-সেবনোপযোগী চিন্ময় দেহ। (চৈঃ চঃ ম ৮/২২৯, 'অনুভাষ্য') স্বরূপ-সিদ্ধিতে সেই দেহের প্রকাশ হয়; '**এ দেহের করে সর্বনাশ**'—বস্তুসিদ্ধি প্রদান করে।। ৭।।

"**কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি ..... শুদ্ধরসময়।।**"— "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।। (ভঃ রঃ সিঃ পুঃ ২ল ১০৮) "**চিন্তামণি**'—অভীষ্টফল-দাতা; '**নামের বালাই**'—'বালাই' শব্দে 'বিঘ্ন', এখানে 'অপরাধ' ।। ৮।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রুতিলেশ ভাষ্য

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
পঙ্গুর্ভ্রমতি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্খো বেদার্থবিদ্ভবেৎ।
কৃপালেশেন যস্যাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরম্।।
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে।।
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-স্বরূপিণে।
গোস্বামিপ্রবর শ্রীমৎপুরিদাসাভিধায়িনে।।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবানান্তু পদদ্বন্দ্বে পতন্মুহুঃ।
শিরসি ধারয়ংস্তেষাং পাদপদ্মরজাংসি চ।।
দীনোতিপতিতঃ কশ্চিদ্গুরুকৃপৈকসম্বলঃ।
বৈষ্ণবদাস-দাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকঃ।।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাদ্য-মহাজন-গীতাবলেঃ।
গুরুকৃপানির্দেশাদ্ধি ব্যাখ্যান—রচনে রতঃ।।
বাণেষুবেদ-গৌরাব্দে গৌরাবির্ভাব-বাসরে।
কৃতবান্ '**শ্রুতিলেশা**'খ্যং ভাষ্যং তত্তুষ্টিহেতবে।।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

গীতাবলী

অরুণোদয়-কীর্তন

[১]

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগর ব্রাজে।
'তাথই তাথই' বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোণার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে।। ১।।

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলেন বলরে বদন ভরি'

অরুণ—রৌদ্র উঠিবার প্রাক্কালে দৃশ্যমান রক্তবর্ণ সূর্য অথবা ঊষারাগ। **দ্বিজমণি**—শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্রসুত দ্বিজবর শ্রীগৌরসুন্দর। **নগর-ব্রাজে**—নগর-ভ্রমণে; (ব্রজ্ ধাতু গমনে)। **ঝাঁজ**—কাঁসরের বাদ্যবিশেষ; পাঃ লিঃ—'ঝাঁজের রোল'। **ঢলঢল**—ঈষৎ কম্পিত, আন্দোলিত; পাঃ লিঃ—'ঢরঢর'।। ১/১।।

মুকুন্দ .... হরি—"দিনাদৌ মুরারে নিশাদৌ মুরারে দিনার্দ্ধে মুরারে নিশার্দ্ধে মুরারে। দিনান্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে ত্বমেকো গতির্নস্ত্বমেকো গতির্নঃ।।' (পদ্যাবলী, ৭০ সংখ্যা) **বলেন বলরে**—শ্রীগৌরসুন্দর ইহা

মিছে নিদ-বশে, গেলরে রাতি,
দিবস শরীর-সাজে।

এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে।। ২।।
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই'
না ভজ হৃদয়রাজে।

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে।। ৩।।

জীবকে বলিতে শিক্ষা দিতেছেন। **বদন ভরি'**—নিরপরাধে, "যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্" (ভাঃ ৩/৩৩/৭) শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা দ্রঃ। **নিদ**—নিদ্রা। **শরীর-সাজে**—দেহের পরিচর্য্যায়। **ভাবনা কেহ**—কেহ চিন্তা করে না; 'ভাবনা' পাঠে ভাবনা বা চিন্তা কর কি? **চরমে**—অন্তিমে বা মৃত্যুকালে। **লাজে**—লজ্জায় অর্থাৎ অনুশোচনায়।। ১/২।।

জীবন.... ভার—"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ .... হ্যুপদ্রুতা।।" (ভাঃ ১/১/১০)। **থাকহ .... কাজে**—শ্রীনামপ্রভুর সম্বন্ধজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার দাস্যরূপ স্বরূপের কার্য্য অর্থাৎ শ্রীনামানুশীলন বা ভজনে নিযুক্ত থাক—শ্রীনামপ্রভুর সংসার কর।। ১/৩।।

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা তিমির তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে।

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে।। ৪।।

[২]

বিভাষ

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে।। ১।।
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে।। ২।।

অবিদ্যা-তিমির-তপনরূপে—"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।" (পদ্যাবলী, ১৬ সংখ্যা-ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত শ্লোক)। "অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্কর।।" (ভাঃ ৬/১/১৫)। **কল্যাণসাধনকাম**—নিত্যমঙ্গল সাধনের ইচ্ছায়।। ১/৪।।

জীব....জাগ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" (কঠ ১/৩/১৪) ।। ২/১।।

ভজিব....ভিতরে—"তস্মাদহং বিগত-বিপ্লবঃ ..... ভবিষ্যদুপসাদিত-বিষ্ণুপাদঃ।।" (ভাঃ ৩/৩১/২১)—অতএব আমি এইস্থানেই অবস্থান-

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ।। ৩।।
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'।। ৪।।
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম মন্ত্র লইল মাগিয়া।। ৫।।

পূর্বক শ্রীবিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ করত সারথিরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতিশীঘ্র উদ্ধার করিব। হে ভগবন্! যেন পুনর্ব্বার আমাকে নানা গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত হইতে না হয়। "তেনাবসৃষ্টঃ ...... নিরুচ্ছাসো হতস্মৃতিঃ।।" (ভাঃ ৩/৩১/২৩)—সেই জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে; সেইসময় তাহার শ্বাস রুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।। ২/২।।

'মাগি'—মাগিয়া, প্রার্থনা করিয়া ।। ২/৪।।

প্রভু-চরণে—শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অথবা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে।। ২/৫।।

———

আরতি-কীর্ত্তন

শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি ✫

[১]

ভালে গোরা গদাধরের আরতি নেহারি।
নদীয়া পূরব ভাবে যাঁউ বলিহারী।। ১।।
কল্পতরুতলে রত্নসিংহাসনোপরি।
সবু সখী-বেষ্টিত কিশোর-কিশোরী।। ২।।
পুরট-জড়িত কত মণি - গজমতি।
ঝমকি' ঝমকি' লভে প্রতি-অঙ্গ জ্যোতিঃ।। ৩।।

✫ শ্রী সুরভিকুঞ্জে শ্রী গৌরগোবিন্দ-আরতি—পাঃ লিঃ

ভালে—ব্রঃ বুঃ (হি—'ভলা' দেঃ)—ভাল। **গোরা গদাধর**—ভজনমার্গে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল। **নেহারি**—উঃ পূঃ—নিরীক্ষণ করি। অঃ ক্রিঃ—নিরীক্ষণ করিয়া। **নদীয়া-পূরবভাবে**—শ্রীব্রজলীলার ভাবে; "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।" (শ্রীস্বঃ কঃ)। **যাঁউ**—যাই ।। ১/১।।

কল্পতরু.....কিশোরী। "দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ। শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।" চৈঃ চঃ আঃ ১/১৬; **সবু**—সকল ।। ১/২।।

পুরট—সুবর্ণ। **প্রতি-অঙ্গ-জ্যোতিঃ**—"ভূষণভূষণাঙ্গম্" (ভাঃ ৩/২/১২); ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহেঁ ললিত ত্রিভঙ্গ, তাহার উপর ভ্রূধনুনর্ত্তন।" (চৈঃ চঃ মঃ ২১/১০৫) ।। ১/৩।।

নীল নীরদ লাগি' বিদ্যুৎ মালা।
দুঁহু অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন-উজালা।। ৪।।
শঙ্খ বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল।। ৫।।
বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুঁহু গুণ গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে।। ৬।।
অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া-চন্দন দেওয়ে।
মালতীর মালা রূপমঞ্জরী লাগাওয়ে।। ৭।।
পঞ্চপ্রদীপে ধরি' কর্পূর-বাতি।
ললিতাসুন্দরী করে যুগল আরতি।। ৮।।
দেবী লক্ষ্মী, শ্রুতিগণ ধরণী লোটাওয়ে।
গোপীজন অধিকার রোওয়ত গাওয়ে।। ৯।।

সখীবৃন্দ—শ্রীরাধার সখীগণ পাঁচপ্রকার—(১) সখী, (২) নিত্যসখী, (৩) প্রাণসখী, (৪) প্রিয়সখী, (৫) পরমপ্রেষ্ঠা সখী। কুরুঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মাধবী, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয় সখী; চামর-ব্যজনাদি সেবা সখীগণের অন্যতম কার্য্য। (উঃ নীঃ, সঃ প্রঃ ৪০) ।। ৩/৬।। **অনঙ্গমঞ্জরী**—শ্রীরাধার কনিষ্ঠা ভগিনী; "কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী" (কৃঃ গঃ ১১১-১২, ঐ পঃ ১৭৩ দ্রঃ)। **চুয়া**—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। **শ্রীরূপ মঞ্জরী**—"অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী। লবঙ্গমঞ্জরী গুণমঞ্জরী রসমঞ্জরী।। বিলাসমঞ্জরী প্রেমমঞ্জরী মণিমঞ্জরী। কনকমঞ্জরী কামমঞ্জরী রত্নমঞ্জরী।।" (ঐ পঃ ১৭৫-১৭৬)।। **লোটাওয়ে**—লুণ্ঠিত হন।

গোপীজন....গাওয়ে—প্রেমবশে রোদন করিয়া গোপীজনের সেবাধিকার বা সেবা-সৌভাগ্যের কথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন অর্থাৎ 'গোপীজনের ন্যায় সেবাধিকার আমাদের লাভ হইল না' এইজন্য রোদন করিয়া গোপীগণের মহিমা কীর্তন করেন।। ১/৯।।

ভকতিবিনোদ রহি' সুরভীকি কুঞ্জে।
আরতি-দরশনে প্রেমসুখ ভুঞ্জে।। ১০।।

শ্রীগৌর-আরতি

[২]

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ।। ১।।
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর।। ২।।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা, আদি দেবগণে।। ৩।।
নরহরি-আদি করি, চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসুঘোষ-আদি গায়।। ৪।।
শঙ্খ বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল।। ৫।।

সুরভীকি কুঞ্জ—অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমের সুরভিকুঞ্জ শ্রীইন্দ্র ও শ্রীসুরভিগাভীর ভজনস্থল বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত "শ্রীসুরভিগাভী দ্রুমতলে বিলসয়। এহেতু গোদ্রুম-দ্বীপ পূর্ব্ববিজ্ঞ কয়।।" (ভঃ রঃ ১২/২৬৬) শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীসুরভিকুঞ্জ নিত্য প্রকাশিত ।। ১/১০।।

আরতিকো—আরতির। **জগমনোলোভা**—সমগ্র জগতের মনো-মুগ্ধকর; **লোভা**—লোভনীয়। **জাহ্নবী-তটবনে**—শ্রীগঙ্গার পূর্ব-তটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে।। ২/১।। **রসাল**—মধুর সুশ্রাব্য, আনন্দ-জনক।। ২/৫।। **জিনি'**—জয় করিয়া, পরাভব করিয়া ।। ২/৬।।

বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল।। ৬।।
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ।। ৭।।

[৩]
শ্রীশ্রীযুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ।। ২।।
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া-মনোহর।। ২।।
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু কন্যা।
সুনীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা।। ৩।।

সুনীলবসনা.....ধন্যা—"শ্রীরাধারূপলাবণ্যং বিশেষাৎ পরিকীর্ত্ত্যতে। নানাবৈদগ্ধীনৈপুণ্যা সুধার্ণবস্বরূপিণী। নবগোরোচনাভাতির্দ্রুতহেমসমপ্রভা। কিংবা স্থিরা বিদ্যুদিব রূপাভিপরমোজ্জ্বলা। বিচিত্রা নীলবসনং তস্যাশ্চ পরিশোভিতম্। নানামুক্তাভূষিতাঙ্গী নানাপুষ্পবিরাজিতা।। বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরুবিন্দনিভং তথা। আদ্যং স্বপ্রিয়মভ্রাভং রক্তমন্ত্যং হরেঃ প্রিয়ম্।। (কৃঃ গঃ পঃ ১৪৫-১৪৭, ২০৭)।

শ্রীরাধার নীলবসনের নাম 'মেঘাম্বর'। ইহার প্রভা কুরবিন্দ-পুষ্পের ন্যায়।

গৌরী—গৌরকান্তিবিশিষ্টা শ্রীরাধিকা; "অমলকনক-পট্টোদ্‌ঘৃষ্টকাশ্মীর গৌরীং মধুরিমলহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্।" (স্তবমালা, শ্রীরাধাষ্টক, ৮ম শ্লোক) ।। ৩/৩।।

নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল।। ৪।।
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয়নর্ম্মসখী যত চামর ঢুলায়।। ৫।।
শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে।। ৬।।

[৪]

শ্রীভোগ-আরতি☆

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী।। ১।।

হরিমনোবিমোহন—"গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্বস্ব, সর্ব্বকান্তাশিরোমণি।। জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।' (চৈঃ চঃ আঃ ৪/৮২, ৯৫) ।। ৩/৪।। **সরসিজ**—পদ্ম।। ৩/৬।।

☆ শ্রীসুরভিকুঞ্জের শ্রীভোগ-আরতি' ... পাঃ লিঃ।

ভকতবৎসল—"যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি" (ভাঃ ৩/৯/১৫) গুণবিড়ম্বনানি "ভক্তবাৎসল্যেত্যাদীনি" (ভঃ সঃ ১৫২ অঃ)। শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ এই 'শ্রীভকতবৎসল হরি' নামটি অধিকাংশ সময়েই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।" (গৌঃ তঃ) সোহি—সেই-ই; "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই" (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ।। ৪/১।। **দামোদর** - ভাঃ ১০/৯ দ্রঃ ।। ৪/২।। **গিরিবরধারী**—শ্রীগোবর্দ্ধনধারী (ভাঃ ১০/২৫) ।। ৪/৩।। **নালিতা**—(সং-নলিত) পাটশাক। **দুগ্ধতুম্বী**—দুধলাউ।। ৪/৪।। **শষ্কুলী**—তিলতণ্ডুলাদিমিশ্রিত

বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন।। ২।।
নন্দের নির্দ্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি।। ৩।।
শুক্তা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডালনা দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড।। ৪।।
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন।। ৫।।
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা, অম্ল দ্বাদশ প্রকার ।। ৬।।
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী।। ৭।।
রাধিকার পক্ব অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন।। ৮।।
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায়, আর দেয় হরিবোল।। ৯।।

যবাগূ (যাউ) অথবা পিষ্টকবিশেষ। **পুলি**—পুলিপিঠা।। ৪/৫।। **অমৃতকেলি**—"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃত-কেলি' নাম।" (চৈঃ চঃ মঃ ।। ৪/১১৭।। **রসালা** - রসযুক্ত ।। ৪/৬।।

রাধিকার পক্ব .... ভোজন—"ব্রজপুরপতিরাজ্ঞা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং বহুবিধমতিযত্নাৎ স্বেন পক্বং বরোরু। সপদি নিজসখীনাং মদ্বিধানঞ্চ হস্তৈর্মধুমথননিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্।।" (স্তবাবলী, বিঃ কুঃ ৪৬) ।। ৪/৮।।

শ্রীমধুমঙ্গল—ইঁহার পিতা শ্রীসান্দীপনি মুনি, মাতা সুমুখী; নান্দিমুখি ইঁহার ভগিনী ও পৌর্ণমাসী পিতামহী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের একজন মুখ্য সখা

রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে।। ১০।।
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি।। ১১।।
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে।। ১২।।
জম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ।। ১৩।।
বিশালাক্ষ, শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়।। ১৪।।

ও বিদূষক (কৃঃ গঃ পঃ ৬৩-৬৪)। **বগল বাজায়**—পার্শ্বদেশে বাহুর আঘাত করিয়া আনন্দ প্রকাশ বা জয়োল্লাস প্রকাশ করে।। ৪/৯।।

জম্বুল—শ্রীকৃষ্ণের জনৈক তাম্বুলিক; **রসাল**—ইনিও শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুলিকগণের অন্যতম। "সুবিলাস-বিলাসাখ্য-রসাল-রসশালিনঃ। জম্বুলাদ্যাশ্চ তাম্বুল-পরিষ্কারবিচক্ষণাঃ (কৃঃ গঃ পঃ ৭৬) ।। ৪/১৩।।

বিশালাক্ষ—শ্রীকৃষ্ণের সেবকবিশেষ ।। ৪/১৪।।

ধনিষ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা-বিশেষ, যথা—"ধনিষ্ঠা-চন্দনকলা-গুণমালা-রতিপ্রভাঃ। তরুণীন্দুপ্রভা শোভারম্ভাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ। গৃহমার্জ্জনসংস্কারালেপক্ষীরা-দিকোবিদাঃ।।" (কৃঃ গঃ পঃ ৮৩)। **ভুঞ্জে**—ভোজন করেন।

যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত।। ১৫।।
ললিতাদি-সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায়।। ১৬।।
হরি লীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ।। ১৭।।

———

যশোমতী ...... প্রীত—"কৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাৎ। দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেগ্রতঃ।।" (স্তবাবলী, বিঃ কুঃ ৪৮)—হে দেবি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপদ্মোচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পরমাদরের সহিত শ্রীধনিষ্ঠা আমাকে প্রদান করিলে আমি তাহা কি আপনার সম্মুখে লইয়া আসিব? ।। ৪/৫।। **অবশেষ**—উচ্ছিষ্ট ।। ৪/১৬।।

———

প্রসাদ সেবায়

(প্রসাদ-সংসেবনকালে পাঠ্য দোঁহা)
মধ্যে মধ্যে 'সাধু সাবধান')

[১]

প্রসাদ-সেবনারম্ভে —
ভাইরে!
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।।

[২]

(ততঃ ভোজনম্)
সেবা করিতে করিতে —
ভাইরে!
একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।

অবিদ্যা-জাল—মায়ার পাশ। **কাল—শত্রু**। **জেতা**—জয় করা।। ১/১।। **স্বপ্রসাদ-অন্ন**—নিজ অনুগ্রহপূর্ণ অন্ন।। ১/২।।

একদিন .... আস্বাদিল—চৈঃ ভাঃ অঃ ৪/২৩৪-২৯৯ দ্রঃ। "আই

শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল।। ১।।
হেন শাক আস্বাদনে, কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি, প্রসাদ ভোজন করি',
হরি হরি বল সর্বজন।। ২।।

[৩]

(পুনশ্চ)
ভাইরে!
শচীর অঙ্গনে কভু, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন।

জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে। বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে।। সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক-ব্যঞ্জন। পুনঃপুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ। শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া। ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।। প্রভু বলে—এই যে 'অচ্যুতা' নামে শাক। ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ।। 'পটল' 'বাস্তুক' 'কাল'-শাকের ভোজনে। জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে।। 'সালিঞ্চা' - 'হেলাঞ্চা'-শাক ভক্ষণ করিলে। আরোগ্য থাকয়ে তা'রে কৃষ্ণভক্তি মিলে।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪/২৭৯, ২৯৩, ২৯৫-২৯৮)। চৈঃ চঃ মঃ ৩/৪১-১০৭, শান্তিপুরে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের ভোজনপ্রসঙ্গ দ্রঃ ।।২/১।। **হেন....সর্বজন**—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিকগণ স্বভাবতঃই নিজের জিহ্বালাম্পট্য চরিতার্থ করিবার জন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়রূপে দর্শন ও অনুভব করেন। সেইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ও জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিমুখে প্রসাদসম্মানের জন্য পদকর্ত্তা সকলকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।। ২/২।।

শচীর.......ভোজন— চৈঃ চঃ মঃ ৯/২৯৫-২৯৮ দ্রঃ। **সুদুর্বার**

খাইতে খাইতে তাঁ'র আইল প্রেম সুদুর্বার,
বলে শুন সন্ন্যাসীর গণ।। ১।।
মোচা-ঘন্ট ফুলবড়ি, ডালি-ডাল্না-চচ্চড়ি,
শচীমাতা করিল রন্ধন।
তাঁ'র শুদ্ধা ভক্তি হেরি, ভোজন করিলা হরি,
সুধা-সম এ অন্ন-ব্যঞ্জন।। ২।।
যোগে-যোগী পায় যাহা, ভোগে আজ হ'বে তাহা,
'হরি' বলি' খাও সবে ভাই।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য,
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই।। ৩।।

প্রেম—যে প্রেমের বিকার গোপন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।। ৩/১।। **যোগে .... তাহা**—যোগী যোগাদি-সাধনের প্রভাবে যে সকল সিদ্ধি পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি লাভ করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণ ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাদি না করিয়াও একমাত্র শ্রীহরিকীর্তন মুখে প্রসাদসেবনফলে অনায়াসে আনুষঙ্গিক ভাবে লাভ করিবেন। **কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন .... ধন্য** —"হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্য মস্তকে যস্য সোচ্যুত।। পাবনং বিষ্ণু নৈবেদ্যং সুর সিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।" "ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং মে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়।। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ৯/১৩৩, ৩১৪) ।। ৩/৩।।

[৪]

(প্রসাদী লুচির ফলার)

ভাইরে!

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে।
লুচি, চিনি, ক্ষীর, সর, মিঠাই পায়স আর,
পিঠাপানা আস্বাদন করে।। ১।।
মহাপ্রভু ভক্তগণে, পরম আনন্দমনে,
আজ্ঞা দিল করিতে ভোজন।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ভোজনে হইয়া ধন্য,
'কৃষ্ণ' বলি' ডাকে সর্বজন।। ২।।

[৫]

খিচুরীভোজন-সময়ে —

ভাইরে!

একদিন নীলাচলে, প্রসাদ-সেবন-কালে,
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বলিলেন ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য।। ১।।

শ্রীগৌরীদাস—ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'সুবল সখা'। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস মুড়াগাছার নিকট শালিগ্রাম। পরে অম্বিকাকালনায় বাস করেন। শ্রীবসুধা-জাহ্নবার পিতা সূর্য্যদাস সরখেল শ্রীগৌরীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য। হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণ-দাস ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সেবক ছিলেন।। ৪/১।।

খেচরান্ন পিঠাপানা, অপূর্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা সবে।
আকণ্ঠ ভোজন করি, বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা দূরিত নাহি রবে।। ২।।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি-শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।
এমন দুর্লভ ধন, পাইয়াছ সর্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয়।। ৩।।

[৬]

বালভোগ-সেবনে —
ভাইরে!
রামকৃষ্ণ গোচারণে, যাইবেন দূর বনে,
এত চিন্তি' যশোদা-রোহিণী।
ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, দু'জনে খাওয়ান আনি,
বাৎসল্যে আনন্দ মনে গণি' ।। ১।।
বয়স্য রাখালগণে, খায় রামকৃষ্ণ-সনে,
নাচে গায় আনন্দ-অন্তরে।
কৃষ্ণের প্রসাদ খায়, উদর ভরিয়া যায়,
'আর দেও' 'আর দেও' করে ।। ২।।

দূরিত—দুষ্কৃত, অনর্থ, অমঙ্গল, অপরাধ।। ৫/২।।

বয়স্য—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও নর্মসখা ভেদে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চারিপ্রকার। (কৃঃ গঃ পঃ ২১) ।। ৬/২।।

শ্রীনগর-কীর্ত্তন

(আজ্ঞাটহল)

নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।। ১।।
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।। ২।।
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।। ৩।।

নদীয়া—নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। **গোদ্রুম**—নয়টি দ্বীপের অন্যতম গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা)। **নিত্যানন্দ মহাজন**—শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা কলিজীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম প্রচারের ভারপ্রাপ্ত নিত্যানন্দপ্রভু। **নামহট্ট**—যে স্থান সংকীর্তনের আচার-প্রচাররূপ আদান-প্রদান-কোলাহলে সর্ব্বদা পূর্ণ। **জীবের কারণ**—জীবের উদ্ধার ও নিত্য-মঙ্গলের জন্য ।। ১।। **প্রভুর আজ্ঞায়**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে ; চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৮ দ্রঃ। **বল 'কৃষ্ণ'**—নামাভাস পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধনাম উচ্চারণ কর। **ভজ কৃষ্ণ**—কৃষ্ণনাম করিতে করিতে শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তিদ্বারা অধিকারভেদে বিধিমার্গে ভজন কর। **কৃষ্ণ শিক্ষা**—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণভজন-শিক্ষা ।।২।। **অপরাধশূন্য**—শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ হইতে মুক্ত। **কৃষ্ণ মাতা .... প্রাণ**—কৃষ্ণই জীবের পালয়িতা, পোষক, কারণ, সম্পদ ও জীবন।। ৩।। **কৃষ্ণের সংসার কর**—মায়ার সংসারী বা দেহগেহাসক্ত গৃহব্রত হইবার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ নামপ্রভুর সংসারের সংসারী বা শ্রীকৃষ্ণ নামব্রত হও। "প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও, বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ,

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্বধর্মসার।। ৪।।

[শ্রীনাম - ১]

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। ১।।

গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক,
সুখে দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কর রে।। ২।।

গেহ, স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে শ্রীকৃষ্ণভাব-মিশ্রিত-বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্মুখতা শূন্য-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ) **অনাচার**—দৈহিক ও মানসিক পাপ এবং আত্মিক অপরাধ। **জীবে দয়া**—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন পূর্ব্বক নিজের ও পরের জীবাত্মার প্রতি দয়া। **সর্ব্বধর্মসার**—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নামের অনুশীলন করিয়া অপরের নিকট কৃষ্ণ নামকীর্ত্তনরূপ জীবে দয়াই সর্ব্বধর্মের সার বা শ্রেষ্ঠধর্ম।

গায় ..... রাম হরে হরে—শ্রীমৎপদকর্তা 'গায় গোরা' বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মহামন্ত্র-কীর্ত্তনলীলা শ্রীল রূপ ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যাষ্টকোদ্ধৃত লীলার অনুসরণে শ্রীগৌরলীলা-কীর্তনের অন্তর্গত করিয়া কীর্তন করিয়াছেন।। ১/১।।

গৃহে .... ডাক—"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা 'গৌরাঙ্গ' বলে' ডাকে, নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ।।" (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ)।। ১/২।। **মিছে কাজ**—অনিত্য দেহমনের কাজ।। ১/৩।।

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে,
এখনও চেতন পেয়ে,
'রাধা-মাধব নাম বল রে ।। ৩।।
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবার নামরসে মাত রে।। ৪।।

[শ্রীনাম — ২]

একবার ভাব মনে।
আশা-বশে ভ্রমি' হেথা পাবে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ করে গেলে যাবে কোথা শরীর-পতনে।। ১।।
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ-হিংসা, দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণনাম-গানে।। ২।।

জীবন ..... শেষ—"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং .... উত্তমশ্লোক বার্ত্তয়া।।" (ভাঃ ২/৩/১৭)। **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণ।। ১/৪।।

অহংতা-মমতাময়—' দেবীধামের কোন দেশ, কাল ও পাত্রের অধীন জীব ও জড়ীয় বস্তুসমূহের অধিকারী' এই বুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান। "প্রকৃতে ক্রিয়মানানি—মন্যতে।।" (গীঃ ৩/২৭)।

চিদানন্দ রসময়—"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম।। সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃতদেহে তাঁ'র চরণ ভজয়।।" (চৈঃ চঃ অঃ ৪/১৯২, ১৯৩) ।। ২/২।।

[শ্রীনাম - ৩]

'রাধাকৃষ্ণ' বল্ বল্ বল্ রে সবাই।

(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফির্ছে নেচে গৌর-নিতাই।
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে',
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।। ১।।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই।
(কৃষ্ণ) বল্বে যবে, পুলক হবে,
ঝর্বে আঁখি, বলি তাই।। ২।।
(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও-নাম গাই।। ৩।।

কৃষ্ণদাস ..... দুঃখ নাই—'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—চিদানন্দ-স্বরূপ', এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের আর কোনরূপ দুঃখ বা শোক থাকে না। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ—গুরুদেবতাত্মা।" (ভাঃ ১১/২/৩৭) ও "তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা .... স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতামভয়ম্।।' (ভাঃ ২/১/৫)। **(কৃষ্ণ) বল্বে .... বলি তাই**—নিরপরাধে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনামোচ্চারণে অন্তরে-প্রেম ও তাহা পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকাররূপে বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হয়।। ৩/২।।

(রাধা) কৃষ্ণ বল ..... ভিক্ষা চাই—শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ অথবা তাঁহাদের বাতুল শ্রীভক্তিবিনোদ সকলকে সঙ্গে চলিবার জন্য অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ হইবার জন্য এই আহ্বান করিতেছেন,—'শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আমার অনুসরণ কর অর্থাৎ তোমরাও শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচারক হও';

[শ্রীনাম - ৪]

গায় গোঁরাচাদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে ।।ধ্রু।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে ।। ১।।
একবার বল্ রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা জীবন,
শ্রীরাধারমণ প্রেমভরে।। ২।।
(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে'।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন,
ব্রহ্ম-বিমোহন উর্দ্ধকরে
হরে কৃষ্ণ হরে ।।৩।।

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ' - উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হএগ্র তার' এই দেশ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৮)। **যায় সকল ..... গাই**—নামাভাসে সকল অনর্থ, অপরাধ ও তাপ দূর হয় এবং শুদ্ধনামের উদয়ে বিরহবিধুর চিত্তবৃত্তিতে নবনবায়মান সেবা চমৎকারিতার অনুভব হয়। বদ্ধদশায় অনর্থ বা ত্রিতাপই বিপদ; মুক্তদশায় বিপ্রলম্ভ বা বিরহই অপ্রাকৃত বিপদরূপে অনুভূত হয়। "তব কথামৃতং"। ভাঃ ১০/৩১/৯ শ্লোক দ্রঃ)।। ৩/৩।। **বল শ্রীমধুসুদন .... নৃত্য করে**—"শ্রীমধুসূদনাদি নাম নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন কর। **অঘনিসূদন ..... উর্দ্ধকরে**—অঘনিসূদনাদি নাম বাহু তুলিয়া কীর্তন কর। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতে গেলে অঘ-বক প্রভৃতি অনর্থের প্রতীকসমূহ উপস্থিত হয়; কিন্তু

[শ্রীনাম — ৫]

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ সঙ্গে।
নাচই ভাব-মুরতি গোরা রঙ্গে।। ১।।
গাওত কলিযুগ-পাবন নাম।
ভ্রমই শচীসুত নদীয়া ধাম।। ২।।
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।। ৩।।

শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরকুলের বিনাশ ও আধ্যক্ষিকতার বিমোহন করিয়া শরণাগত ব্রজবাসিগণের উপকার করিয়া থাকেন। "অঘদমনযশোদা-নন্দনৌ নন্দসূনো" (শ্রীনামাষ্টক, ৫ম শ্লোক) ।। ৪/৩।।

অঙ্গ—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়; **উপাঙ্গ**—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্তগণ; **অস্ত্র**—শ্রীহরিনাম; **পার্ষদ**—শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপ-সনাতনাদি (ভাঃ ১/৫/৩২, চৈঃ চঃ আঃ ৩/৭১-৭৪)। **নাচই**—নৃত্য করেন। **ভাব-মূরতি**—বিপ্রলম্ভভাববিভাবিতমূর্তি।। ৫/১।। **গাওত**—গান করেন। **কলিযুগপাবন**—'কলি' অর্থাৎ তর্ক বা যুক্তির যুগ হইতে উদ্ধারকারী। **নাম**—শ্রৌতপথে অবতীর্ণ শ্রীনাম। **ভ্রমই**—ভ্রমণ করেন। **নদীয়া**—'নওদীয়া'—পাঃ লিঃ।। ২।। **(হরে) হরয়ে ..... শ্রীমধুসূদন**—চৈঃ ভাঃ মঃ ১/৪০৭ দ্রঃ "এস্থলে প্রথমে 'হরি' ও 'যাদব' নামদ্বয়ের সহিত কীর্তনেচ্ছু ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদানাত্মিকা চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। চতুর্থ্যন্ত-পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয়। সম্বোধনাত্ম-পদে কীর্ত্তনকারীর নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষাই লক্ষিতা।" (ঐ গৌঃ ভাঃ ।। ৫/৩।।)

[শ্রীনাম - ৬]

হরে কৃষ্ণ হরে ।। ধ্রু ।।
নিতাই কি নাম এনেছে রে।
নিতাই নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধা মূল্যে নাম দিতেছে রে ।। ১।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ।। ২।।
(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দেখে,
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম ব্রহ্মাজপে চতুর্মুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে।। ৩।।
(ভক্তিবিনোদ বলে)

নিতাই কি .... দিতেছে রে—শ্রীনিতাইচাঁদের আনীত গোলোকের শ্রীনাম-চিন্তামণি শ্রীনামের হাটে একমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে বিতরিত হয়। ইহাদ্বারা প্রাকৃত অর্থাদির বিনিময়ে নাম? বিক্রয়াদিরূপ অপব্যবসায়-প্রথা বা নামাপরাধের প্রশ্রয়দানকার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে ।। ৬/১।।

এ নামাভাসে ... গেল রে—ভাঃ ৬/২/৪৫ দ্রঃ ।। ৬/৩।।

[শ্রীনাম — ৭]

(শ্রীধাম-পরিক্রমায় বৈষ্ণব সকল আসিলে তদুদ্দেশে গীত)

'হরি' বলে' মোদের গৌর এলো।। ধ্রু ।।
এল রে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলোথেলো।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল।। ১।।
সঙ্কীর্তন রসে মেতে' নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে' প্রেমে জগৎ ভাসাইল।। ২।।
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল।। ৩।।
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে।। ৪।।
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে।। ৫।।
(তোরা দেখে' যা' রে)
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।। ৬।।
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।। ৭।।

এলোথেলো—আলুথালু, আলুলায়িত (সং), বিশৃঙ্খল অথবা স্খলিত ।। ৭/১।।

মাতোয়ারা—মত্ত। **মালসাট**—মল্লদিগের বাহুর আস্ফালন।।৭/৫।।

পলায় ... বিভ্রাটে—যত প্রকার কুতর্ক, কুযুক্তি, পাষণ্ড, ভুক্তিমুক্তি বাসনা, যাহা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় কলিস্বরূপ, তাহা সকলই সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্তনাস্ত্র-দর্শনে আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্থ জানিয়া পলায়ন করে। 'পালাল'—পাঃ লিঃ ।। ৭/৬।। **নাটে**—নৃত্যে ।। ৭/৭।।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

প্রথম গীত

(যথা রাগ)

নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে'
গায় রে ।।ধ্রু ।।

[১]

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর।। ১।।
শচীসুত গৌরহরি নিমাইসুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর।। ২।।
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ।। ৩।।

[২]

বিদ্যার্থি-উড়ুপ-চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্বস্ব গ্রাম্যবালিকা ক্রীড়ন।। ৪।।
লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র শোক নিবারক।। ৫।।
লক্ষ্মীপতি পূর্বদেশ-সর্বক্লেশহর।
দ্বিগ্বিজয়ী-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর।। ৬।।

[৩]

আর্য্যধর্মপাল পিতৃগয়া পিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা।। ৭।।

কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যাপক।
নামসংকীর্তন-যুগধর্ম-প্রবর্ত্তক।। ৮।।
অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন।। ৯।।

[৪]

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুম বিহারী মধ্যদ্বীপ লীলাশ্রয়।। ১০।।
কোলদ্বীপ পতি ঋতুদ্বীপ মহেশ্বর।
জহ্নু মোদদ্রুম রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর।। ১১।।
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী জীবন।
জগাই-মাধাই-আদি দুর্ব্বৃত্ত-তারণ।। ১২।।

[৫]

নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ।। ১৩।।
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধম-পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা।। ১৪।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজশিরোমণি উৎকল-পাবন।। ১৫।।

[৬]

অম্বুলিঙ্গ ভুবনেশ কপোতেশ পতি।
ক্ষীরচোর গোপাল দর্শনসুখী যতি।। ১৬।।
নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয়।। ১৭।।
পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দ-সখা ভট্টকুল ক্লেশহর্ত্তা।। ১৮।।

[৭]

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ।। ১৯।।
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্রে-নর্ত্তক।
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক।। ২০।।
কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ব্বজীবপ্রাণ।। ২১।।

[৮]

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী।। ২২।।
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা।। ২৩।।
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন।। ২৪।।
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে' গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গাপায় রে।। ২৫।।

দ্বিতীয় গীত

জয় গোদ্রুম-পতি গোরা
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন,
বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা।
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ,
কৃষ্ণভক্তমানস-চোরা।। ১।।

তৃতীয় গীত

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।
গৌড়চিত্তগগন-শশধর।
কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর।। ১।।

চতুর্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী-রামানন্দ।। ১।।

শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তরশতনাম

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্তনের জন্য)

প্রথম গীত

নগরে নগরে গোরা গায়।। ধ্রু ।।

[১]

যশোমতী স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজ-জনের জীবন।। ১।।
শ্রীগোকুল-নিশাচরী পূতনা-ঘাতন।
দুষ্ট-তৃণাবর্ত্তহন্তা শকট-ভঞ্জন।। ২।।
নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল।। ৩।।

[২]

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল।। ৪।।
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন।। ৫।।
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডীরকাননলীল দাবানল-হর।। ৬।।

[৩]

নটবর গুহাচর শরতবিহারী।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী।। ৭।।
যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক মাধব ব্রজবাসীবন্ধু।। ৮।।
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ।। ৯।।

[৪]

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা-বিশাখা আদি সখী প্রাণেশ্বর।। ১০।।
নবজলধরকান্তি মদনমোহন।
বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন।। ১১।।
ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর।। ১২।।

[৫]

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী।। ১৩।।

মানসগঙ্গার দানী প্রসূনতস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর।। ১৪।।
গোকুলসম্পদ্ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্তসন্তাপ-হরণ।। ১৫।।

[৬]

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক।। ১৬।।
গোপীগীতশ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী।। ১৭।।
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশিনিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্লপ্রহরণ।। ১৮।।

[৭]

বসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ।। ১৯।।
কুব্জাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন।। ২০।।
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডব-বান্ধব শিশুপালাদির কাল।। ২১।।

[৮]

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান।। ২২।।

মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার।। ২৩।।
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর।। ২৪।।
নগরে নগরে গোরা গায়।
ভকতিবিনোদ তছু পায়।। ২৫।।

দ্বিতীয় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে।
গোপীবল্লভ শৌরে।। ১।।
শ্রীনিবাস, দামোদর, শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন, মাধব, নৃসিংহ, কংসারে।। ২।।

তৃতীয় গীত

রাধাবল্লভ, মাধব, শ্রীপতি, মুকুন্দ।
গোপীনাথ, মদনমোহন, রাস-রসানন্দ।
অনঙ্গ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ।। ১।।

চতুর্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী।। ১।।

অনঙ্গ .... বিহারী—"শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-এর ৭ম সর্গে ৩১শ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর-ঘাটের সন্নিকটে 'অনঙ্গরঙ্গাম্বুজকুঞ্জ'-এর নাম দৃষ্ট হয় ।।৩/১।।

পঞ্চম গীত

রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ।
রাধামাধব, রাধাপ্রমোদ।। ১।।
রাধারমণ, রাধানাথ,
রাধাবরণামোদ।
রাধারসিক, রাধাকান্ত,
রাধামিলনামোদ।। ২।।

ষষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ।। ১।।
জয় অচ্যুত, মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ।। ২।।

———

শ্রীনাম-কীর্ত্তন

[১]

বিভাষ

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালিয়দমন বিধান।। ১।।
অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ।। ২।।
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপালা।। ৩।।

যশোমতীনন্দন ... —"অঘদমন-যশোদানন্দনৌ .... নামধেয়।" (শ্রীরূপকৃত শ্রীনামাষ্টকের ৫ম শ্লোক); পদকর্তা বাৎসল্য ও মধুররসের বিষয়বিগ্রহের নামের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া শ্রীরূপানুগচিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতৎসহ চৈঃ চঃ অঃ ৭/৮১-৮২ ও কৃঃ সঃ ধৃত নাঃ কৌঃ শ্লোক দ্রঃ—"তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে। কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ।" **ব্রজবর**—'বরজবর'—পাঃ লিঃ ।। ১/১।।

অমিয়-বিলাসা—অমৃত অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিচিত্র বিলাসময়।। ১/২।।

যামুনতটচর, গোপী-বসনহর,
রাস-রসিক, কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয়।। ৪।।

[২]

'দয়াল নিতাই চৈতন্য' বলে' নাচ্‌রে আমার মন।
নাচ রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন।। ১।।
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে, পাবে প্রেমধন।
(ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন ।। ২।।
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন।
(কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পা'বে দরশন ।। ৩।।
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

ও নামে ..... নাই হে—'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম অপেক্ষা 'শ্রীশ্রীগৌরনিতাই'-নাম অনর্থযুক্ত পতিত জীবকে শীঘ্র দয়া করেন। তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীঘ্র শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি হয়; শ্রীকৃষ্ণভজন প্রবৃত্তি শীঘ্র উদিতা হইয়া চরম ফল বা সাধ্য লাভ করায়।। ২/২।। (শেষে) **বৃন্দাবনে .... দরশন**—এই পদে গৌরবাদী ও কৃষ্ণবাদীর মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তমের সিদ্ধান্তানুসরণে পদকর্তা শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি ও শ্রীগৌরের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামরূপে তাঁহা সাক্ষাৎকারের কথা জানাইয়াছেন।। ২/৩।।

[৩]

'হরি' বল, 'হরি' বল, 'হরি' বল, ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে।। ১।।
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাইরে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'লো জগাই মাধাই রে।। ২।।
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে।
(আমি আমার ব'লে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ।। ৩।।
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে।
(নিরাশ তো সুখ রে)
ভোগ মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে।। ৪।।
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে।
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে।। ৫।।
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

নিরাশ তো সুখ—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।।" (ভাঃ ১১/৮/৪৪) ।। ৩/৪।। **বালাই**—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বিপত্তি ।। ৩/৪।।

[৪]

বোল হরি বোল (৩ বার)
মনের আনন্দে ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল।। ১।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
মানব-জন্ম পেয়ে ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
সুখে থাক, দুঃখে থাক, বোল হরি বোল।। ২।।
বোল হরি বোল (৩ বার)
সম্পদে বিপদে ভাই বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৃহে থাক, বনে থাক, বোল হরি বোল।
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল।। ৩।।
বোল হরি বেল (৩ বার)
অসৎসঙ্গ ছাড়ি ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
বৈষ্ণবচরণে পড়ি' বোল হরি বোল।। ৪।।
বোল হরি বোল (৩ বার)

পেয়ে—'পেয়েছে'—পাঃ লিঃ।।

অসৎসঙ্গ—নির্ভেদ জ্ঞানী, ফলভোগী কর্ম্মী, কুযোগী, ব্রতী, তপস্বী, প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত একপ্রকার অসৎ এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা স্ত্রৈণগণ দ্বিতীয় প্রকার অসৎ; তাহাদের সঙ্গ। **বৈষ্ণব-চরণে পড়ি'**—বৈষ্ণবের আনুগত্যে।। ৪/৪।।

গৌর নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)
গৌর গদাধর বোল (৩ বার)
গৌর অদ্বৈত বোল (৩ বার)

[৫]

(কীর্তন-সমাপ্তিকালে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য)

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।। ১।।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গুরুকৃপা জলে নাশি' বিষয়-অনল।। ২।।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
অনন্যভাবেতে চিত্ত-করিয়া সরল।। ৩।।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

গুরুকৃপা .... অনল—'সংসার-দাবানল ... শ্রীচরণারবিন্দম্।" (শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর কৃত গুর্ব্বষ্টক, ১ম শ্লোক)।। ৫/২।।

রূপানুগ বৈষ্ণব—শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল শ্রীজীবাদি

দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি ফল।।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল!
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল ।। ৫।।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)॥

———

গোস্বামিবর্গের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকারী বৈষ্ণব। "সযুথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে, জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে।।" (মঃ শিঃ ১২শ শ্লোক);" বৈষ্ণব চরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল; আর কেহ নহে বলবন্ত।।" (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ)।। ৫/৪।।

সখীর .... শীতল—"বৈষ্ণবচরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু আর নাহি ভূষণের অন্ত।।" "ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।।" (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ);"এ সবার অনুগা হঞা, প্রেম সেবা নিব চাঞা, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।।" "সখীগণগণনাতে, আমারে গণিবে তা'তে, তবহুঁ পূরিব অভিলাষ।।" সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্। আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কার ভূষিতাম্।। কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।" (প্রেঃ ভঃ চঃ) ।। ৫/৫।।

———

শ্রেয়োনির্ণয়

[১]

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়।। ১।।
যোগ-যাগ-তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানা-কাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয়।। ২।।
বিনোদের বাক্য ধর, নানা কাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়।। ৩।।

[২]

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হয়ে র'বে তুমি চিরদিন।। ১।।
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে।
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।। ২।।
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু জলে।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।। ৩।।

নানা ..... কাণ্ড—নানা মতবাদ বা নানা পথ। নির্ব্বিশেষবাদীর 'যত মত, তত পথ'—এই কুমতবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমলাভেচ্ছু, একায়নস্কন্ধী নিরুপাধিক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী হইবেন। "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড" (প্রেঃ ভঃ চঃ) ।। ১/২।।

দণ্ড্য—শাস্তির পাত্র।। ২/২।।

[৩]

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী।
দয়াধর্ম আদি গুণ অহঙ্কার সব তাহারি।। ১।।
জ্ঞান ত'ার পট্টশাটী, যোগ-গন্ধ-পরিপাটী।
এ সবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণমন চুরি।। ২।।
রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা এ-সংসারে।
পীরিতি-বিহীন গুণে কৃষ্ণ না তুষিতে পারি।। ৩।।
বানরীর-অলঙ্কার, শোভা নাহি হয় তা'র,
কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি।। ৪।।

[৪]

নিরাকার নিরাকার করিয়া চীৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ, ভাই, বার বার।। ১।।
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয় তর্কে নাহি, জানি সার।। ২।।
সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আস্বাদিলে,
জনম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার।। ৩।।

পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে সুসজ্জিতা পতিব্রতারূপে বর্ণন করিয়াছেন। দয়াধর্মাদি গুণ সেই সতীর অঙ্গের ভূষণ, কৃষ্ণজ্ঞান পট্টশাটী, ভক্তিযোগ সুগন্ধ; সেই সকল ভূষণে ভূষিতা হইয়া প্রীতি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতেছে। রূপ ব্যতীত অলঙ্কারের যেরূপ কোন মূল্য নাই, বানরীর অঙ্গের অলঙ্কার যেরূপ উহার শোভাবর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে উহাকে

রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজি, 'যদি হরি-প্রেমে মজি,'
তা' হ'লে অলভ্য, ভাই, কি করিবে বল আর ।। ৪।।

[৫]

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশীজন-ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে।। ১।।
কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাটু গাড়ি' পূজে।
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম আরাধনে।। ২।।
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্তনে মজে।
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে।। ৩।।
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে।
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে।। ৪।।

———

হাস্যোদ্দীপক করিয়া তুলে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রীতিবিহীন দয়াধর্ম্মাদি গুণের কোনই মূল্য নাইঃ—(৩) প্রাকৃত নিরাকারবাদি-সম্প্রদায়ের বিচার এই সঙ্গীতে খণ্ডিত হইয়াছে।—(৪)

রূপাশ্রয়ে—শ্রীরূপানুগ পথে।। ৫/৪।।

পদকর্ত্তার রচিত 'প্রেমপ্রদীপ' উপন্যাসের ৪র্থ প্রভার যোগী বাবাজীর মুখে এই সঙ্গীতটা কীর্ত্তিত হইয়াছে।—(৫)

ভ্রাতৃভাবে—"কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁ'র দাস।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৬/৮৩)—এই বিচারে 'সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণভজনকারী' এই উপলব্ধিতে ভ্রাতৃভাববিশিষ্ট হইয়া ।। ৫/৪।।

ভজন-গীতি

[১]

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দ।। ১।।
(জ্ঞান-কর্ম পরিহরি রে)
(ভজ) (ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস হরিদাস, মুরারি মুকুন্দ।। ২।।
(গৌরপ্রেমে স্মর, স্মর রে)
(স্মর) (শ্রীনিবাস হরিদাসে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(কৃষ্ণ ভজন যদি ক'রবে রে)
(রূপ-সনাতনে স্মর)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট স্বরূপ-রামানন্দ।। ৩।।
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্বরূপ-রামানন্দে স্মর)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর, সেন শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর, স্মর রে)

গুরুনিত্যানন্দ—"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।" (চৈঃ চঃ আঃ ১/৪৪) ।। ১/২।।

(গোষ্ঠীসহ কর্ণপুরে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ।। ৪।।
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)
(রূপানুগ সাধু স্মর)

[২]

ভাব না ভাব না মন, তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদাদি-আবিষ্ট।। ১।।
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট
(সরল ত' হ'লে না হে)
ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট।। ২।।
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে' কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ।
(যতনে ছাড়, ছাড় হে)

রূপানুগ .... চাও রে—"যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজনু, যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।।" (মঃ শিঃ, ৩য় শ্লোক); "তন্নামরূপচরিতাদি .... নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।।" (শ্রীউঃ—৮) ।।৪।।

অসদ্বার্ত্তা ... অরিষ্ট—"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা .... ত্বং ভজ মনঃ।" প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা-বেশয়তি সঃ।। (মঃ শিঃ ৪র্থ ৭ম শ্লোক); **অরিষ্ট**—অমঙ্গল, মরণচিহ্ন, বিঘ্ন।। ২/২।। **অনিষ্ট**—অনর্থ ।। ২/৩।।

সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট।
(সাধুসঙ্গ কর, কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট।। ৩।।
(একবার ভেবে' দেখ হে)

শ্রীনামাষ্টক

[১]

ললিত-একতালা

শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকুমার।
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার।। ১।।
যো নাম, সো হরি — কছু নাহি ভেদ।
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ।। ২।।

দশকুশী

সবু উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি,
ঝকমকি' চরণ সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চ-প্রদীপে।। ৩।।
চৌদ্দ ভুবন মাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাঁকর বলবান্।
নামরস-পীযুষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান।। ৪।।

মাহ—মধ্যে। **ভাগ**—ভাগ্য। **যাঁকর**—যাঁহার ।। ১/৪।।

নিত্য মুক্তঃ পুনঃ, নাম উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম-বিরহ নাহি জানে।। ৫।।
সবুরস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয়।
নাম-চরণে প'ড়ি, ভকতিবিনোদ কহে,
তুঁয়া পদে মাগহুঁ নিলয়।। ৬।।

[২]

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার।। ১।।

মাগহুঁ—'দেও্ হে'—পাঃ লিঃ।। ১/৬।।

এই (১) গীতিটি শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীনামাষ্টকের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ।

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত! অয়ি মুক্ত-কুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।" (নামাষ্টকম্—১)—নিখিল শ্রুতিগণের শিরঃস্থিত রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মনখের শেষ সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন; অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।—(১)

জয় 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম', জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন।। ২।।
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে।। ৩।।
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার।। ৪।।
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
পড়ে' থাকি তুয়া পদ-আশে।। ৫।।

স্বল্পস্ফূর্ত্তি —নামাভাস। **লিঙ্গভঙ্গ**—মুক্তি ।। ২/৫।।

"জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে। ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি।।" (শ্রীনামাষ্টকম্—২) —হে হরিনাম! আপনি মুনিগণেরও কীর্ত্তনীয়; মানবগণের পরমানন্দ প্রদানের জন্য আপনি অক্ষরাকারে বর্ত্তমান। পরমবস্তু আপনি অনাদরে একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়া জীবগণের যাবতীয় উগ্র সংসার-সন্তাপরাশি হরণ করেন।—(২)

[৩]

বিভাষ—একতালা

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী।। ১।।
হরিনাম প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমিরহর,
তোমার মহিমা কেবা জানে।
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচৈঃস্বরে সকল বাখানে।। ২।।
তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ।। ৩।।
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান।। ৪।।

প্রজ্ঞান—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, প্রেমভক্তি; "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণ।।" (বৃঃ আঃ ৪/৪/২১)—বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভগবৎ-স্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।। ৩/৫।।

"যদাভাসোপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িণীম্। জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে। কৃতি তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।।" (শ্রীনামাষ্টকম্—৩)—হে ভগবন্নামসূর্য! যাঁহার আভাসও উদিত হইয়া সংসারান্ধকাররাশি অপহরণ এবং তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিগণকেও ভক্তিপ্রাপক দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, এ জগতে কোন্ বিচক্ষণ পুরুষ আপনার সেই প্রশস্ত মহিমা সম্যগ্‌ভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন? (৩)

সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরিবিষয়িণী মতি।। ৫।।
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার।। ৬।।

[৪]

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে ।। ১।।
তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব ফলভোগ লাগি।
জনম-মরণ লভু।। ২।।
কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ।। ৩।।

অপ্রারব্ধ—অনাদিসিদ্ধ, অনন্ত ।। ৪/১।।

প্রারব্ধ—প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, ফলোন্মুখ। **ব্রহ্ম ভূত জীব**—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারনিষ্ঠ জীব। "ব্রহ্ম ভূতঃ প্রসন্নাত্মা .... পরাম্।।" (গীঃ ১৮/৫৪)। **জনম-মরণ লভু**—জন্মমৃত্যু লাভ করে।। ৪/২।।

একান্তী—নামসেবৈকনিষ্ঠ, একায়নস্কন্ধী। **প্রারব্ধাপ্রারব্ধ**—"অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা।" তত্রাপ্রারব্ধহরত্বং যথা (ভাঃ ১১/১৪/১৯)—"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভব-ক্ষয়।। ৪।।
ভকতি বিনোদ, বাহু তুলে কয়,
নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর।। ৫।।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ। প্রারব্ধহরত্বং যথা (ভাঃ ৩/৩৩/৬)—"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বনাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।।" (ভঃ রঃ সিঃ ১/১/১২-১৩) ।। ৪/৩।।

ডঙ্কা—দুন্দুভি, টিকারা। **ভেটিবে**—সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। **যাইবে**—'যাইতে'—পাঃ লিঃ।। ৪/৫।।

'যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।" (শ্রীনামাষ্টকম্—৪) —ফলভোগ ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিষ্ঠা দ্বারাও যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, হে শ্রীনাম! আপনার প্রকাশ দ্বারা সেই প্রারব্ধকর্ম্মও অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলভোগের জন্য বর্তমান দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কর্ম বিনষ্ট হয়, ইহা বেদশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়াছেন।—(৪)

[৫]

ললিত বিভাষ — একতালা

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদানন্দন, গোকুলরঞ্জন,
নন্দতনয় রসকূপ।। ১।।
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্তহন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দন,
গোবর্ধনধারী রাখাল।। ২।।
কেশী-মর্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী।। ৩।।
রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ বিহারী।
রাম, কৃষ্ণ হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদি-গণ অবতারী।। ৪।।
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালিয়-শাতন, গোকুলরক্ষণ,
রাধাভজন-সুখশালী।। ৫।।

গোকুলরঞ্জন—আনন্দবর্ধন—পাঃ লিঃ।। ১।।
তৃণাবর্তহন—তৃণাবর্তদৈত্যঘাতী।। ৫/২।।
গোকুলরক্ষণ - 'গোকুলরঞ্জন'—পাঃ লিঃ।। ৫/৫।।

ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ।। ৬।।

[৬]

বিভাষ—ঝাঁপি লোফা

বাচ্য ও বাচক — দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য — তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার।। ১।।
বাচক-স্বরূপ তব 'শ্রীকৃষ্ণা'দি নাম।
বর্ণরূপী সর্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম।। ২।।

জানি নিজ সম্পদ—'ভকতিবিনোদ' পাঃ লিঃ। **ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে**—'ধরিয়া অবিরত মাগে'—পাঃ লিঃ।। ৫/৬।।

"অঘদমন যশোদানন্দনৌ নন্দসুনো। কমলনয়ন গোপীচন্দ্রবৃন্দাবনেন্দ্রাঃ। প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়।।" (শ্রীনামাষ্টকম্-৫) হে শ্রীনাম! হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসুত! হে কমল-নয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনচন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ!—এইরূপ বহুরূপবিশিষ্ট আপনার প্রতি আমার অনুরাগ অধিকরূপে বর্ধিত হউক।—(৪)

বাচ্য—প্রতিপাদ্য, বক্তব্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ। **বাচক**—অভিধাশক্তির দ্বারা অর্থপ্রকাশক। (অপ্রাকৃত) শব্দ অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণা'দি নাম।। ১।।

"বাচ্যঃ বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবেদা-

এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস।। ৩।।
কিন্তু জানিয়াছি নাথ বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়, এই অপরূপ।। ৪।।
নাম-নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ।। ৫।।
কৃষ্ণে-অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম—'রাম, কৃষ্ণ, হরি'।। ৬।।
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ।। ৭।।
বিগ্রহস্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি।। ৮।।
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে।। ৯।।

স্যেনেদমুপাস্য সোপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি।।" (শ্রীনামাষ্টকম্—৬) হে শ্রীনাম! বাচ্য ও বাচক, এইরূপে আপনার স্বরূপদ্বয় প্রকাশিত রহিয়াছে। অহো! তন্মধ্যে প্রথমটি (অর্থাৎ বাচ্য) অপেক্ষা দ্বিতীয়টিকে (অর্থাৎ বাচককেই) অধিক কৃপাময়রূপে আমরা অবগত আছি। কারণ, সংসারে সর্বত্র যে জীব তাঁহার প্রতি অর্থাৎ বাচ্যবস্তুর প্রতি অপরাধরাশির অনুষ্ঠান করে, সেও দাস্যভাবে এই বাচক-স্বরূপের উপাসনাদ্বারা নিশ্চয়ই নিরন্তর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়।—(৬)

[৭]

ললিত ঝিঁঝিট — একতালা

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বার বার ।। ১।।
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ সাগর!
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ।। ২।।
তুমি কৃষ্ণ, পূর্ণ বপু, রসের নিদান।
তব পদে পড়ি তব গুণ করি গান।। ৩।।
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়
তা'র আর্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয়।। ৪।।
সর্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার।। ৫।।
সর্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয়।। ৬।।
অতিরম্য চিদ্ঘন-আনন্দ-মূর্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান।। ৭।।
ভক্তিবিনোদ রূপগোস্বামী-চরণে।
মাগয়ে সর্বদা নাম-স্ফূর্তি সর্বক্ষণে।। ৮।।

'রসো বৈ সঃ' বলি ... গান—(তৈঃ ২/৭/১)—সেই পরব্রহ্ম-রসস্বরূপ ।। ৭ /৭।।

"সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে। নাম গোকুল মহোৎসবায় তে কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ।।" (শ্রীনামাষ্টকম্—৭)—হে নামরূপিন্ শ্রীকৃষ্ণ! আশ্রিত জনগণের সন্তাপরাশির বিনাশক,

[৮]

মঙ্গল বিভাষ — একতালা

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে।। ১।।
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ যুগলে-গিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া।। ২।।
মাধুরীপুর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে।। ৩।।

রমণীয়ঘন চিৎসুখস্বরূপ, গোকুলানন্দপ্রদ ও পূর্ণবিগ্রহ আপনার প্রতি আমার পুনঃপুনঃ নমস্কার।—(৭)

ভকত-গীতসামে—ভক্তের কীর্তনরাগে ; যে শ্রৌতমন্ত্রবাক্য গান করা যায়, তাহাই সাম।। ৮/১।। **মাধুরীপুর**—মাধুর্যপ্রবাহ।

আসব—আ—সূ (প্রসব করা) **+** অল্) যে মত্ততা প্রসব করে, মধু ।। ৮/৩।।

পঞ্চ বদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল'।। ৪।।
সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি হরি বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম রস সবে পায়।। ৫।।
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পূরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ-দাস।। ৬।।

———

পঞ্চবদন—পঞ্চানন শ্রীশিব। **প্রেমের সঘন রোল**—'প্রেমে দেয় ঘন কোল'—পাঃ লিঃ।। ৮/৪।।

সহস্রানন—শ্রীঅনন্তদেব; ব্রঃ সঃ ৫/১১, ঋ সং ৮/৪/১৭, সাম ৪/৬/৪/৩, শুক্লযজুঃ ৩১/১, অথর্ব্ব ১৯/১/৬, ভাঃ ১/৩/৪ ; চৈঃ ভাঃ আঃ ১/১২, চৈঃ চঃ আঃ ৫/১০০ দ্রঃ ।। ৮/৫।।

পূরা'ল—'পুরান্'—পাঃ লিঃ।। ৮/৬।।

শ্রীরাধাষ্টক

[১]

রাধিকাচরণ পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল।। ১।।
রাধিকাভাব-গম্ভীর, চিত্ত যেবা মহাধীর —
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে।। ২।।
রাধিকা উজ্জ্বল-রসের আচার্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য।। ৩।।
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য-রতনে।। ৪।।
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে।। ৫।।

ছোড়ত ধনজন কলত্র সুত মিত
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ মধুরস সেবন
ভকতিবিনোদ পরমাণ।। ৬।।

[২]

বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম ।। ১।।

বৃন্দাবন চিন্তামণি চিদানন্দ রত্নখনি
চিন্ময় অপূর্ব-দরশন।
তহি মাঝে চমৎকার কৃষ্ণ বনস্পতি সার
নীলমণি তমাল যেমন।। ২।।
তাহে এক স্বর্ণময়ী লতা সর্বধাম-জয়ী
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনীশক্তির সার মহাভাব' নাম যার
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী।। ৩।।
রাধানামে পরিচিত তুষিয়া গোবিন্দ চিত'
বিরাজয়ে পরম আনন্দে।
সেই লতা-পত্রফুল ললিতাদি সখীকুল
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে।। ৪।।
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল।। ৫।।
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা মিলন সদাকাল যাচে ।। ৬।।
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ।। ৭।।

[৩]

রমণী-শিরোমণি বৃষভানু-নন্দিনী
নীলবসন-পরিধানা।
ছিন্ন-পুরট জিনি বর্ণ-বিকাশিনী
বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা।। ১।।
আভরণ-মণ্ডিতা হরিরস-পণ্ডিতা
তিলক-সুশোভিত-ভালা।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা স্তনমণি মণ্ডিতা
কজ্জলনয়নী রসালা।। ২।।

সকল ত্যজিয়া সে রাধা চরণে।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম যতনে।। ৩।।
সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যাঁহার।
রতি-গৌরী-লীলা গর্ব পরিহার।। ৪।।
শচী লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য বলনে।
পরাজিত হয় যাঁহার চরণে।। ৫।।
কৃষ্ণবশীকারে চন্দ্রাবলী-আদি।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী।। ৬।।
হরিদয়িত রাধা চরণপ্রয়াসী।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী।। ৭।।

[৪]

রসিক নাগরী- গণ-শিরোমণি
কৃষ্ণপ্রেমে সরহংসী।
বৃষভানুরাজ, শুদ্ধ কল্পবল্লী,
সর্বলক্ষ্মীগণ-অংশী।। ১।।
রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব-উপরি,
ক্ষুদ্র ঘন্টি দুলে তা'য়।
কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তা-মালা,
চিত্তহারী শোভা পায়।। ২।।
সরসিজবর- কর্ণিকা-সমান,
অতিশয় কান্তিমতী।
কৈশোর অমৃত, তারুণ্য-কর্পূর,
মিশ্র স্মিতাধরা সতী।। ৩।।

বনান্তে আগত ব্রজপতি-সুত,
পরমচঞ্চলবরে।
হেরি' শঙ্কাকূল, নয়ন-ভঙ্গিতে,
আদরেতে স্তব করে।। ৪।।
ব্রজের মহিলা- গণের পরাণ,
যশোমতী-প্রিয়পাত্রী।
ললিত ললিতা- স্নেহেতে প্রফুল্ল,
শরীরা ললিতগাত্রী।। ৫।।
বিশাখার সনে, বনফুল তুলি',
গাঁথে বৈজয়ন্তী মালা।
সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতা,
পরমপ্রেয়সী বালা।। ৬।।
স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই',
কুঞ্জে পেয়ে নটবরে।
হসিত-নয়নী, নম্রমুখী সতী,
কর্ণ কণ্ডূয়ন করে।। ৭।।
স্পর্শিয়া কমল, বায়ু সুশীতল,
করে যবে কুণ্ডনীর।
নিদাঘে তথায়, নিজগণ সহ,
তুষয় গোকুল-বীর।। ৮।।
ভকতিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে,
কহয়ে চরণ ধরি'।
হেন রাধা-দাস্য, সুধীর-সম্পদ্
কবে দিবে কৃপা করি' ।। ৯।।

[৫]

মহাভাব-চিন্তামণি, উদ্ভাবিত তনুখানি,
সখীপতি-সজ্জ প্রভাবতী।
কারুণ্য-তারুণ্য আর, লাবণ্য অমৃতধার,
তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী।। ১।।
লজ্জা পট্টবস্ত্র যার, সৌন্দর্য কুঙ্কুম-সার,
কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর।
কম্পাশ্রু-পুলক-রঙ্গ, স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ,
জাড্যোন্মাদ নবরত্নধর।। ২।।
পঞ্চবিংশতি গুণ, ফুলমালা সুশোভন,
ধীরাধীরা ভাব-পট্টবাসা।
পিহিত-মানধর্ম্মিল্ল, সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা,
কৃষ্ণনামযশঃকর্ণোল্লাসা।। ৩।।
রাগতাম্বূলিত ওষ্ঠ, কৌটিল্য-কজ্জল স্পষ্ট,
স্মিতকর্পূরিত নর্মশীলা।
কীর্তিযশ-অন্তঃপুরে, গর্ব-খট্টোপরি স্ফুরে,
দুলিত প্রেমবৈচিত্ত্যমালা।। ৪।।
প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী পিহিত স্তনযুগ্মকা,
চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী রবিণী।
সখীদ্বয়স্কন্ধে লীলা - করাম্বুজার্পণশীলা,
শ্যামা শ্যামা মৃত বিতরণী।। ৫।।
এ হেন রাধিকা-পদ' তোমাদের সুসম্পদ,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায় ।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, রাধাদাস্যামৃতকণ,
রূপ রঘুনাথ ! দেহ তায়।। ৬।।

[৬]

বরজ-বিপিনে যমুনা কূলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে।। ১।।
বনস্পতি লতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী।। ২।।
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু - লোভেতে ফিরে।। ৩।।
বাসন্তীর রাকা উড়ুপ তদা।
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা।। ৪।।
এমত সময়ে রসিকবর।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর।। ৫।।
শতকোটী গোপী মাঝেতে হরি।
রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি'।। ৬।।
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত-চিত।। ৭।।
স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রা- বলীর মতি।। ৮।।
মথিয়া বরজ- কিশোর-মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন।। ৯।।
ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।
রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা বিহনে।। ১০।।

[৭]

শতকোটি গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন।। ১১।।
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা-নাম।
'এস এস রাধে' ডাকয়ে শ্যাম।। ১২।।

ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস - মণ্ডল তবে।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে।। ১৩।।
‘দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ’।
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান।। ১৪।।
নির্জন কাননে রাধারে ধরি’।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি।। ১৫।।
বলে তুঁহু বিনা কাহার রাস?
তুঁহু লাগি’ মোর বরজ-বাস।। ১৬।।
এ হেন রাধিকা- চরণ তলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে।। ১৭।।
‘তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি’।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি’।। ১৮।।

[৮]

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।। ১।।
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি-মানি।। ২।।
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী।। ৩।।
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস রঙ্গ।। ৪।।
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান।। ৫।।
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি।। ৬।।

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী!
রাধা-অবতার সবে — আম্নায়-বাণী।। ৭।।
হেন রাধা-পরিচর্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র মাগয়ে চরণ।। ৮।।

পরিশিষ্ট

ভোজন-লালসে, রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর।
শ্রীনাম-যুগল, রাগ সুধারস,
খাইয়া থাকহ ভোর।। ১।।

নবসুন্দর পীযুষ রাধিকা-নাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ ধাম।। ২।।
কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে।। ৩।।
সুরভি রাগ হিম রম্য তঁহি আনি'।
অহরহ পান করহ সুখ জানি'।। ৪।।
নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ।। ৫।।
দাস-রঘুনাথ-পদে ভক্তিবিনোদ।
যাচই রাধাকৃষ্ণ নাম প্রমোদ।। ৬।।

———

শ্রীশিক্ষাষ্টক

[১]

ঝাঁপি — লোফা

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা।। ১।।
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্তন জয় চিত্তবিহারী।। ২।।
হেলা-ভবদাব নির্বাপণবৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি।। ৩।।
শ্রেয়ঃ কুমুদবিধু জ্যোৎস্নাপ্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় ভক্তিবিলাস।। ৪।।
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ জীবনরূপ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ।। ৫।।
আনন্দপয়োনিধি বর্ধনকীর্তি।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্লাবনমূর্তি।। ৬।।
পদে পদে পীযুষ-স্বাদ প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেম-বিধাতা।। ৭।।
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপনবিধান।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেম নিদান।। ৮।।

গাওয়ই—গান করেন। **ঐছন**—ঐরূপ, ঈদৃশ ।। ১/১।।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্। শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।

[২]

তুঁহু দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি'।। ১।।
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা।। ২।।
শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা।। ৩।।
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা।। ৪।।
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ।। ৫।।

সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—১)—চিত্তরূপ দর্পণপরিমার্জনকারী, সংসাররূপ মহাদাবানল-নির্বাপণকারী, পরম-মঙ্গলরূপ কুমুদের বিকাশক জ্যোৎস্না বিতরণকারী, পরবিদ্যারূপা বধূর প্রাণস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রবর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদপ্রদানকারী, নিখিল জীবাত্মার নির্ম্মলতা ও স্নিগ্ধতা-সম্পাদনকারী অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।। (১)

তুহুঁ—তুমি। **তারয়িতে**—ত্রাণ করিতে। **তুয়া**—তোমার। **শিখাওলি**—শিখাইলে। **আনি'**—আনয়ন করিয়া।। ২/১।।

তোহারা—তোমার ।। ২/২।। **বিলাওলি**—বিলাইলে। **ভাগ**—ভাগ্য।। ২/৪।।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—২)—হে ভগবন্! আপনাকর্ত্তৃক শ্রীনাম সমূহের বহু প্রকার প্রকটিত হইয়াছে; সেই শ্রীহরিনামে আপনার সমস্ত শক্তি অর্পিতা

[৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার।। ১।।
তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ।। ২।।
বৃক্ষসম ক্ষমা-গুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যাজি' অন্যে করবি পালন।। ৩।।
জীবন নির্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে।। ৪।।
হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়।। ৫।।
কৃষ্ণ-অধিষ্টান সর্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা।। ৬।।
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্তন।। ৭।।
ভকতিবিনোদ কাঁদি, বলে প্রভু-পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়।। ৮।।

হইয়াছে ; শ্রীনামস্মরণে কোন কাল নিরূপিত হয় নাই। আপনার এবম্বিধা দয়া! কিন্তু আমারও এতাদৃশ দুর্দৈব-অপরাধ যে, এরূপ শ্রীহরিনামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।—(২)

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৩)—তৃণাপেক্ষাও অতিশয় নীচ হইয়া, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অমানী হইয়া অপরকে মানদানপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।। (৩)

[৪]

ঝাঁপি—লোফা

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ সুখ, বিদ্যা, ধন, জন।। ১।।
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'।। ২।।
নিজকর্ম্ম-গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই।। ৩।।
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে।। ৪।।
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার।। ৫।।
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে।। ৬।।
পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে।। ৭।।

বিষয়ে যে......চরণে তোমার—"প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।।" (বিঃ পুঃ ১/২০/১৯) ।।৪/৫।।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৪) হে জগন্নাথ! আমি ধন, জন অথবা সুন্দরী কবিতা (সামান্য বিদ্যা বা বেদধর্ম্ম) কামনা করি না; পরমেশ্বর তোমাতে জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।—(৪)

[৫]

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়।। ১।।
আশা-পাশ-শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি ঊর্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা।। ২।।
জ্ঞান-কর্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে।। ৩।।
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম-ধূলি করি'
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়।। ৪।।

আশাপাশ.....বেলা—"অসচ্চেষ্টাকষ্টপ্রদবিকটপাশালিভিরিহ, প্রকামং কামাদি প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ। গলে বদ্ধা হন্যেমিতি বকভিদ্বর্ত্মপ-গণে, কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ।।" (মঃ শিঃ, ৫ম শ্লোক) ।। ৫/২।। **ঠগ**—বঞ্চক, শঠ। **লই**—লইয়া ।। ৫/২।।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৫)—হে নন্দনন্দন! এই দুষ্পার (ভয়ঙ্কর) সংসারসমুদ্রে পতিত ভৃত্য তোমার পাদপদ্মস্থিত

[৬]

ছোট দশকুশী—লোফা

অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল ব্রজসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়া হরি, তব নাম উচ্চ করি,
বড় দুঃখে ডাকি বার বার।। ১।।
দীন দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ।। ২।।
কব তুয়া নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দরদর লোর।। ৩।।
গদ্‌গদ-স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব।। ৪।।
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বার বার।। ৫।।

ধূলিসদৃশ হইবার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।—(৫)

অপরাধফলে....বিকার—"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদগৃহ্য-মাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।" (ভাঃ ২/৩/২৪) ।। ৬/১।।

ভাববিন্দু—অপ্রাকৃত স্থায়িভাবসমূহের একটি বিন্দু ।। ৬/২।।

লোর—(সং) লোতক, (হি) লোরা ; লোচনজল বা অশ্রু ।। ৬/৩।।

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।' (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৬)—**[**হে গোপীজনবল্লভ !**]** কবে আপনার শ্রীনামগ্রহণকালে আমার নেত্রদ্বয় দরদর

বিবর্ণ-শরীরে হারাওবুঁ জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ।। ৬।।
মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন।। ৭।।

[৭]

ঝাঁপি — লোফা

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
'কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি' হৃদয়ে স্ফুরিল ।। ১।।
জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে।। ২।।
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি — এ চিন্তা বিশাল।। ৩।।
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়।। ৪।।
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম।। ৫।।

অশ্রুধারাযুক্ত, বদন গদগদভাবে রুদ্ধবাগযুক্ত এবং শরীর পুলকসমূহে ব্যাপ্ত হইবে।—(৬)

"যুগায়িতং নির্মিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৭)—হে গোবিন্দ আপনার বিরহে আমার পক্ষে নিমিষকাল যুগতুল্য হইতেছে, বর্ষাধারার ন্যায় চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করিতেছে ; অধিকন্তু সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে।—(৭)

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়।। ১।।
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে।। ২।।

(অধিকারিভেদে সপ্তম গীত—একতালা)

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি।। ৩।।

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে।। ১।।
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইনু তখন।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন।। ২।।

ঝাঁপি—লোফা

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান ।। ১।।

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল।। ২।।
ভকতিবিনোদ অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি।। ৩।।

[৮]

(দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত্ত চোর।। ১।।
বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি-অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের নাহি থাকে ওর।। ২।।
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখে মোরে আমার সেই প্রাণনাথ।। ৩।।
দর্শন-আনন্দ দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন।। ৪।।

যাহে তা'র সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ সুখে-দুঃখে মোর সর্বদাই সম।। ৫।।

ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ
সে কভু না হয় পর।। ৬।।

(অধিকারভেদে অষ্টম গীত)
(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্বকাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে।। ১।।
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ।। ২।।

যাহে .... সম—"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ, তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁ'র হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য।।" (চৈঃ চঃ অঃ ২০/৫২) ।। ৮/৫।।

সংযোগে —মিলনে। **বিয়োগে**—বিচ্ছেদে, বিরহে ।। ৮/৬।।

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৮)—পাদসেবানিরতা আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণই করুন, দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, লম্পট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন।—(৮)

কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি',
মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া, খায় দুই জনে,
মালা লয় কুতূহলে।। ৩।।
অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া জ্বলে।। ৪।।
যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণ দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি।। ৫।।
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে।। ৬।।
ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায়।। ৭।।

সিদ্ধি লালসা

কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা লতা তরুতলে।। ১।।
(কবে) শ্বপচ গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,

করি' কৃষ্ণকোলাহল।। ২।।

(কবে) ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,

মাগিব কৃপার লেশ।

বৈষ্ণবচরণ রেণু গায় মাখি',

ধরি' অবধূত-বেশ।। ৩।।

(কবে) গৌড়-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,

হইব বরজ-বাসী।

ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,

হইব রাধার দাসী।। ৪।।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশ ঃ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃতঃ)

যদি তে হরি-পাদসরোজ-সুধা
রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১।।

ধন-যৌবন-জীবন রাজ্যসুখং
ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা-সকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ২।।

রমণীজন-সঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতি-
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৩।।

জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ
কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৪।।

বৃষভানু-সুতান্বিত-বামতনুং
যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্।
মুরলীকল গীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৫।।
হরিকীর্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভ-হরিম্।
নিজগৌড়-জনৈক-কৃপাজলধিং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৬।।

গিরিরাজসুতা-পরিবীতগৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৭।।

কলিকুক্কুর-মুদগর-ভাবধরং
হরিনাম-মহৌষধ-দানপরম্।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র সুমূর্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৮।।

রিপু-বান্ধব-ভেদবিহীন-দয়া
যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জ-ততৌ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ৯।।

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
র্দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১০।।

অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্।
ব্রজধাম-রসাম্বুধি-গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১১।।
শ্রুতি-বর্ণ-ধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবদ্ভজনেন বিনা
তমহৈতুক-ভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১২।।

অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্।
অবিচিন্ত্যবলং শিব কল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৩।।

সুরভীন্দ্রতপঃপরিতুষ্টমনা
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্যহরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৪।।

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্বমিদম্।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৫।।

হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো
হরিনাম-রসামৃত পানরতঃ।
নতি দৈন্য দয়া পর-মানযুতো
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৬।।

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৭।।
বদ যামুনতীর-বনাদ্রিপতে
বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৮।।

চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত গাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ১৯।।

স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধরপক্ষচরঃ।
শৃণু গৌর গদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্।। ২০।।

গীতাবলী সমাপ্তা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ
শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিচরণেভ্যো নমঃ

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে একতনু হঞা।
ধামসহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে
নিজ নিত্যপারিষদ লঞা।। ১।।
মন, তুমি সত্য বলি' জান।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নাম-সংকীর্তন করি,
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান।। ২।।
সন্ন্যাসের ছল করি, নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর, রামানন্দ, লয়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর।। ৩।।
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইলা শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপ-সহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে।। ৪।।
তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যা'র বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
মনঃশিক্ষা-ভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ ।। ৫।।

[১]

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভুসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরা—
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ।। ১।।

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসিজনে,
শুদ্ধভক্তে আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগলভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব-যতনে।। ১।।
ধরি মন, চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ।। ২।।
কর্ম্ম জ্ঞান তপোযোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে ।। ৩।।
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামী-পায়
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি।। ৪।।

[২]

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ।। ২।।

'ধর্ম বলি' বেদে যা'রে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম' বলিয়া নিন্দে যা'রে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্মাধর্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ়-ব্যাপারে ।। ১।।
যাচি মন' ধরি তব পায়।
সে সকল পরিহরি', ব্রজভূমে বাস করি',
রত হও যুগলসেবায়।
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন, গুরুদেবে জান' মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন।। ২।।
জগতে প্রকট ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাও আপন কুশল।
তাঁহার চরণ ধরি', তদাদেশ সদা স্মরি',
এ ভক্তিবিনোদে দেহ বল।। ৩।।

[৩]

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সহগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যংস্মর নম তদা ত্বং শৃনু মনঃ ।। ৩।।

রাগাবেশে ব্রজধাম, বাসে যদি তীব্রকাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণলীলারস, পরিচর্যা-সুলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে।। ১।।

বলি তবে, শুন মম মন।
ভজনচতুরবর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন ।। ১।।
সগণ-শ্রীরূপ যিনি, রসতত্ত্বজ্ঞানমণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগল-বিলাস।। ২।।
সেই সব মহাজনে, স্পষ্টপ্রেম বিজ্ঞাপনে,
স্মর মন তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর ।। ৩।।

[৪]

অসদ্‌বার্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তি-ব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণৌ স্মরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ।। ৪।।

কৃষ্ণবার্তা বিনা আন, 'অসদবার্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতিভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি'।। ১।।
শুন মন, বলি হে তোমায়।
'মুক্তি' নামে শার্দুলিনী তা'র কথা যদি শুনি,
সর্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায়।। ২।।
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তি কথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতিরতি রাখ দূরে।

সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে।। ২।।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণরতি, অমূল্যধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন।। ৪।।

[৫]

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যের্মিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ।। ৫।।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা সহ,
জীবের জীবন-পথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জু-ফাঁসে, পথিকের ধর্ম নাশে,
প্রাণ লয়ে করে কসাকসি।। ১।।
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘিরিয়া করে জোর।। ২।।
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমায়।। ৩।।
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।

প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ।। ৪।।

[৬]

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মনমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্বা গিরিধর-পদপ্রেমবিলসৎ -
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়।। ৬।।

কাম-ক্রোধ-আদি করি, বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
'কপটতা' নাম তা'র, তারে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্তি পরম কিতব।। ১।।
ওরে মন, গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভুলে স্নান করি কুতূহলে,
পবিত্র বলিয়া মনে কর।। ২।।
বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্য-বশ, যুগলবিলাস-রস-
সাগরে করহ স্নান-কেলি।। ৩।।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগলরসসিন্ধু।
জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীবচিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু।। ৪।।

[৭]

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ বেশয়তি সঃ।। ৭।।

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহুযত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে।। ১।।
শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্তন।। ২।।
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভুপ্রেষ্ঠপদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর।। ৩।।
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে।
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া।। ৪।।

[৮]

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ।। ৮।।

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ রত্নখণি,
যথা নিত্যরসের বিলাস।
জীবে দিব গূঢ়ধন, চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি করিল প্রকাশ ।। ১।।
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর।। ২।।
অবিদ্যাবিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হ'লে তুমি শঠরাজ ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান।। ৩।।
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগলগুণ
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি গিরিধর, শুনিয়া কাকুতিস্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন।। ৪।।
উজ্জ্বলরসের প্রীতি, শ্রীরাধাভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায়।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায়।। ৫।।

[৯]

মদীশানাথত্বে ব্রজ-বিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ।। ৯।।

ব্রজবন, সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি।। ১।।
এই ভাবে ভাব ওরে মন।
রাধাকুণ্ড সরোবর, গোবর্ধন গিরীশ্বর,
রতিপ্রদ তত্ত্ব তদীক্ষণ।। ২।।
ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি',
প্রাপ্তসেবা কর সম্পাদন।
মঞ্জরীর কৃপা হবে, সখীর চরণ পাবে,
সখী দেখাইবে নিত্যধন।। ৩।।
প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবা-সার
করিয়া যুগলধনে ডাক।
সকল অনর্থ যাবে, চিদ্বিলাস-রস পাবে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ।। ৪।।

[১০]

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ নবীন-ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ।। ১০।।

সৌন্দর্যকিরণমালা, জিনে রতি-গৌরী-লীলা
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী-লক্ষ্মী-সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্যবলনে পরাভবে।। ১।।

ভজ মন চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলীমুখ যত নবীনা নাগরীশত
বশীকারে করে তিরস্কার।। ২।।
সে যে কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রাণহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি', যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি
কোটিযুগে কৃষ্ণেগেহে গতি।। ৩।।
সখীকৃপা ভেলা ধরি, প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি,
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া রব, ঈশ্বরীর কৃপা পাব,
গণিত হইব নিজজনে।। ১০।।

[১১]

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
ব্রজে সাক্ষাৎসেবালভনবিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্য ধ্যান শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ।। ১১।।

ব্রজের নিকুঞ্জবনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর!
সেই দৈনন্দিন-লীলা, বহু ভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর।। ১।।
মন, যদি চাও সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে তাঁর অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁ'র নির্দিষ্ট ভজন।। ২।।

হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পাবে,
সেবারসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধনদেহ, করিবে ভজনগেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা।। ৩।।
যুগল-পূজন-ধ্যান, নতি-শ্রুতি-সংকীর্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে।। ৪।।

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈ সমধিগত সর্বার্থততি যঃ।
সযুথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে।। ১২।।

ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাদাখ্যমেকাদশকং সমাপ্তম্।।

———

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

গীতমালা

যামুন-ভাবাবলী
বা
শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসা

[১]

হরি হে!
ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণদ্বয়,
শ্রুতিশিরোপরি শোভা পায়।
গুরুজন-শিরে পুনঃ শোভা পায় শত গুণ,
দেখি আমার পরাণ জুড়ায়।। ১।।
জীবমনোরথ-পথ, তঁহি সব অনুগত,
জীব-বাঞ্ছাকল্পতরু যথা।।
জীবের সে কুলধন, অতি পূজ্য সনাতন,
জীবের চরম গতি তথা।। ২।।
কমলাক্ষ-পদদ্বয়, পরম আনন্দময়,
নিষ্কপটে সেবিয়া সতত।
এ ভক্তিবিনোদ চায়, সতত তুষিতে তায়,
ভক্তজনের হ'য়ে অনুগত।। ৩।।

যামুনভাবাবলী বা শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসাময়ী গীতিসমূহ "শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়'-এর প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযামুনাচার্য্যের স্তোত্ররত্নের ভাবানুসরণে রচিত। এই সকল শান্ত-দাস্য-ভাবের সঙ্গীতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত মধুরভাবের শান্ত-দাস্য-সখ্য বাৎসল্যভাব অনুস্যূত আছে।

কুলধন—কুলের সর্বস্ব, কুলদেবতা।। ১/২।। **কমলাক্ষ**—কমললোচন শ্রীনারায়ণ।। ১/৩।।

[২]

হরি হে!
তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তি লয়,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যত।
জড় জীব আদি করি, তোমার কৃপায় হরি,
লভে জন্ম, আর ক'ব কত।। ১।।
তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ
জন্মে, প্রভু তুমি সর্ব্বেশ্বর।।
সকল জন্তুর তুমি, স্বাভাবিক নিত্যস্বামী,
সুহৃন্মিত্র প্রাণের ঈশ্বর।। ২।।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, শুন, প্রভু দয়াময়,
ভক্তপ্রতি বাৎসল্য তোমার।
নৈসর্গিক ধর্ম্ম হয়, ঔপাধিক কভু নয়,
দাসে দয়া হইয়া উদার।। ৩।।

"যন্মুর্দ্ধি মে শ্রুতিশিরঃসু চ ভাতি যস্মিন্নস্মন্মনোরথপথঃ সকলঃ সমেতি। স্তোষ্যামি নঃ কুলধনং কুলদৈবতং তৎ, পাদারবিন্দমরবিন্দ-বিলোচনস্য।।" (স্তোত্ররত্ন—৩)—(১)

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক বা নিত্য। **ঔপাধিক**—অনিত্য ।। ২/৩।।

"নাবেক্ষসে যদি ততো ভুবনান্যমুনি, নালং প্রভো ভবিতুমেব কুতঃ প্রবৃত্তিঃ। এবং নিসর্গসুহৃদি ত্বয়ি সর্ব্বজন্তোঃ স্বামিন্ন চিত্রমিদমাশ্রিত-বৎসলত্বম্।।" (স্তোত্ররত্ন—৭)—(১)

[৩]

হরি হে!
পরতত্ত্ব বিচক্ষণ, ব্যাস আদি মুনিগণ,
শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার।
প্রভু তব নিত্যরূপ, গুণশীল অনুরূপ,
তোমার চরিত্র সুধাসার।। ১।।
শুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলা, মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা,
জীবের কুশল সুবিধানে।
রজস্তমোগুণ অন্ধ অসুর-প্রকৃতি মন্দ-
জনে তাহা বুঝিতে না জানে।। ২।।
নাহি মানে নিত্যরূপ, ভজিয়া মণ্ডুকান্ধকূপ,
রহে তাহে উদাসীন প্রায়।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, কি দুর্দ্দৈব হায় হায়,
হরিদাস হরি নাহি পায়।। ৩।।

মুখ্যশাস্ত্রে—শ্রীমদ্ভাগবতানুগত সাত্বতশাস্ত্রসমূহে ।। ৩/২।।

মণ্ডুকান্ধকূপ—ভেকের বাসস্থান কূপ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ স্থূল বিশ্ব ।। ৩/৩।। "ত্বাংশীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ। প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ, নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম।।' (স্তোত্ররত্ন-১২)—(৩)

[৪]

হরি হে!

জগতের বস্তু যত, বদ্ধ সব স্বভাবতঃ
দেশ কাল বস্তু সীমাশ্রয়ে।
তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, নহ সীমা-বিধিপর,
বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে।। ১।।
সম বা অধিক তব, স্বভাবতঃ অসম্ভব,
বিধি লঙ্ঘি' তব অবস্থান।।
স্বতন্ত্র স্বভাব ধর, আপনে গোপন কর,
মায়াবলে করি' অধিষ্ঠান।। ২।।
তথাপি অনন্য-ভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত,
সদা দেখে স্বরূপ তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্যভজন হীন,
ভক্তপদরেণুমাত্র সার।। ৩।।

সীমাবিধিপর—আধ্যক্ষিকতার গণ্ডি বা শাস্ত্রীয় বিধির অধীন।। ৪/১।।

"উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমাতিশায়ি-সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্ মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং" পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।। (স্তোত্ররত্ন—১৩)—(৪)

[৫]

হরি হে!
তুমি সর্ব্বগুণযুত, শক্তি তব বশীভূত,
বদান্য, সরল, শুচি, ধীর।
দয়ালু, মধুর, সম, কৃতী, স্থির, সর্ব্বোত্তম,
কৃতজ্ঞ-লক্ষণে পুনঃ বীর।। ১।।
সমস্ত কল্যাণ-গুণ- গুণামৃত-সম্ভাবন,
সমুদ্রস্বরূপ ভগবান্।
বিন্দু বিন্দু গুণ তব, সর্ব্বজীব সুবৈভব,
তুমি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্।। ২।।
এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন।
তব দাসগণ-সঙ্গে, তব লীলা-কথা-রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন।। ৩।।

সর্বজীব সুবৈভব—"জীবেষ্বেতে বসন্তোপি বিন্দু বিন্দুতয়া ক্বচিৎ। পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।।" (ভঃ রঃ সিঃ ২/১/১২) শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ অনন্তগুণের বিন্দু বিন্দুই সমস্ত জীবের সুসম্পদ্।। ৫/২।।

"বশী-বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচির্মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থির সমঃ। কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ, সমস্তকল্যাণ-গুণামৃতোদধিঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—১৫) —(৫)

[৬]

হরি হে!

তোমার গম্ভীর মন নাহি বুঝে অন্য জন,
সেই মন অনুসারি' সব।
জগৎ-উদ্ভব-স্থিতি- প্রলয় সংসারগতি
মুক্তি আদি শক্তির বৈভব।। ১।।
এ সব বৈদিক লীলা ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা
জীবের বাসনা অনুসারে।
তোমাতে বিমুখ হ'য়ে মজিল অবিদ্যা ল'য়ে
সেই জীব কর্ম্ম-পারাবারে।। ২।।
পুনঃ যদি ভক্তি করি' ভজে ভক্তসঙ্গ ধরি'
তবে পায় তোমার চরণ।
অন্তরঙ্গ-লীলারসে ভাসে মায়া না পরশে,
ভক্তিবিনোদের ফিরে মন।। ৩।।

[৭]

হরি হে!

মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকে ত' জীবের মন,
জড়মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময় তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন।। ১।।

"তদাশ্রিতানাং জগদুদ্ভবস্থিতি-প্রণাশ-সংসারবিমোচনাদয়ঃ। ভবন্তিলীলা বিধয়শ্চ বৈদিকা-স্ত্বদীয়গম্ভীরমনানুসারিণঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—১৭)—(৬)

পরব্যোম—পরব্যোমের উত্তরার্দ্ধ—গোলোক; নিম্নার্দ্ধ—বৈকুণ্ঠ।। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" **মন ..... দরশন**—প্রাকৃত মন

ভক্তিকৃপা-খড়্গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তা'তে,
যায় মন প্রকৃতির পার।
তোমার সুন্দর রূপ, হেরে' তব অপরূপ,
জড়বস্তু করয়ে ধিক্কার ।। ২।।
অনন্ত বিভূতি যাঁর, যিনি-দয়া-পারাবার,
সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, সদা-শুদ্ধভক্তিহীন,
শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর।। ৩।।

[৮]

হরি হে!
ধর্মনিষ্ঠা নাহি মোর আত্মবোধ বা সুন্দর
ভক্তি নাহি তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন বঞ্চনে।। ১।।
পতিত পাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস, তুমি মোর পতি।। ২।।

ভগবৎসাক্ষাৎকার করিতে পারে না। 'অন্যের হৃদয়—মন", (চৈঃ চঃ মঃ ১৩/১৩৭); বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।" (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ) ৭/১

'নমো নমো বাঙ্মনসাতিভূময়ে, নমো নমো বাঙ্মনসৈকভূময়ে। নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে, নমো নমোনন্তদয়ৈকসিন্ধবে।।" (স্তোত্ররত্ন—১৮) —(৭)

আত্মবোধ— স্বরূপানুভূতি। **অকিঞ্চন**—সাধনভজনহীন। ।।৮/১।। 'ন ধর্ম্ম নিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী, ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।

এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ভূমে পড়ি বলে অতঃপর।
অহৈতুকী কৃপা করি' এই দুষ্টজনে, হরি,
দেহ পদ-ছায়া নিরন্তর।। ৩।।

[৯]

হরি হে!
হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্রবার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পে'য়ে অবসর বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি।। ১।।
গতি নাহি দেখি আর, কাঁদি, হরি, অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা' তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী।। ২।।
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামী,
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন।। ৩।।

অকিঞ্চনোনন্য-গতিঃ শরণ্য! ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে।' (স্তোত্ররত্ন—১৯)—(৮)

যন্ত্রোপরি—সংসাররূপ যাঁতার উপর অর্থাৎ কর্ম্মচক্রে।। ৯/১।।

দণ্ডধর—শাস্তা ।। ৯/২।। 'ন নিন্দিতং কর্ম তদস্তি লোকে, সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি। সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ, ক্রন্দামি সম্প্রত্যাগস্তবাগ্রে'।। (স্তোত্ররত্ন-২০)—(৯)

[১০]

হরি হে!
নিজ-কর্ম্ম-দোষ ফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি' যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল।। ১।।
নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার।। ২।।
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময়।। ৩।।

[১১]

হরি হে!
অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ, করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয়।। ১।।

কূলভূমি—তীরপ্রদেশ অর্থাৎ আশ্রয়।। ১০/২।।

"নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ। ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—২১)—(১০)

স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায়।। ২।।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি, তোমা বিনা নাহি পারি,
কখন ধরিতে এ জীবন।। ৩।।

[১২]

হরি হে!
তব পদপঙ্কজিনী, জীবামৃত-সঞ্চারিণী,
অতি ভাগ্যে জীব তাহা পায়।
সে-অমৃত পান করি', মুগ্ধ হয় তাহে, হরি,
আর তাহা ছাড়িতে না চায়।। ১।।

স্তন্যপায়ী ছাড়ে .... মায়ে—'শ্রী' সম্প্রদায়ের 'বরবর মুনি'র সময়ে 'বড়্গলই' শাখার বিচার এই ছিল যে,— যেরূপ বানর-শাবক মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকিলেই সাধকের পতন হয় না, ইহাই 'মর্কট ন্যায়'। 'তেঙ্গলৈ' শাখায় "মার্জ্জার-ন্যায়' স্বীকৃত। (উঃ উঃ) মর্কট ও মার্জ্জার-ন্যায় দ্রঃ।। ১১/২।।

"নিরাসকস্যাপি ন তাবদুৎসহে মহেশ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্। রুষা নিরস্তোপি শিশুঃ স্তনন্ধয়ো ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি।।" (স্তোত্ররত্ন—২৩)—(১১)

পদপঙ্কজিনি—পাদপদ্ম। **জীবামৃত-সঞ্চারিণী**—শরণাগত জীবের প্রতি সেবামৃত-বিতরণকারিণী।। ১২/১।।

নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্য স্থানে নাহি যায়,
অন্যরস তুচ্ছ করি' মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত, মধুব্রত কদাচিত,
নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড-পানে।। ২।।
এ ভক্তিবিনোদ কবে, সে-পঙ্কজস্থিত হ'বে,
নাহি যা'বে সংসারাভিমুখে।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল, এ দুইটি সুসম্বল,
পাইলে সে-স্থিতি ঘটে সুখে।। ৩।।

[১৩]

হরি হে!
ভ্রমিতে সংসার-বনে, কভু দৈব-সংঘটনে,
কোনমতে কোন ভাগ্যবান্।
তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলি হঞা,
একবার ওহে ভগবান্।। ১।।
সেইক্ষণে তা'র যত, অমঙ্গল হয় হত,
সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি।

মধুব্রত—ভ্রমর।। ১২/২।।

'তবামৃতস্যন্দিনি পাদপঙ্কজে নিবেদিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি। স্থিতেরবিন্দে মকরন্দনির্ভরে মধুব্রতো নেক্ষুরকং হি বীক্ষতে।।" (স্তোত্ররত্ন-২৪) - (১২)

উদ্দেশিয়া— লক্ষ্য করিয়া ।। ১৩/১।।

ত্বদঙ্ঘ্রিমুদ্দিশ্য কদাপি কেনচিদ্ যথা তথা বাপি সকৃৎ কৃতোঞ্জলিঃ। তদৈব মুষ্ণাত্যশুভান্যশেষতঃ শুভানি পুষ্ণাতি ন জাতু হীয়তে।।" (স্তোত্ররত্ন—২৫)—(১৩)

আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তা'র শুভোদয়,
তা'রে দেয় সর্বোত্তমগতি।। ২।।
এমন দয়ালু তুমি, এমন দুর্ভাগা আমি,
কভু না করিনু পরণাম।
তব পাদপদ্ম প্রতি, না জানে এ দুষ্টমতি,
ভক্তিবিনোদের পরিণাম।। ৩।।

[১৪]

হরি হে!
তোমার চরণপদ্ম, অনুরাগ-সুধাসদ্ম,
সাগরশীকর যদি পায়।
কোন ভাগ্যবান্ জনে, কোন কার্য-সংঘটনে,
তা'র সব দুঃখ দূরে যায়।। ১।।
সে সুধা-সমুদ্রকণ, সংসারাগ্নি-নির্বাপণ,
ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তা'র।
পরম-নির্বৃতি দিয়া, তোমার চরণে লঞা,
দেয় তবে আনন্দ অপার।। ২।।
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, পড়িয়া সংসার-ফাঁদে,
বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর।
এ ঘটনা না ঘটিল, আমার জনম গেল,
বৃথা রৈনু হ'য়ে আত্মভোর।। ৩।।

অনুরাগ ... শীকর—প্রীতিরূপ অমৃতসাগরের জলবিন্দু।। ১৪/১।। **পরম-নির্বৃতি** —পরা মুক্তি বা পরা শান্তি।। ১৪/২।। **আত্মভোর**—দেহে অভিনিবিষ্ট ।। ১৪/৩।।

'উদীর্ণসংসারদবাশুশুক্ষণিং ক্ষণেন নির্ব্বাপ্য পরাঞ্চ নির্বৃতিম্। প্রযচ্ছতি ত্বচ্চরণারুণাম্বুজ-দ্বয়ানুরাগামৃতসিন্ধুশীকরঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—২৬)—(১৪)

[১৫]

হরি হে!
তবাঙ্ঘ্রি কমলদ্বয়, বিলাস-বিক্রমময়,
পরাবর জগৎ ব্যাপিয়া।
সর্বক্ষণ বর্তমান, ভক্তক্লেশ-অবসান,
লাগি' সদা প্রস্তুত হইয়া।। ১।।
জগতের সেই ধন, আমি জগমধ্য জন,
অতএব সম অধিকার।
আমি কিবা ভাগ্যহীন, সাধনে বঞ্চিত, দীন,
কি কাজ আর জীবনে ছার।। ২।।
কৃপা বিনা নাহি গতি, এ ভক্তিবিনোদ অতি,
দৈন্য করি' বলে প্রভু-পায়।।
কবে তব কৃপা পে'য়ে, উঠিব সবলে ধে'য়ে,
হেরিব সে পদযুগ হায় ।।৩।।

[১৬]

হরি হে!
আমি সেই দুষ্টমতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে ল'য়েছি শরণ।
জানিলাম আমি, নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন।। ১।।

পরাবর— পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ এবং অবর অর্থাৎ প্রাকৃতজগৎ ।। ১৫/১।। **ছার**— অধম, তুচ্ছ, হেয়।। **ধে'য়ে**—ধাবিত হইয়া।। ১৫/২-৩।।

"বিলাসবিক্রান্তপরাবরালয়ং নমস্যদার্ত্তিক্ষয়ণে কৃতক্ষণম্। ধনং মদীয়ং তব পাদপঙ্কজং কদা নু সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা।"(স্তোত্ররত্ন—২৭)—(১৫)

সেইদিন কবে হ'বে, ঐকান্তিকভাবে যবে,
নিত্যদাস-ভাব ল'য়ে আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ,
সেবিব আমার নিত্যস্বামী।। ২।।
নিরন্তর সেবা-মতি, বহিবে চিত্তেতে সতী,
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে,
চিরদিন থাকি যেন ভোর।। ৩।।

[১৭]

হরি হে!
আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য, দুর্ল্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী।। ১।।

মনোরথান্তর— অন্যাভিলাষ।। ১৬/২।।

ভোর— অভিনিবিষ্ট।। ১৬/৩।।

"ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরপ্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ। কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্।।" (স্তোত্ররত্ন—৪৩)—(১৬)

দণ্ড্য—দণ্ড পাইবার যোগ্য। **ভীম**—ভীষণ, ভয়ানক।। ১৭/১।।

করি' ভর—নির্ভর করিয়া।। ১৭/৩।।

"অপরাধসহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে। অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু।।" (স্তোত্ররত্ন—৪৫)—(১৭)

হরি! তব পাদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তা'র রক্ষাকর্ত্তা নাথ।। ২।।
প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর, ও মাধব প্রাণেশ্বর,
শরণ লইল এই দাস।।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, তোমার সে-রাঙ্গাপায়,
দেহ দাসে সেবায় বিলাস।। ৩।।

[১৮]

হরি হে!
অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
হৈল তা'তে অন্ধকার ঘোর।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি' চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর।। ১।।
নিজ অবিবেক-দোষে, পড়ি' দুর্দ্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।
পথপ্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই, অচ্যুত, তোমারে।। ২।।

ঘন—মেঘ।। ১৮/১।। **অবিবেকদোষে**—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে।

দুর্দ্দিন—দুর্দ্দৈব ।। ১৮/২।।

"অবিবেকঘনান্ধদিঙ্মুখে বহুধা সন্ততদুঃখবর্ষিণি। ভগবন্ ভব দুর্দ্দিনে পথঃ স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত।।" (স্তোত্ররত্ন—৪৬)—(১৮)

একবার কৃপাদৃষ্টি, কর আমা-প্রতি বৃষ্টি,
তবে মোর ঘুচিবে দুর্দ্দিন।
বিবেক সবল হ'বে, এ ভক্তিবিনোদে তবে,
দেখাইবে পথ সমীচীন।। ৩।।

[১৯]

হরি হে!
অগ্রে এক নিবেদন করি মধু-নিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায়।। ১।।
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার।। ২।।
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া-পাত্র কোথা পাবে,
'দয়াময়' নামটি ঘুচা'বে।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, দয়া কর দয়াময়,
যশঃকীর্ত্তি চিরদিন পা'বে।। ৩।।

'ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ। যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ।।" (স্তোত্ররত্ন-৪৭); "তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু" ইত্যাদি (প্রেঃ ভঃ চঃ)—(১৯)

[২০]

হরি হে!

তোমা ছাড়ি' আমি কভু, অনাথ না হই, প্রভু,
প্রভুহীন দাসনিরাশ্রয়।
আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হ'বে নাথ,
দয়নীয় কে তোমার হয়।। ১।।

আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত সুনির্ব্বন্ধ,
সবিধি তোমার গুণধাম।
অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন,
ছাড়া ছাড়ি নহে কোন কাম।। ২।।

এ ভক্তিবিনোদ গায়, রাখ মোরে তব পায়,
পাল মোরে না ছাড় কখন।
যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ,
দণ্ড দিয়া দেও শ্রীচরণ।। ৩।।

সাথ—সঙ্গে। **কৈছে**—কি প্রকারে। **দয়নীয়**—দয়ার যোগ্য বা পাত্র।। ২০/১।।

"তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ন চ। বিধিনির্ম্মিতমেতদন্বয়ং ভগবন্ পালয় মাস্ম জীহয়।" (স্তোত্ররত্ন—৪৮)—(২০)

[২১]

হরি হে!

স্ত্রী-পুরুষ দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম্ম যত,
তাহে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ।। ১।।
যে-কোন শরীরে থাকি, যে-কোন অবস্থা রাখি,
সে-সব এখন তব পায়।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায়।। ২।।
তুমি, প্রভু, রাখ মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, তব দাস্য-কৌতূহলে
থাকি যেন সদা সেবাপর।। ৩।।

[২২]

হরি হে!

বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম্ম করি' এ সংসারে,
পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায়।। ১।।

"বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোসানি যথাতথাবিধঃ। তদহং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—৪৯)—(২১)

অর্ব্বাচীন—অতত্ত্বজ্ঞ, বহির্ম্মুখ। **চতুর্ম্মুখ-ভূতি**—ব্রহ্মার ঐশ্বর্য।। ২২/৩।।

"তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে। ইতরাবসথেষু

তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে।
কীট-জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে।। ২।।
তব দাস-সঙ্গহীন, যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তা'র গৃহে চতুর্মুখ ভূতি।
না হউ কখন, হরি, করদ্বয় যোড় করি',
করে ভক্তিবিনোদ মিনতি।। ৩।।

[২৩]

হরি হে!
তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমার সে অনুরক্ত,
ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করি' জানে।
বারেক দেখিতে তব, চিদাকার-শ্রীবৈভব,
তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে।। ১।।
সে-সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানারঙ্গে,
বিরহ সহিতে নাহি পার।
কৃপা করি' অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মগণে,
সাধু বিনা গতি নাহি আর।। ২।।

মাস্ম ভূদপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা।।" (স্তোত্ররত্ন—৫২)—(২২)

চিদাকার-শ্রীবৈভব—সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য।। ২৩/১।।
ভণে—[(সং) 'ভণ' কথনে, প্রঃ পুঃ] কহে ।। ২৩/৩।।

"সকৃত্ত্বদাকারবিলোকনাশয়া তৃণীকৃতানুত্তমভুক্তিমুক্তিভিঃ। মহাত্মভির্মামবলোক্যতাং নয় ক্ষণেপি যদ্বিরহোতিদুঃসহঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—৫৩)—(২৩)

সে-ভক্তচরণ ধন, কবে পা'ব দরশন,
শোধিব আমার দুষ্ট মন।
এ ভক্তিবিনোদ ভণে, কৃপা হ'বে যতক্ষণে,
মহাত্মার হ'বে দরশন।। ৩।।

[২৪]

হরি হে!
শুনহে মধুমথন! মম এক বিজ্ঞাপন,
বিশেষ করিয়া বলি আমি।
তোমার শেষত্ব মম, স্বকীয় বৈভবোত্তম,
আমি দাস, তুমি মোর স্বামী।। ১।।
সে-বিভব বহির্ভূত, হৈতে হৈলে, হে অচ্যুত,
ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি।
দেহ, প্রাণ, সুখ, আশা, আত্মপ্রতি ভালবাসা,
সর্ব্বত্যাগ করিতে বিচারি।। ২।।
এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস,
তবু থাকু দাসত্ব তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর।। ৩।।

মধুমথন—'মধু-নামক অসুরের বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ। **শেষত্ব**—চরম দাস্য (চৈঃ চঃ আঃ ৫/১২৪ অঃ ভাঃ)।

বৈভবোত্তম—শ্রেষ্ঠসম্পদ্ ।। ২৪/১।।

"ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং ন চাত্মানং নান্যত্তব কিমপি শেষত্ববিভবাৎ। বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্।।" (স্তোত্ররত্ন—৫৪)—(২৪)

[২৫]

হরি হে!
আমি নরপশুপ্রায়, আচারবিহীন তায়,
অনাদি অনন্ত সুবিস্তার।
অতিকষ্টে পরিহার্য্য, সহজেতে অনিবার্য্য
অশুভের আস্পদ আবার ।। ১।।
তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, তুমি ত' জগদ্‌বন্ধু,
অসীম বাৎসল্য-পয়োনিধি।
তব গুণগণ স্মরি', ভববন্ধ ছেদ করি,
নির্ভীক হইব নিরবধি।। ২।।
এই ইচ্ছা করি' মনে, শ্রীযামুন-শ্রীচরণে,
গায় ভক্তিবিনোদ এখন।
যামুন-বিপিন-বিধু, শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু,
তা'র শিরে, করুন অর্পণ।। ৩।।

[২৬]

হরি হে!
তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয় হরি তুমি।
তুমি সুহৃন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি।। ১।।

পয়োনিধি—সাগর।। ২৫/২।। **শ্রীযামুনচরণে**—পূর্ব্বাচার্য্য 'স্তোত্ররত্ন'-কার শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীচরণে। **শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু**—শ্রীচরণামৃত ।। ২৫/৩।। 'দুরন্তস্যানাদেহপরিহরণীয়স্য মহতো বিহীনাচারোঽহং নৃপশুরশুভ-স্যাস্পদমপি। দয়াসিন্ধো বন্ধো নিরবধিক-বাৎসল্যজলধেস্তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামি গতভীঃ।। (স্তোত্ররত্ন—৫৫)—(২৫)

তব ভৃত্য, পরিজন, গতিপ্রার্থী, অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।
তব সত্ত্ব, তব ধন, তোমার পালিত জন
আমার মমতা তব জনে।। ২।।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা-মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবার সম্বন্ধ ধরি', অহংতা মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে।। ৩।।

[২৭]

হরি হে!
আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ, ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া-প্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর।। ১।।
এ হেন দুর্জ্জন হ'য়ে, এ দুঃখ জলধি ব'য়ে,
চরিতেছি সংসার-সাগরে।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে।। ২।।

সত্ত্ব— দ্রব্য।। ২৬/২।।

"পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃত্ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্। ত্বদীয়স্তদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্তদ্গতিরহং প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—৫৭)—(২৬)

অমর্য্যাদ— মর্য্যাদাজ্ঞান রহিত। **অসূয়া**— গুণে দোষারোপ, ঈর্ষা। **মানী**—অভিমানী। **নৃশংস**—নির্দ্দয়, ক্রুর ।। ২৭/১।।

তোমার করুণা পাই, তবে ত' তরিয়া যাই,
আমি এই দুরন্ত সাগর।
তুমি প্রভু, শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধূলিসনে,
কহে ভক্তিবিনোদ কাতর।। ৩।।

কার্পণ্য-পঞ্জিকা
বা
বিজ্ঞপ্তি নিবেদন

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবসতি,
রাধাকৃষ্ণ যুগল-চরণে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি সব লোকলাজ,
নিবেদিব যত আছে মনে।। ১।।
তুমি কৃষ্ণ নীলমণি, নব মেঘপ্রভা জিনি,
ব্রজানন্দ কর বিতরণ।
তুমি রাধে নবগৌরী, গোরোচনা গর্ব্ব হরি'
ব্রজে হর কৃষ্ণচন্দ্র মন।। ২।।
তুমি কৃষ্ণ-পীতাম্বরে, পরাজিয়া আর্ত্তস্বরে,
ব্রজবনে নিত্য কেলিরত।
তুমি রাধে নীলাম্বরী, পলাশের গর্ব্ব হরি'
কৃষ্ণকেলি-সহায় সতত।। ৩।।

তুমি প্রভু ..... ধূলিসনে—"তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়" (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ৫) ।। ২৭/৩।।

"অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ কৃতঘ্নো দুর্ম্মানী স্মর পরবশো বঞ্চনপরঃ। নৃশংস পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধেরূপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ।।" (স্তোত্ররত্ন—৫৯)—(২৭)

তুমি কৃষ্ণ হরিন্মণি, যুবাবৃন্দ-শিরোমণি,
রাধিকা তোমার প্রাণেশ্বরী।
ব্রজাঙ্গনা শিরঃশোভা, ধর্ম্মিল্ল মল্লিকা-প্রভা
তুমি রাধে কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী।। ৪।।
রমাপতি-শোভা জিনি কৃষ্ণ তব রূপখানি,
জগৎ মাতায় ব্রজবনে।
রমা-জিনি ব্রজাঙ্গনা- গণমধ্যে সুশোভনা,
তুমি রাধে কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে।। ৫।।
তবাঙ্গ সৌরভকণ, বংশীগীত অনুক্ষণ,
ওহে কৃষ্ণ! রাধামন হরে।
রাধে! অঙ্গগন্ধ তব, তোমার সুবীণারব,
কৃষ্ণচিত্ত উন্মাদিত করে।। ৬।।
তোমার চপলেক্ষণ, হরে রাধা-ধৈর্য্যধন,
তুমি কৃষ্ণ চৌরশিরোমণি।
বাঁকা দৃষ্টি-ভঙ্গী তব, শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়াসব,
তুমি রাধে কলাবতী ধনী।। ৭।।
পরিহাসে রাধিকার, কথা নাহি সরে যার,
তুমি কৃষ্ণ নটকুলগুরু।
কৃষ্ণ-নর্ম্ম-উক্তি শুনি' রোমাঞ্চিত তনুখানি,
তব রাধে রসকল্পতরু।। ৮।।
অপ্রাকৃত গুণমণি, বিনির্ম্মিত-গিরিশ্রেণী,
তুমি কৃষ্ণ সর্ব্বগুণময়।
উমাদি রমণীজন, বাঞ্ছনীয় গুণগণ,
রাধে তব স্বাভাবিক হয়।। ৯।।
আমি অতি মন্দমতি করিহে কাকুতি নতি,
নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি।
বৃন্দাবন-অধীশ্বর, তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর,
তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী।। ১০।।

তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
দুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর, এ অধম জনে।। ১১।।
কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান!
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি দুঁহে মহা কৃপাবান্।। ১২।।
কৃপাহেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তার,
কৃপা-অধিকারী নহি আমি।
দুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর,
কৃপা কর ব্রজ-জন-স্বামি।। ১৩।।
সুদুষ্ট অভক্ত জনে, শিবাদি দেবতাগণে,
প্রসন্ন হইল কৃপা করি'।
মহালীল সর্ব্বেশ্বর, দুঁহু মম প্রাণেশ্বর,
দয়া কর দোষ পরিহরি'।। ১৪।।
অধমে উত্তম মানি, মূঢ় বিজ্ঞ অভিমানী,
দুষ্ট হঞা শিষ্ট-অভিমান।
এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা,
না করিনু ভজন বিধান।। ১৫।।
তথাপি এ দীন জনে যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ নিবারণ, দুঁহু নাম সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে।। ১৬।।
ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয়, সর্ব্ব অপরাধ হয়,
ক্ষমাশীল দুঁহের কৃপায়।
এই আশা মনে ধরি, চরণে প্রার্থনা করি,
শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায়।। ১৭।।

সাধন-সম্পত্তিহীন, ওহে এই জীব দীন,
অতিকৃষ্টে ধৃষ্টতার ছার।
দুঁহু পাদে-নিপতিত প্রার্থনা করয়ে হিত,
প্রসন্নতা হউক দোঁহার।। ১৮।।
দন্তে তৃণ ধরি' হায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
এই পাপী কম্পিত-শরীর।
হা-নাথ হা-নাথ বলি', হ'য়ে আজ কৃতাঞ্জলি,
প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির।। ১৯।।
এ দুর্ভাগা হা হা স্বরে, প্রসাদ প্রার্থনা করে,
অনুতাপে গড়াগড়ি যায়।
হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র, শুন মম কাকুবাদ,
তুঁহু কৃপা বিনা প্রাণ যায়।। ২০।।
ফুৎকার করিয়া কাঁদে, আহা আহা কাকুনাদে,
বলে হও প্রসন্ন আমায়।
এই ত' অযোগ্য জনে, কৃপা কর নিজ-গুণে,
করুণাসাগর রাখ পায়।। ২১।।
মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্ত হঞা,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, নাথ।
করুণা-কণিকাদানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে,
কর এই দীনে আত্মসাথ।। ২২।।
এই তব মূঢ় জন, দীনবাক্যে সক্রন্দন,
প্রার্থনা করয়ে দৃঢ় মনে।
হে করুণা-সুনিধান, অনুগতি কর দান,
করুণোর্ম্মিচ্ছটা ব্রজবনে।। ২৩।।
ভাব-চিত্তসুখকর, যত আছে সুমধুর,
প্রকটাপ্রকট-লীলাস্থলে।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমসার, সকলের সারাৎসার,
সেই ভাব যেই কৃপাবলে।। ২৪।।

যদি এ দাসীর প্রতি, প্রসন্ন করুণামতি,
দুঁহু পদসেবা কর দান।
আর কিছু নাহি চাই, যুগল-চরণ-পাই,
শীতল হউক মোর প্রাণ।। ২৫।।
অনাথ-বৎসল তুমি, অধম অনাথ আমি,
তদীয় সাক্ষাৎ দাস্য মাগি।
এ প্রসাদ কর দান, রাখ অনাথের প্রাণ,
ছাড়ি' সব তব দাস্য মাগি।। ২৬।।
শিরেতে অঞ্জলি ধরি', ও পদে বিজ্ঞপ্তি করি,
আমার অভীষ্ট নিবেদন।
একবার দাস্য দিয়া, শীতল কর হে হিয়া,
তবে মানি সার্থক জীবন।। ২৭।।
কবে দুঁহে এই বনে, বিলোকিব সম্মিলনে,
অমূল্যাঙ্গ-পরিমল-ঘ্রাণ।
আমার নাসিকা-দ্বারে, প্রবেশিয়া চিত্তপুরে,
অচৈতন্য করিবে বিধান।। ২৮।।
দুঁহার নূপুর-ধ্বনি, হংস-কণ্ঠস্বর জিনি,
মধুর মধুর মম কাণে।
প্রবেশিয়া কোন ক্ষণে, মম চিত্ত-সুরঞ্জনে,
মাতাইবে সেবারস পানে।। ২৯।।
চক্রাদি সৌভাগ্যাস্পদ, বিলক্ষিত দুঁহু পদ,
চিহ্ন এই বৃন্দাবন বনে।
দেখিয়া এ দাসী কবে, ভরিবে আনন্দোৎসবে,
দুঁহু কৃপা পেয়ে সংগোপনে।। ৩০।।
সকল সৌন্দর্য্যাস্পদ, নীরাজিত দুঁহু পদ,
হে রাধে! হে নন্দের নন্দন!

মমাক্ষি-গোচরে কবে, সর্ব্বাদ্ভুত মহোৎসবে
করিবে আনন্দ বিতরণ।। ৩১।।
প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, দুঁহু পদাম্বুজ-স্ফূর্ত্তি,
সেই দুঁহুজন-দরশন।
এ জন্মে কি হবে মম, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন।। ৩২।।
কবে আমি বৃন্দাবন- কুঞ্জান্তরে দরশন,
করিব সুন্দর দুঁহু জনে।
সুরত-লীলায় রত, আমা হইতে অদূরত,
প্রেমে মগ্ন হ'ব দরশনে।। ৩৩।।
ঘটনাবশতঃ কবে, দুঁহু যোগ অসম্ভবে,
পরস্পর সন্দেশ আনিয়া।
বাড়াইব দুঁহু সুখ, যাবে তবে মনোদুঃখ,
বেড়াইব আনন্দে মাতিয়া।। ৩৪।।
কবে এই বৃন্দাবনে, দুঁহু দুঁহা অদর্শনে,
ফিরে যা'ব দুঁহে অন্বেষিয়া।
সম্মিলন করাইব, হার-পদকাদি পা'ব,
পরিতুষ্ট দুঁহারে করিয়া।। ৩৫।।
দুঁহে হার ধরি' পণে, দ্যূতক্রীড়া-সমাপনে,
আমি জয়ী আমি জয়ী বলি'।
করিবে কলহ তবে, হার-সংগ্রহেতে কবে,
আমি তাহা দেখিব সকলি।। ৩৬।।
আহা কবে দুই জনে, কুঞ্জমাঝে সুশয়নে,
কুসুম-শয্যায় বিরামিবে।
সে সময়ে দুঁহুপদ, সম্বাহন সুসম্পদ,
এ দাসীর সৌভাগ্য মিলিবে।। ৩৭।।

কন্দর্প-কলহোদ্‌গারে, ছিঁড়িবে কণ্ঠের হারে,
লতা গৃহে পড়িবে খসিয়া।
সে হার গাঁথিতে কবে, এ দাসী নিযুক্ত হ'বে,
দুঁহু কৃপা-আজ্ঞা শিরে পাঞা।। ৩৮।।
কেলিকল্লোলের যবে, দুঁহু-কেশ স্রস্ত হ'বে,
দুজনার ইঙ্গিত পাইয়া।
শিখিপিঞ্ছ করে ধরি', কুন্তল মণ্ডিত করি',
আমি র'ব আনন্দে ডুবিয়া।। ৩৯।।
কন্দর্প-ক্রীড়ায় যবে, দুঁহু স্রক্ স্রস্ত হ'বে,
তবে আমি দুঁহু আজ্ঞা পাঞা।
উভয় ললাট মাঝে, করিব তিলক-সাজে,
মত্ত হ'ব সে শোভা দেখিয়া।। ৪০।।
কৃষ্ণ! তব বক্ষে আমি, বনমালা দিয়া স্বামি,
রাধে, তব নয়নে কজ্জল।
কুঞ্জমাঝে কোন দিন, পাব সুখ সমীচীন,
প্রেমে চিত্ত হ'বে টলমল।। ৪১।।
কবে জাম্বুনদ-বর্ণ, লইয়া তাম্বুলীপর্ণ,
শিরাশূন্য কর্পূরাদি-চুত।
বীটিকা নির্ম্মাণ করি, দুঁহু মুখে দিব ধরি',
প্রেমে চিত্ত হ'বে পরিপ্লুত।। ৪২।।
কোথা এ দুরাশা মোর, কোথা এ দুষ্কর্ম্ম ঘোর,
এ প্রার্থনা যদি বল কেন।
হে রাধে! হে ঘনশ্যাম! দুঁহুজন-গুণগ্রাম,
মাধুরী বলায় মোরে হেন।। ৪৩।।
দুঁহার যে কৃপাগুণে, পাইনু ধাম বৃন্দাবনে,
সেই কৃপা অভীষ্ট-পূরণ।

করুণ আমার নাথ! পাঞা তুঁহু সখী-সাথ,
কুঞ্জসেবা পাই অনুক্ষণ।। ৪৪।।
ওহে রাধে! ওহে কৃষ্ণ! সেই ব্রজরসতৃষ্ণ,
কার্পণ্য-পঞ্জিকা-কথা-ছলে।
জল্পনা করয়ে সদা, তার বাঞ্ছা পূর্ত্তি তদা,
করুন দুঁহু কৃপা বলে।। ৪৫।।
শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, শিরে ধরি' সুসম্পদ,
কমল মঞ্জরী করে আশা।
শ্রীগোদ্রুম ব্রজবনে, দুঁহুলীলা-সন্দর্শনে,
পূর্ণ হউ রসের পিপাসা।। ৪৬।।

ইতি কার্পণ্য পঞ্জিকা সমাপ্তা।।

শোকশাতন

— ঃ০ঃ —

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা চরিত্র

প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাস-অঙ্গনে,
সঙ্গোপনে গোরামণি।
শ্রীহরিকীর্ত্তনে, নাচে নানা রঙ্গে,
উঠিল মঙ্গলধ্বনি।। ১।।
মৃদঙ্গ মাদল, বাজে করতাল,
মাঝে মাঝে জয়তুর।
প্রভুর নটন, দেখি' সকলের,
হইল সন্তাপ দূর।। ২।।
অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন,
সকল ভকতগণ।
আপনা পাসরি', গোরাচাঁদে ঘেরি'
নাচে গায় অনুক্ষণ।। ৩।।

এমত সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে,
শ্রীবাসের অন্তঃপুরে।
তনয়—বিয়োগ, নারীগণ শোকে,
প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে।। ৪।।
ক্রন্দন উঠিলে, হ'বে রসভঙ্গ,
ভকতিবিনোদ ডরে।
শ্রীবাস অমনি, বুঝিল কারণ,
পশিল আপন ঘরে।। ৫।।

[২]

প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, নারীগণ শান্ত করে,
শ্রীবাস অমিয় উপদেশে।
শুন পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ,
কিবা দুঃখ থাকে কৃষ্ণাবেশে।। ১।।
কৃষ্ণ নিত্যসুত যার, শোক কভু নাহি তাঁর,
অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ।
আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্য তত্ত্বে করহ বিলাস।। ২।।
এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান, ধন, জন প্রাণ।
এ দেহে অনুগ যত, ভাই বন্ধু পতি সুত,
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান।। ৩।।
কেবা কার পতি সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত,
চাহিলে রাখিতে নারে তারে।
করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বৈসে কোলে,
কর্ম্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে।। ৪।।
ইথে সুখ দুঃখ মানি', অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে।

শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ সবে,
ভকতিবিনোদ বাঞ্ছাপূরে ।। ৫।।

[৩]

ধন, জন দেহ গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ।
করিয়াছ শুদ্ধ চিত্তে করহ স্মরণ।। ১।।
তবে কেন মম সুত বলি' কর দুঃখ।
কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তার সুখ।। ২।।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা।
তাহে সুখ দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা।। ৩।।
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।। ৪।।
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে।। ৫।।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।। ৬।।
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম।
পরম আনন্দ পাবে' পূর্ণ হ'বে কাম।। ৭।।
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে।
আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে-মরণে।। ৮।।

[৪]

সবু মেলি' বালক ভাগ বিচারি'।
ছোড়বি মোহ শোক চিত্তবিকারী।। ১।।
চৌদ্দ-ভুবন-পতি নন্দকুমারা।
শচীনন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা ।। ২।।

সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর।
নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ বিভোর।। ৩।।
শুনত নামগান বালক মোর।
ছোড়ল দেহ হরি প্রীতি-বিভোর।। ৪।।
ঐছন ভাগ যব ভই হামারা।
তবহুঁ হউ ভব-সাগর-পারা।। ৫।।
তুহুঁ সবু বিছরি এহি বিচারা।
কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা।। ৬।।
স্থির নহি হওবি যদি উপদেশে।
বঞ্চিত হওবি রসে অবশেষে।। ৭।।
পশিবুঁ হাম সুর-তটিনী মাহে।
ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে।। ৮।।

[৫]

শ্রীবাস বচন, শ্রবণ করিয়া,
সাধ্বী পতিব্রতাগণ।
শোক পরিহরি', মৃত শিশু রাখি',
হরি-রসে দিল মন।। ১।।
শ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া,
অঙ্গনে আইল পুনঃ।
নাচে গোরা-সনে, সকল পাসরি',
গায় নন্দসুত গুণ।। ২।।
চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার,
অঙ্গনে কেহ না জানে।
শ্রীনাম-মঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর,
রজনী অতীত গানে।। ৩।।

কীর্তন ভাঙ্গিলে, কহে গৌরহরি,
আজি কেন পাই দুঃখ।
বুঝি, এ গৃহে, কিছু অমঙ্গল,
ঘটিয়া হরিল সুখ।। ৪।।
তবে ভক্তজন, নিবেদন করে,
শ্রীবাস-শিশুর কথা।
শুনি গোরা রায়, বলে হায় হায়,
মরমে পাইনু ব্যথা।। ৫।।
কেহ না কহিলে, আমারে তখন,
বিপদ্-সংবাদ সবে।
ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল,
স্নেহেতে মজিল তবে।। ৬।।

[৬]

প্রভুর বচন তখন শুনিয়া,
শ্রীবাস লোটাঞা ভূমি।
বলে, শুন নাথ! তব রসভঙ্গ,
সহিতে না পারি আমি।। ১।।
একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ,
তাহে মোর কিবা দুঃখ।
যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া,
তবু ত' পাইব সুখ।। ২।।
তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার,
মরণ হইত হরি।
তাই কুসংবাদ, না দিল তোমারে,
বিপদ্ আশঙ্কা করি'।। ৩।।

এবে আজ্ঞা দেহ, মৃত সুত ল'য়ে,
সৎকার করুন সবে।
এতেক শুনিয়া, গোরা দ্বিজমণি,
কাঁদিতে লাগিল তবে।। ৪।।
কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব,
পরাণ বিকল হয়।
সে কথা শুনিয়া ভকতিবিনোদ,
মনেতে পাইল ভয়।। ৫।।

[৭]

গোরাচাঁদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ।
মৃত সুতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ।। ১।।
কলিমলহারী গোরা জিজ্ঞাসে তখন।
শ্রীবাসে ছাড়িয়া শিশু, যাও কি কারণ? ২।।
মৃত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন।
"লোক-শিক্ষা লাগি" প্রভু তব আচরণ।। ৩।।
তুমি ত' পরম তত্ত্ব অনন্ত অদ্বয়।
পরা শক্তি তোমার অভিন্ন তত্ত্ব হয়।। ৪।।
সেই পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ।
তব ইচ্ছামত করায় তোমার বিলাস।। ৫।।
চিচ্ছক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া।
তোমারে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া।। ৬।।
জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে।
তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে।। ৭।।
মায়াশক্তি হঞা করে প্রপঞ্চ-সৃজন।
বহির্ম্মুখ জীবে তাহে করয় বন্ধন।। ৮।।

ভকতিবিনোদ বলে অপরাধফলে।
বহির্ম্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে।। ৯।।

[৮]

"পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুঁয়া দাস।
পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি,
তুয়া পদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ"।। ১।।
স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মের ধন্ধে,
কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায়।। ২।।
মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে,
অদৃষ্ট নির্ব্বন্ধ লৌহ-করে।
সেই ত' নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে।। ৩।।
সে নির্ব্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে যায়,
আমি ত' থাকিতে নারি আর।
তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোর ইচ্ছা সুদুর্ব্বল,
আমি জীব অকিঞ্চন ছার।। ৪।।
যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি,
কার কেবা পুত্র পতি পিতা।
জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য লব,
তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা।। ৫।।
সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়।
মায়ার গর্দ্দভ হ'য়ে মজেন সংসার ল'য়ে,
ভক্তিবিনোদের সেই ভয়।। ৬।।

[৯]

বাঁধিল মায়া, যেদিন হতে,
অবিদ্যা-মোহ-ডোরে।
অনেক জন্ম, লভিনু আমি,
ফিরিনু মায়া-ঘোরে।। ১।।
দেব দানব, মানব পশু,
পতঙ্গ কীট হয়ে।
স্বর্গে নরকে, ভূতলে ফিরি,
অনিত্য আশা ল'য়ে।। ২।।
না জানি কিবা, সুকৃতি বলে,
শ্রীবাস-সুত হৈনু।
নদীয়া-ধামে, চরণ তব,
দরশ পরশ কৈনু।। ৩।।
সকল বারে, মরণ কালে,
অনেক দুঃখ পাই।
তুয়া প্রসঙ্গে, পরম সুখে,
এবার চ'লে যাই।। ৪।।
ইচ্ছায় তোর, জনম যদি,
আবার হয়, হরি।
চরণে তব, প্রেম ভকতি,
থাকে, মিনতি করি'।। ৫।।
যখন শিশু, নীরব ভেল,
দেখিয়া প্রভুর লীলা।
শ্রীবাস-গোষ্ঠী, ত্যজিয়া শোক,
আনন্দে-মগন ভেল।। ৬।।

গৌর-চরিত, অমৃতধারা,
করিতে করিতে পান।
ভক্তিবিনোদ, শ্রীবাসে মাগে,
যায় যেন মোর প্রাণ।। ৭।।

[১০]

শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুঁহু মোর দাস।
তুয়াপ্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ।। ১।।
ভক্তগণ-সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত।
জগতে ঘুষুক আজি তোমার চরিত।। ২।।
প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার বন্ধন।
তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন।। ৩।।
ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া।
আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা।। ৪।।
মম লীলাপুষ্টি লাগি, তোমার সংসার।
শিখুক্ গৃহস্থ জন তোমার আচার।। ৫।।
তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ।
আমা দুঁহে সুত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ।। ৬।।
নিত্যতত্ত্ব সুত যার অনিত্য তনয়ে।
আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে।। ৭।।
ভক্তিতে তোমার ঋণী আমি চিরদিন।
তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ।। ৮।।
শ্রীবাসের পায় ভক্তিবিনোদ কুজন।
কাকুতি করিয়া মাগে গৌরাঙ্গ-চরণ।। ৯।।

[১১]

শ্রীবাসের প্রতি, চৈতন্য-প্রসাদ,
দেখিয়া সকল জন।
জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ,
বলি' নাচে ঘন ঘন।। ১।।
শ্রীবাস-মন্দিরে, কি ভাব উঠল,
তাহা কি বর্ণন হয়।
ভাবযুদ্ধ সনে, আনন্দ-ক্রন্দন,
উঠে কৃষ্ণ প্রেম-ময়।। ২।।
চারি ভাই পড়ি' প্রভুর চরণে,
প্রেম-গদগদ স্বরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাকুতি করিয়া
গড়ি' যার প্রেমভরে।। ৩।।
ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয়।। ৪।।
বিপদ্-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
যে দিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ, রহিত যে দিন,
সে দিন বিপদ্ হরি।। ৫।।
শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া
ভকতিবিনোদ ভণে।
তোমাদের গোরা, কৃপা বিতরিয়া,
দেখাও দুর্গত জনে।। ৬।।

[১২]

মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকতবৎসল।
ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম মঙ্গল।। ১।।
গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীর তীরে।
বালকে সৎকার কৈল জাহ্নবীর নীরে।। ২।।
জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপার।
সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার।। ৩।।
মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে।
উথলি জাহ্নবী দেবী শিশু লয় কোলে।। ৪।।
উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল।
শিশু-কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল।। ৫।।
জাহ্নবীর ভাব দেখি' যত ভক্তগণ।
শ্রীনাম-মঙ্গলধ্বনি করে অনুক্ষণ।। ৬।
স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
বিমান সঙ্কুল তবে ছাইল গগন।। ৭।।
এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন।
সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্ব্বজন।। ৮।।
পরম আনন্দে-সবে গেল নিজ-ঘরে।
ভকতিবিনোদ মজে গোরা ভাবভরে।। ৯।।

(শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)

নদীয়া নগরে গোরা চরিত অমৃত।
পিয়া শোক ভয় ছাড়, স্থির কর চিত।। ১।।
অনিত্য সংসার ভাই কৃষ্ণমাত্র সার।
গোরা-শিক্ষা মতে কৃষ্ণ ভজ অনিবার।। ২।।

গোরার চরণ ধরি যেই ভাগ্যবান।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে সেই মোর প্রাণ।। ৩।।
রাধাকৃষ্ণ গোরাচাঁদ ন'দে বৃন্দাবন।
এইমাত্র কর সার পা'বে নিত্য ধন।। ৪।।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন দীন অকিঞ্চন ছার।
কর্ম্মজ্ঞানশূন্য আমি শূন্য-সদাচার।। ৫।।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি।। ৬।।
যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব চরণে।। ৭।।
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া।
এ শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া।। ৮।।

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গচরিতে শোকশাতন-পালা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ

শ্রীগুরু শ্রীগৌরচন্দ্র, বৃন্দাবনে যুবদ্বন্দ্ব,
ব্রজবাসী জন-শ্রীচরণ।
বন্দিয়া প্রফুল্ল মনে, এ ভক্তিবিনোদ ভণে,
রূপানুগ-ভজন-দর্পণ।। ১।।

বহুজন্ম-ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীব লঞা,
রূপানুগ ভজনে মাতায়।। ২।।
ভজন-প্রকার যত, সকলের সার মত,
শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞি।

সে ভজন না জানিয়া, কৃষ্ণ ভজিবারে গিয়া
তুচ্ছ কাজে জীবন কাটাই।। ৩।।
বুঝিবারে সে ভজন, বহু যত্নে অকিঞ্চন,
বিরচিল ভজন-দর্পণ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা, করিতে উৎসুক যেবা,
সুখে তেঁহ করুন শ্রবণ।। ৪।।
লোভেতে জনম পাই, অতি শীঘ্র বাড়ি' যাই,
শ্রদ্ধা রতি, তবে হয় প্রীতি।
সহজ ভজন রতি, নাহি চায় শিক্ষা মতি,
তবু শিক্ষা প্রাথমিক-রীতি।। ৫।।
পুত্রস্নেহ জননীর, সহজ হৃদয়ে স্থির,
দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই।
কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ,
বদ্ধজীবে অপ্রকট ভাই।। ৬।।
সেই ত' সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি,
শিক্ষানুশীলন যদি পায়।
সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন ছুটে,
ব্রজানন্দ তাহারে নাচায়।। ৭।।
যোগ যাগ ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,
সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার।
উদিয়াছে এক বিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস-সিন্ধু,
লাভে তার হয় অধিকার।। ৮।।
জ্ঞান কর্ম দেব-দেবী, বহু যতনেতে সেবি
প্রাপ্তফলে হৈলে তুচ্ছ জ্ঞান।
সাধুজন-সঙ্গাবেশে, কৃষ্ণকথার শেষে,
বিশ্বাস ত' হয় বল্‌বান।।৯।।

সেই ত বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি সদা গাই,
ভক্তি-লতা বীজ বলি তারে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী জনে যারে, শ্রদ্ধা বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে।।১০।।
নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র,
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ, রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি স্পর্শে নহে যতক্ষণ।। ১১।।
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহখনি,
কর্মজ্ঞানগত শ্রদ্ধা-ভাব।
হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব।। ১২।।

কৃষ্ণভক্তি ঃ —

ছাড়ি' অন্য অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম-সহবাস,
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।
শুদ্ধভক্তি বলি তারে, ভক্তি-শাস্ত্র সুবিচারে,
শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত-বচন।।
শ্রবন, কীর্তন, স্মৃতি, সেবার্চন, দাস্য, নতি,
সখ্য, আত্ম-নিবেদন হয়।
সাধন-ভক্তির অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ,
সদা সাধুজন-সঙ্গময়।।
সাধন-ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায়।
প্রেমে জীব কৃষ্ণে ভজে, কৃষ্ণভক্তিরসে মজে,
সেই রস শ্রীরূপ শিখায়।। ৪।।

শ্রদ্ধা দ্বিবিধ, অতএব সাধন ভক্তিও দ্বিবিধ ঃ -

শ্রদ্ধাদেবী নাম যার, দুইটি স্বভাব তার,
বিধিমূল-রুচিমূল ভেদে।
শাস্ত্রের শাসনে যবে, শ্রদ্ধার উদয় হ'বে,
বৈধী শ্রদ্ধা তারে বলে বেদে।।
ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধসেবা দৃষ্টে
যবে হয় শ্রদ্ধার উদয়।
লোভময়ী শ্রদ্ধা সতী, রাগানুগা শুদ্ধা মতি,
বহু ভাগ্যে সাধক লভয়।।
শ্রদ্ধাভেদ ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্ব্বেদ,
বৈধী রাগানুগা ভক্তিদ্বয়।
সাধন-সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে,
এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয়।।
বৈধী ভক্তি ধীর গতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতি শীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম-সুসাধনে, রুচি হয় যার মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায়।। ৫।।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতা ঃ —

রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন।।
যাঁর ভাণে জ্ঞানী জন, ব্রহ্মালয়-অন্বেষণ,
করে নাহি বুঝি' বেদ-মর্ম।
যাঁর ছায়ামাত্র বরে, যোগী জন যোগ করে,
যার ছলে কর্ম্মী করে কর্ম।।

বিভাবানুভাব আর, সাত্ত্বিক সঞ্চারী চার,
স্থায়ী ভাবে মিলন সুন্দর।
স্থায়ী ভাবে রস হয়, নিত্য চিদানন্দময়,
পরম আস্বাদ্য নিরন্তর।।
যে রস প্রপঞ্চগত, জড় কাব্যে প্রকাশিত,
পরম রসের অসন্মূর্ত্তি।
অসন্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকা জল-স্ফূর্ত্তি।। ৬।।

স্থায়িভাবই রসের মূল ঃ —

রসের আধার যিনি, তাঁর চিত্ত রস খনি
সেই চিত্তের অবস্থা বিশেষে।
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্তি, ক্রমে হয় ভাবব্যক্তি,
রতি নামে তাঁহার নির্দ্দেশে।।
বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব, সর্বোপরি স্ব-প্রভাব,
প্রকাশিয়া লয় নিজবশে।
সকলের অধিপতি, হঞা শোভা পায় অতি,
স্থায়ী ভাব নাম পায় রসে।।
মুখ্য-গৌণ ভেদে তার, পরিচয় দ্বিপ্রকার,
মুখ্য পঞ্চ গৌণ সপ্তবিধ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর’ বাৎসল্য মধুর সার,
এই পঞ্চ রতি মুখ্যাভিধ।
হাস্যাদ্ভুত, বীর আর, করুণ ও রৌদ্রাকর,
ভয়ানক-বীভৎস-বিভেদে।
রতি সপ্ত গৌণী হয়, সব কৃষ্ণভক্তিময়,
শোভা পায় রসের প্রভেদে।। ৭।।

মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস ঃ —

যেই রতি জন্মে যার, সেই মত রস তার,
রস মুখ্য পঞ্চবিধ হয়।
গৌণ-সপ্তরস পুনঃ হয় রতির অনুগুণ,
রতির সম্বন্ধ ভাবাশ্রয়।
পঞ্চ মুখ্য মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী।
গৌণ রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্টি করে।
শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে।।
মধুর উজ্জ্বল রস, সদা শৃঙ্গারের বশ,
ব্রজরাজ-নন্দন বিষয়।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তা'তে, মার্ধুয্য-প্রভাবে মাতে
তাহার আশ্রয় ভক্তচয়।। ৮।।

মধুর রতির আবির্ভাব-হেতু ঃ —

মধুরের স্থায়ী ভাব, লভে যাতে আবির্ভাব,
বলি তাহা শুন একমনে।
অভিযোগ ও বিষয়, সম্বন্ধাভিমান-দ্বয়,
তদীয় বিশেষ উপমানে।
স্বভাব আশ্রয় করি', চিত্তে রতি অবতরি,
শৃঙ্গার রসের করে পুষ্টি।
অভিযোগ আদি ছয়, অন্যে রতিহেতু হয়,
ব্রজদেবীর তাহে নাহি দৃষ্টি।।

স্বতঃসিদ্ধ রতি তাঁরে, সম্বন্ধাদি-সহকারে,
সমর্থা করিয়া রাখে সদা।
কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁর, উদ্যম নাহিক আর,
স্বীয় সুখ-চেষ্টা নাহি কদা।।
এই রতি প্রৌঢ়া হয়, মহাভাব দশা পায়,
যার তুল্য প্রাপ্তি আর নাই।
সর্বাদ্ভুত চমৎকার, সম্ভোগেচ্ছা এ প্রকার,
বর্ণিবারে বাক্য নাহি পাই।। ৯।।

মধুর-রতিরূপ স্থায়ি ভাবের উন্নতিক্রম ঃ —

রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগাখ্যান,
অনুরাগ, ভাব এই সাত।
রতি যত গাঢ় হয় ক্রমে সপ্ত নাম লয়,
স্থায়ী ভাব সদা অবদাত।।
স্নেহাদি যে ভাব হয়, প্রেম নামে পরিচয়
সাধারণ জনের নিকটে।
যে ভাব কৃষ্ণেতে যাঁর, সেই ভাবে কৃষ্ণ তাঁর
এ রহস্য রসে নিত্য বটে।।
ভক্তচিত্ত-সিংহাসন, তা'তে উপবিষ্ট হন,
স্থায়ী ভাব সর্বভাব-রাজ।
হ্লাদিনী যে পরা শক্তি, তাঁর সার শুদ্ধভক্তি,
ভাবরূপে তাঁহার বিরাজ।।
বিভাবাদি ভাবগণে, নিজায়ত্তে আনয়নে,
করেন যে রসের প্রকাশ।
রস নিত্যানন্দ-তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ সারসত্ত্ব,
জীবচিত্তে তাহার বিকাশ।। ১০।।

বিভাব ঃ —

রত্যাস্বাদ হেতু যত, বিভাব-নামেতে খ্যাত,
আলম্বন উদ্দীপন হয়।
বিষয়-আশ্রয় গত, আলম্বন দুই মত,
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত সে উভয়।।
নায়কের শিরোমণি, স্বয়ং কৃষ্ণ গুণমণি,
নিত্য গুণধাম পরাৎপর।
তাঁ'র ভাবে অনুরক্ত, গুণাঢ্য যতেক ভক্ত,
সিদ্ধ এক সাধক অপর।।
ভাব উদ্দীপন করে, উদ্দীপন নাম ধরে,
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বস্তু সব।
স্মিতাস্য - সৌরভ-শৃঙ্গ, বংশী কম্বুক্ষেত্রে ভৃঙ্গ,
পদাঙ্ক নূপুর কলরব।।
তুলসী ভজন চিন্, ভক্তজন দরশন,
এইরূপ নানা উদ্দীপন।
ভক্তিরস-আস্বাদনে, এই সব হেতুগণে,
নির্দ্দেশিলা রূপ সনাতন।। ১১।।

মধুর-রসে আলম্বনরূপ বিভাব ঃ —

শ্রীনন্দনন্দন ধন, তদীয় বল্লভাগণ,
মধুর-রসের আলম্বন।
গোপাগত রতি যাহাঁ গোপীচিত্তাশ্রয় তাহাঁ,
কৃষ্ণমাত্র বিষয় তখন।।
যাঁহা রতি কৃষ্ণগত, রত্যাশ্রয় কৃষ্ণচিত,
গোপী তাঁহা রতির বিষয়।
বিষয় আশ্রয় ধরে', স্থায়ি-ভাব-রতি চরে,
নৈলে রতি উদ্গত না হয়।।

বিভাবতে আলম্বন, রসে নিত্য প্রয়োজন,
ব্রজে তাই কৃষ্ণ গোপীনাথ।
মদনমোহন ধন, ব্রজাঙ্গনা গোপীজন,
বল্লভ রসিক রাধানাথ।।
স্বীয়া পরকীয়া-ভেদে, রস-রসান্তরাস্বাদে,
নিত্যানন্দে বিরাজে মাধব।
বড় ভাগ্যবান্ যেই, নিজে আলম্বন হই'
আস্বাদয়ে সে রস-আসব।। ১২।।

নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গুণ ঃ —

সুরম্য মধুর-স্মিত সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত,
বলীয়ান্ তরুণ গম্ভীর।
বাবদূক, প্রিয়ভাষী, সুধী, সপ্রতিভাশ্বাসী,
বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, ধীর।
কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ প্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ কীর্ত্তিমচ্ছ্রেষ্ঠ,
ললনা-মোহন, কেলিপর।
সুনিত্য নূতন-মূর্ত্তি, কেবল সৌন্দর্য্য-স্ফূর্ত্তি,
বংশী গানে সুদক্ষ, তৎপর।।
ধীরোদাত্ত, ধীরশান্ত, সুধীর, ললিত, কান্ত,
ধীরোদ্ধত ললনানায়ক।
চেটক-বিট-বেষ্টিত, বিদূষক-সুসেবিত,
পীঠমর্দ্দ, প্রিয় নর্ম্মসখ।।
এ পঞ্চ সহায়যুত, নন্দীশ্বরপতিসুত,
পতি-উপপতি-ভাবাচারী।
অনুকূল, শঠ ধৃষ্ট সদক্ষিণ, রসতৃষ্ণ,
রসমূর্ত্তি, নিকুঞ্জবিহারী।। ১৩।।

তদীয় বল্লভাগণ ঃ —

সুরম্যাদি গুণগণ, হইয়াছে বিভূষণ,
ললনা-উচিত-যতদূর।
পৃথুপ্রেমা, সুমাধুর্য্য, সম্পদের সুপ্রাচুর্য্য,
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রসপুর।
বল্লভা ত' দ্বিপ্রকার, স্বীয়, পরকীয়া আর,
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভেতি ত্রয়।
কেহ বা নায়িকা তাহে, কেহ সখী হইতে চাহে,
নিজে ত' নায়িকা নাহি হয়।।
নায়িকাগণ প্রধান, রাধা, চন্দ্রা, দুই জন
সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্য-গুণাশ্রয়া।
সেই দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাধিকা কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ,
মহাভাবস্বরূপ-নিলয়া।
আর যত নিত্যপ্রিয়া, নিজ নিজ যূথ লঞা,
সে দু'য়ের করেন সেবন।
শ্রীরূপ অনুগ জন, শ্রীরাধিকা-শ্রীচরণ,
বিনা নাহি জানে অন্য ধন।। ১৪।।

নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা-সেবা ঃ —

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি', গৃহ ছাড়ি কুঞ্জে চলি',
যাইতে হয় 'অভিসারী' সখী।
কুঞ্জ সজ্জা করে যবে, 'বাসক সজ্জা' হ'ন তবে
উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণপথ লখি'।।
কাল উল্লঙ্ঘিয়া হরি, ভোগচিহ্ন দেহে ধরি',
আইলে হন 'খণ্ডিতা' তখন।
সঙ্কেতে পাইয়া বৈসে, তবু কান্ত না আইসে,
'বিপ্রলব্ধা' নায়িকা ত' হন।।

মনের কলহে হরি, যা'ন চলি দুঃখ করি',
'কলহান্তরিতা' সন্তাপিনী।
মথুরাতে কান্ত গেল, বহুদিন না আইল,
'প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা' কাঙ্গালিনী।।
নিজায়ত্তে কান্তে পেয়ে', ক্রীড়া করে কান্ত ল'য়ে
'স্বাধীন ভর্ত্তৃকা' সে রমণী।
নায়িকামাত্রের হয়, এই অষ্টদশোদয়,
বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ-বোধিনী।। ১৫।।

প্রধান-নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সখী বর্ণন ঃ —

নায়িকার শিরোমণি, ব্রজে রাধা ঠাকুরাণী,
পঞ্চবিধ সখীগণ তাঁ'র।
সখী, নিত্যসখী আর, প্রাণসখী অতঃপর।
প্রিয় সখী — এই হৈল চা'র।।
পঞ্চম পরমপ্রেষ্ঠ, সখীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
বলি সব শুন বিবরণ।
কুসুমিকা বিন্ধ্যাবতী, ধনিষ্ঠাদি ব্রজসতী,
সখীগণ-মধ্যেতে গণন।।
শ্রীরূপ, রতি কস্তুরী, শ্রীগুণ, মণিমঞ্জরী,
প্রভৃতি রাধিকা-নিত্যসখী।
প্রাণসখী বহু তাঁ'র, বাসন্তী নায়িকা আর,
প্রধানা তাহার শশীমুখী।।
কুরঙ্গাক্ষী, মঞ্জুকেশী, সুমধ্যা মদনালসী,
কমলা, মাধুরী, কামলতা।
কন্দর্পসুন্দরী আর, মাধবী মালতী আর,
শশীকলা রাধাসেবা রতা।।
ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, চম্পলতা,

ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সতী!
সুদেবীতি অষ্ট জন, পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ,
রাধাকৃষ্ণে সেবে একমতি।। ১৬।।

সখীর সাধারণ সেবা ঃ —

রাধাকৃষ্ণ গুণ গান, মিথাসক্তি সম্বর্দ্ধন,
উভয়াভিসার সম্পাদন।
কৃষ্ণে সখী-সমর্পণ, নর্ম্মবাক্য-আস্বাদন,
উভয়ের সুবেশ-রচন।।
চিত্তভাব-উদ্‌ঘাটন, মিথচ্ছিদ্র সংগোপন,
প্রতীপ জনের সুবঞ্চন।
কুশল শিক্ষণ আর, সম্মিলন দু'জনার,
ব্যজনাদি বিবিধ সেবন।।
উভয় কুশল ধ্যান, দোষে তিরস্কার দান,
পরস্পর সন্দেশ-বহন।
রাধিকার দশাকালে, প্রাণরক্ষা সুকৌশলে,
সখী-সাধারণ কার্য্য জান।।
যেবা যে সখীর কার্য্য, বিশেষ বলিয়া ধার্য্য,
প্রদর্শিত হ'বে যথাস্থানে।
রূপানুগ ভজে যেবা, যে সখীর যেই সেবা,
তদনুগ সেই সেবা মানে।। ১৭।।
পঞ্চসখী মধ্যে চার, নিত্য সিদ্ধ রাধিকার,
সে সকলে সাধন না কৈল।
সখী বলি, উক্ত যেঁহ, সাধন-প্রভাবে তেঁহ,
ব্রজরাজ পুরে বাস পাইল।।
সেই সখী দ্বিপ্রকার, সাধনেতে সিদ্ধ আর,
সাধনপরা বলিয়া গণন।।

সিদ্ধা বলি' আখ্যা তাঁর, গোপী দেহ হইল যাঁ'র,
করি' রাগে যুগল ভজন।
কৃষ্ণাকৃষ্ট মুনিজন, তথা উপনিষদ্গণ,
যে না লৈল গোপীর স্বরূপ।
সাধন আবেশে ভজে, সিদ্ধি তবু না উপজে,
ব্রজভাব প্রাপ্তি অপরূপ।।
যে যে শ্রুতি মুনিগণ, গোপী হঞা সুভজন,
করিল সখীর পদ ধরি'।
নিত্যসখী-কৃপাবলে, তৎসালোক্য লাভ-ফলে,
সেবা করে শ্রীরাধা শ্রীহরি।।
দেবীগণ সেই ভাবে, সখীর সালোক্য-লাভে,
কৃষ্ণ সেবা করে সখী হ'য়ে।
ব্রজের-বিধান এহ, গোপী বিনা আর কেহ,
না পাইবে ব্রজযুবদ্বয়ে।। ১৮।।

সর্ব্ব সখীর পরস্পর ভাবঃ —

পরম চৈতন্য হরি, তাঁ'র শক্তি বনেশ্বরী,
পরাশক্তি বলি' বেদে গায়।
শক্তিমানে সেবিবারে, শক্তি কায়ব্যূহ করে,
নানা শক্তি তাহে বাহিরায়।।
আধার-শক্তিতে ধাম, আহ্বয় শক্তিতে নাম,
সন্ধিনী শক্তিতে বস্তু জাত।
সম্বিৎ-শক্তিতে জ্ঞান, তটস্থ জীববিধান,
হ্লাদিনীতে কৈল সখী-ব্রাত।।
নিত্যসিদ্ধ সখী সব, হ্লাদিনীর সুবৈভব,
হ্লাদিনী-স্বরূপ মূল রাধা।

চন্দ্রাবলী আদি যত, শ্রীরাধার অনুগত,
কেহ নহে রাধা-প্রেমের বাধা।
প্রেমের বিচিত্র গতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সতী,
চন্দ্রা করে রাধা-প্রেম পুষ্ট।।
সব সখীর একমন, নানাকারে নানা জন
ব্রজযুবদ্বন্দ্বে করে তুষ্ট।। ১৯।।

ব্রজগত মধুর-রতি উদ্দীপন ঃ —

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তগত, গুণনাম সুচরিত,
মণ্ডল সম্বন্ধি তটস্থাদি।
ভাব যত অগণন, ঐ রসের উদ্দীপন,
হেতু বলি' বলে রসবেদী।।
মানস বাচিক পুনঃ, কায়িকাতে তিনগুণ,
নামকৃষ্ণ শ্রীরাধামাধব।
নৃত্য বংশীগানগতি, গোদোহন গো-আহুতি,
অঘোদ্ধার গোষ্ঠেতে তাণ্ডব।।
মাল্যানুলেপন আর, বাস-ভূষা এই চা'র,
প্রকার মণ্ডল শোভাকর।
বংশীশৃঙ্গ বীণা রব, গীতশিল্প সুসৌরভ,
পদাঙ্কভূষণ বাদ্যস্বর।।
শিখিপুচ্ছ, গাভী যষ্টি, বেণু শৃঙ্গ প্রেষ্ঠ-দৃষ্টি,
অদ্রিধাতু নির্মাল্য গোধূলি।
বৃন্দাবন তদাশ্রিতা, গোবর্দ্ধন রবিসুতা,
রাস আদি যত লীলাস্থলী।
খগ ভৃঙ্গ মৃগ কুঞ্জ, তুলসিকা লতাপুঞ্জ,
কর্ণিকার কদম্বাদি তরু।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি সব, বৃন্দারণ্য সুবৈভব,
উদ্দীপন করে রস চারু।।
জ্যোৎস্না ঘন সৌদামিনী, শরৎপূর্ণ নিশামণি,
গন্ধবহ আর খগচয়।
তটস্থাখ্য উদ্দীপন, রসাস্বাদ-বিভাবন,
করে সব হইয়া সদয়।। ২০।।

অনুভাব ঃ—

বিভাবিত রতি যবে, ক্রিয়াপর হ'য়ে তবে,
অনুভাব হয় ত' উদিত।
চিত্তভাব উদ্‌ঘাটিয়া, করে বাহ্য সুবিক্রিয়া,
যখন যে হয় ত' উচিত।।
নৃত্যগীত বিলুণ্ঠন, ক্রোশন তনুমোটন,
হুঙ্কার জৃম্ভন ঘন শ্বাস।
লোকানপেক্ষিতা মতি লালাস্রাব ঘূর্ণা অতি,
হিক্কাদয় অট্ট অট্ট হাস।।
গাত্রচিত্ত যত সব, অলঙ্কার সুবৈভব
নিগদিত বিংশতি প্রকার।
উদ্ভাস্বর নাম তা'র ধর্ম্মিল্য সংস্রণ আর,
ফুল্ল ঘ্রাণ নীব্যাদি বিকার।।
বিলাপালাপ সংলাপ, প্রলাপ ও অনুলাপ
অপলাপ সন্দেশাতিদেশ।
অপদেশ উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ
বাচিকানুভাবের বিশেষ।। ২১।।

সাত্ত্বিক ভাব,

স্থায়ী ভাবাবিষ্টচিত্ত, পাইয়া বিভাববিত্ত,
উদ্ভট ভাবেতে আপনার।
প্রাণ-বৃত্তে ন্যাস করে, প্রাণ সেই ন্যাসভরে,
দেহ প্রতি বিকৃতি চালায়।।
বৈবর্ণ্য রোমাঞ্চ স্বেদ, স্তম্ভ কম্প স্বরভেদ,
প্রলয়াশ্রু — এ অষ্ট বিকার।
সঞ্চারী যে ভাবচয়, হর্ষামর্ষ আর ভয়,
বিষাদ বিস্ময়াদি তা'র।।
প্রবৃত্তিকারণ হয়, লীলাকালে রসে লয়,
আপনে করায় অনুক্ষণ।
ধূমায়িতা উজ্জ্বলিতা, দীপ্তা আর সু-উদ্দীপ্তা,
এই চারি অবস্থা লক্ষণ।।
যার যেই অধিকার, সাত্ত্বিক বিকার তা'র,
সে লক্ষণে হয় ত' উদয়।
মহাভাব দশা যথা, সু-উদ্দীপ্তা ভাব তথা,
অনায়াসে সুলক্ষিত হয়।। ২২।।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবঃ —

নির্ব্বেদ বিষাদ মদ, দৈন্য গ্লানি শ্রমোন্মাদ,
গর্ব্বত্রাস শঙ্কা অপস্মৃতি।
আবেগ আলস্য ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, জড়তাদি,
ব্রীড়া অবহিত্থা আর স্মৃতি।।
বিতর্ক চাপল্য মতি, চিন্তৌৎসুক্য হর্ষ ধৃতি,
উগ্রালস্য নিদ্রামর্ষ সুপ্তি।
বোধ হয় এই ভাবচয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সবে হয়,
ব্যভিচারী নামে লভে জ্ঞপ্তি।।

অতুল্য মধুর রসে উগ্রালস্য না পরশে
আর সব ভাব যথাযথ।
উদি' ভাবাবেশ সুখে স্থায়িভাবের অভিমুখে
বিশেষ আগ্রহে হয় রত।।
রাগাঙ্গ সত্ত্ব আশ্রয়ে রসযোগ সঞ্চারয়ে
যেন স্থায়ী সাগরের ঢেউ।
নিজ কার্য্য সাধি' তূর্ণ সাগর করিয়া পূর্ণ,
নিবে আর নাহি দেখে কেউ।। ২৩।।

ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ী ভাবের উত্তর দশা ঃ —

সাধারণী সমঞ্জসা স্থায়ী লভে ভাব দশা
কুব্জা আর মহিষী প্রমাণ।
একা ব্রজদেবীগণে মহাভাব সংঘটনে
রূঢ় অধিরূঢ় সুবিধান।।
নিমেষাসহ্যতা তায় হৃন্মন্থনে খিন্ন প্রায়
কল্পক্ষণ সৌখ্যে শঙ্কাকুল।
আত্মাবধি বিস্মরণ ক্ষণকল্প বিবেচন
যোগে বা বিয়োগে সমতুল।।
অধিরূঢ় ভাবে পুনঃ দ্বিপ্রকার ভেদ শুন
মোদন মাদন নামে খ্যাত।
বিশ্লেষ দশাতে পুনঃ মোদন হয় মোহন
দিব্যোন্মাদ তাহে হয় জাত।।
দিব্যোন্মাদ দ্বিপ্রকার চিত্রজল্পোদ্ঘূর্ণ আর
চিত্রজল্প বহুবিধ তায়।
মোহনেতে শ্রীরাধার মাদনাখ্য দশা সার
নিত্যলীলাময়ী ভাব পায়।।

সাধারণী ধূমায়িতা সমঞ্জসা সদা দীপ্তা
রূঢ়ে তথোদ্দীপ্তা সমর্থায়।
সুদ্দীপ্তা শ্রীরাধাপ্রেম যেন উজ্জ্বলিত হেম।
মোহনাদি ভাবে সদা তায়।। ২৪।।

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদে দ্বিবিধ উজ্জ্বল রস

বিপ্রলম্ভ ঃ —

শ্রীউজ্জ্বল রসসার স্বভাবতঃ দ্বিপ্রকার
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ আখ্যান।
বিনা বিপ্রলম্ভাশ্রয় সম্ভোগের পুষ্টি নয়
তাই বিপ্রলম্ভের বিধান।।
পূর্ব্বরাগ তথা মান প্রবাস-বৈচিত্ত্যজ্ঞান
বিপ্রলম্ভ চারি ত' প্রকার।
সঙ্গমের পূর্ব্বরীতি লভে পূর্ব্বরাগ খ্যাতি
দর্শনে শ্রবণে জন্ম তা'র।।
অনুরক্ত দম্পতির অভীষ্ট বিশ্লেষ স্থির
দর্শন বিরোধী ভাব মান।
সহেতু নির্হেতু মান প্রণয়ের পরিণাম
প্রণয়ের বিলাস প্রমাণ।।
সামভেদ ক্রিয়াদানে নত্যপেক্ষা-সুবিধানে
সহেতু মানের উপশম।
দেশকাল-বেণুরবে নির্হেতুক মানোৎসবে
করে অতি শীঘ্র উপরম।।
বিচ্ছেদ-আশঙ্কা হৈতে প্রেমের বৈচিত্ত্য চিত্তে
প্রেমের স্বভাবে উপজয়।
দেশ গ্রাম বনান্তরে প্রিয় যে প্রবাস করে
প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভ হয়।। ২৫।।

সম্ভোগ ঃ—

দর্শন অশ্লেষান্বিত আনুকূল্যে সেবাশ্রিত
উল্লাসে আরূঢ় যেই ভাব।
যুবদ্বন্দ্ব হৃদি মাঝে রসাকারে সুবিরাজে
সম্ভোগাখ্যা তাঁ'র হয় লাভ।।
মুখ্য গৌণ দ্বিপ্রকার সম্ভোগের সুবিস্তার
তদুভয় চারিটি প্রকার।
সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ জান সম্পন্ন সমৃদ্ধি মান
পূর্ব্ব ভাবাবস্থা অনুসার।।
পূর্ব্ব রাগান্তরে যাঁহা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ তাঁহা
মানান্তরে সঙ্কীর্ণ প্রমাণে।
ক্ষুদ্র প্রবাসাবসানে সম্পন্ন সমৃদ্ধি মানে
সুদূর প্রবাস অবসানে।।
সম্পন্ন দ্বিবিধ ভাব আগতি ও প্রাদুর্ভাব
মনোহর সম্ভোগ তাহায়।
স্বপ্নে ঐ সব ভাব যাহে হয় আবির্ভাব
তবে গৌণ সম্ভোগ জানায়।। ২৬।।

সম্ভোগের প্রকার ঃ —

সন্দর্শন সংস্পর্শন জল্প বর্ত্ম নিরোধন
রাস বৃন্দাবন-লীলা ভূরি।
জলকেলি যমুনায় নৌকাখেলা চৌর্য্যতায়
ঘট্ট লীলা কুঞ্জে লুকোচুরি।।
মধুপান বধূবেশ কপট নিদ্রা আবেশ
দ্যূতক্রীড়া বস্ত্র টানাটানি।
চুম্বাশ্লেষ নখার্পণ বিম্বাধর সুধাপান
সম্প্রয়োগ আদি লীলা মানি।।

সম্ভোগ প্রকার সব সম্ভোগের মহোৎসব
লীলা হয় সদা সুপেশল।
সেই লীলা অপরূপ উজ্জ্বল রসের কূপ
তাহে যা'র হয় কৌতূহল।।
চিদ্বিলাস রসভরে রতি ভাব দশা ধরে
মহাভাব পর্য্যন্ত বাড়য়।
যে জীব সৌভাগ্যবান্ লীলাযোগে সুসন্ধান
ব্রজে বসি' সতত করয়।। ২৭।।

উজ্জ্বল রসাশ্রিত-লীলা ঃ—

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে ব্রজতত্ত্ব নিত্য তৈছে
লীলারস এক করি' জান।
কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস সকলই কৃষ্ণের বশ
বেদ ভাগবতে করে গান।।
শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব তাঁর লীলা শুদ্ধ সত্ত্ব
মায়া যাঁর দূরস্থিতা দাসী।
জীব প্রতি কৃপা করি' লীলা প্রকাশিল হরি
জীবের মঙ্গল অভিলাষী।।
ব্রহ্মা শেষ শিব যাঁর অন্বেষিয়া বার বার
তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে।
ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি পরমাত্মার অংশী তিনি
স্বয়ং ভগবান্ বলি যাঁরে।।
সেই কৃষ্ণ দয়াময় মূলতত্ত্ব সর্ব্বাশ্রয়
অনন্তলীলার এক খনি।
নির্ব্বিশেষ লীলাভরে ব্রহ্মতা প্রকাশ করে
স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি।।

অংশে পরমাত্মা হ'য়ে বদ্ধজীবগণে ল'য়ে
কর্ম্মচক্রে লীলা করে কত।
দেবলোকে দেব-সহ উপেন্দ্রাদি হ'য়ে তেঁহ
দেবলীলা করে কত শত।।
পরব্যোমে নারায়ণ হ'য়ে পালে দাসজন
দেবদেব রাজ-রাজেশ্বর।
সেই কৃষ্ণসর্ব্বাশ্রয় ব্রজে নর-পরিচয়
নরলীলা করিল বিস্তার।। ২৮।।

ব্রজলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ —

কৃষ্ণের যতেক খেলা তার মধ্যে নরলীলা
সর্ব্বোত্তম রসের আলয়।
এ রস গোলোকে নাই তবে বল কোথা পাই
ব্রজধাম তাহার নিলয়।।
নিত্যলীলা দ্বিপ্রকার সান্তর ও নিরন্তর
যাহে মজে রসিকের মন।
জন্মবৃদ্ধি দৈত্যনাশ মথুরা-দ্বারকা-বাস
নিত্যলীলা সান্তরে গগন।।
দিবারাত্র অষ্টভাগে ব্রজজন অনুরাগে
করে কৃষ্ণ লীলা নিরন্তর।
তাহার বিরাম নাই সেই নিত্যলীলা ভাই
ব্রহ্মরুদ্রশেষ-অগোচর।।
জ্ঞান যোগ কর যত হয় তাহা দূরগত
শুদ্ধ রাগ নয়নে কেবল।
সে লীলা রক্ষিত হয় পরানন্দ বিতরয়
হয় ভক্তজীবন সম্বল।। ২৯।।

সিদ্ধি-লালসা

[১]

কবে গৌরবনে, সুরধুনী তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি',
নানা লতা তরুতলে।। ১।।
(কবে) শ্বপচ গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি', কৃষ্ণ কোলাহল।। ২।।
(কবে) ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণবচরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি, অবধূত বেশ।। ৩।।
(কবে) গৌড়ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজ-বাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।। ৪।।

[২]

দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা
নিত্য চিদানন্দময়।। ১।।

বৃষভানুপুরে জনম লইব
যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব হইবে স্বভাব
আন ভাব না রহিবে।। ২।।
নিজ সিদ্ধ দেহ নিজ সিদ্ধ নাম
নিজরূপ স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ।। ৩।।
যামুন সলিল আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগলরস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে পাগলিনী প্রায়
গাইব রাধার যশ।। ৪।।

[৩]

হেন কালে কবে বিলাস মঞ্জরী
অনঙ্গ মঞ্জরী আর।
আমারে হেরিয়া অতি কৃপা করি'
বলিবে বচন সার।। ১।।
এস, এস, সখি! শ্রীললিতা-গণে
জানিব তোমারে আজ।
গৃহকথা ছাড়ি' রাধাকৃষ্ণ ভজ
ত্যজিয়া ধরম লাজ।। ২।।
সে মধুর বাণী শুনিয়া এজন
সে দুঁহার শ্রীচরণে।
আশ্রয় লইবে দুঁহে কৃপা করি'
লইবে ললিতা-স্থানে।। ৩।।

ললিতা সুন্দরী সদয় হইয়া
করিবে আমারে দাসী।
স্বকুঞ্জ-কুটীরে দিবেন বসতি
জানি' সেবা-অভিলাষী।। ৪।।

[৪]

পাল্যদাসী করি', ললিতা সুন্দরী,
আমারে লইয়া কবে।
শ্রীরাধিকা পদে, কালে মিলাইবে,
আজ্ঞা সেবা সমর্পিবে ।। ১।।
শ্রীরূপমঞ্জরী, সঙ্গে যাব কবে,
রস-সেবা-শিক্ষা তরে।
তদনুগা হ'য়ে, রাধাকুণ্ড তটে,
রহিব হর্ষিতান্তরে।। ২।।
শ্রীবিশাখাপদে, সঙ্গীত শিখিব,
কৃষ্ণলীলা রসময়।
শ্রীরতি মঞ্জরী, শ্রীরস মঞ্জরী,
হইবে সবে সদয়।। ৩।।
পরম আনন্দে, সকলে মিলিয়া,
রাধিকা চরণে রব।
এই পরাকাষ্ঠা, সিদ্ধি কবে হ'বে,
পা'ব রাধা-পদাসব।। ৪।।

[৫]

চিন্তামণিময়, রাধাকুণ্ড তট,
তাহে কুঞ্জ শত শত।
প্রবাল বিদ্রুম- ময় তরুলতা,
মুক্তাফলে অবনত ।। ১।।

স্বানন্দ-সুখদ, কুঞ্জ মনোহর,
তাহাতে কুটির শোভে।
বসিয়া তথায়, গা'ব কৃষ্ণনাম,
কবে কৃষ্ণদাস্য লোভে ।। ২।।
এমন সময়, মুরলীর গান,
পসিবে এ দাসী-কানে।
আনন্দে মাতিব, সকল ভুলিব,
শ্রীকৃষ্ণবংশীর গানে।। ৩।।
রাধে রাধে বলি', মুরলী ডাকিবে,
মদীয় ঈশ্বরী-নাম।
শুনিয়া চমকি', উঠিবে এ দাসী,
কেমনে ধরিবে প্রাণ।। ৪।।

[৬]

নির্জ্জন কুটিরে শ্রীরাধাচরণ-
স্মরণে থাকিব রত।
শ্রীরূপমঞ্জরী, ধীরে ধীরে আসি',
কহিবে আমায় কত।। ১।।
বলিবে ও সখি! কি কর বসিয়া,
দেখহ বাহিরে আসি'।
যুগল-মিলন, শোভা নিরুপম,
হইবে চরণ দাসী।। ২।।
স্বারসিকী সিদ্ধি, ব্রজগোপী ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি।। ৩।।

সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী।
যখন যে সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধা-চরণে ধনি।। ৪।।

[৭]

শ্রীরূপমঞ্জরী কবে মধুর বচনে।
রাধাকুণ্ড মহিমা বর্ণিবে সংগোপনে।। ১।।
এ চৌদ্দ ভুবনোপরি বৈকুণ্ঠ-নিলয়।
তদপেক্ষা মথুরা পরম শ্রেষ্ঠ হয়।। ২।।
মাথুরমণ্ডলে রাসলীলা স্থান যথা।
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ অতি শুন মম কথা।। ৩।।
কৃষ্ণলীলাস্থল গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম সর্ব্বশক্তিধর।। ৪।।
রাধাকুণ্ড মহিমা ত' করিয়া শ্রবণ।
লালায়িত হ'য়ে আমি পড়িব তখন।। ৫।।
সখীর চরণে কবে করিব আকুতি।
সখী কৃপা করি দিবে স্বারসিকী স্থিতি।। ৬।।

[৮]

বরণে তড়িৎ বাস তারাবলী,
কমল মঞ্জরী নাম।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত,
স্বানন্দ-সুখদ-ধাম।। ১।।
শ্রীকর্পূর সেবা, ললিতার গণ,
রাধা যুথেশ্বরী হন।
মমেশ্বরী-নাথ শ্রীনন্দ-নন্দন,
আমার পরাণ ধন।। ২।।

শ্রীরূপমঞ্জরী, প্রভৃতির সম,
যুগল সেবার আশ।
অবশ্য সেরূপ, সেবা পাব আমি,
পরাকাষ্ঠা সুবিশ্বাস।। ৩।।
কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব স্মৃতি পরিহরি।। ৪।।

[৯]

বৃষভানুসুতা- চরণ সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী।। ১।।
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী।। ২।।
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে, সেবিব রাধার,
চরণ কল্পতরু।। ৩।।
রাধাপক্ষ ছাড়ি, যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা, পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তাঁকে।। ৪।।

[১০]

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।
যুগল মিলন, সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি।। ১।।
রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার,
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয়।। ২।।
এ হেন রাধার, চরণযুগলে,
পরিচর্য্যা পা'ব কবে।
হাহা ব্রজ-জন, মোরে দয়া করি,
কবে ব্রজবনে লবে।। ৩।।
বিলাস মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী,
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে,
দেহ মোর সিদ্ধি সার।। ৪।।

পরিশিষ্ট

(জনৈক শ্রীভক্তিবিনোদ-কিঙ্কর লিখিত)

(দুষ্ট) মন তুমি কিসের বৈষ্ণব।
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।।

কনক কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশাতরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত' কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি সম্বন্ধ, শূন্যমায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।।
প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁরিয়া তাদৃশ গৌরব।।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।।
মৎসরতা বশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন সৌষ্টব।

তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী বৈভব।।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত সেই সব।
সেই দুটি কথা, ভুলনা সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব।।
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ একাকার সব।
কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই কি আর করব।।
আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহাতে সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।
বিষয় মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দুয়ে ত্যজ মন দুই অবৈষ্ণব।।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়েতে সম্ভব।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।।

বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেনবা ডাকিছ নির্জ্জন আহব।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।।
হরিপদ ছাড়ি, নির্জনতা বাড়ি,
লভিয়া কি তাহা ফল্গু সে বৈভব।
রাধা দাস্যে রহি, ছাড়ি ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।।
রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নির্জ্জন ভজন কৈতব।।
ব্রজবাসীগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা' নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।।
শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব।।

———

পরিশিষ্ট

বাউল-সঙ্গীত

(শ্রীচাঁদ-বাউল-কৃত) ✰

[১]

আমি তোমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী,
তাই তোমারে বলি ভাই রে।
নিতাই-এর হাটে গিয়ে (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে।। ১।।

✰ গণশিক্ষার পক্ষে সহজ গ্রাম্য-ভাষায় রচিত যুক্তিগর্ভ বাউল-সঙ্গীতগুলি খুব উপযোগী। পল্লীর মজুর, চাষী, দোকানী, নাবিক, অশিক্ষিত জনসাধারণ, এমনকি, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত আভিজাত্যবাদিগণও বাউল-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সাড়া দিয়া থাকেন। ✰ কিন্তু বাজারে প্রচলিত বাউল-সঙ্গীতের মধ্যে ভক্তি বা ভাবুকতার নামে সম্ভোগবাদ ও বহুরূপী নির্বিশেষবাদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুফিবাদ, কবীরের ও দাদুর নির্বিশেষ মত বাউলমতের সহোদর বা মিত্র; সম্ভোগবাদী সাহিত্যিকগণ ইহার প্রচ্ছন্ন মোহে মুগ্ধ হন। এজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাউলসঙ্গীতের ভাব, ভাষা ও সুরে সাধারণকে আকর্ষণ করিয়া প্রকৃত বাউলের স্বরূপ জানাইয়াছেন। তিনি ভণিতায় আপনাকে 'চাঁদ বাউল' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বাউলগণের মধ্যে 'চাঁদ', 'কর্ত্তা', 'দেহতত্ত্ব', 'গুরুসত্য', 'মানুষসত্য', 'মার্কামারা', 'মনের মানুষ', ' মেয়ে হিজড়ে', 'পুরুষ খোজা', 'সহজভজন', 'আত্মরূপী জনার্দ্দন', 'ভাবের গুরু', 'মনের মালা' প্রভৃতির পরিভাষার

গৌরচন্দ্র মার্কা করা, এ হরিনাম রসে ভরা,
নামে নামী পড়ছে ধরা, লও যদি বদন ভরে'।। ২।।
পাপ তাপ সব দূরে যা'বে সারময় সংসার হ'বে,
আর কোন ভয় নাহি রবে, ডুব্‌বে সুখের পাথারে।। ৩।।
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি ক'রে ঋণ
দেখে' আমায় অতি হীন, শ্রদ্ধামূল্যে দেও ধরে'।। ৪।।

ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পদকর্ত্তা সেই সকল পরিভাষা ব্যবহার করিয়া গ্রাম্য ব্যবহাররত চিত্তবৃত্তিকে অপ্রাকৃতভূমিকায় উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ দিয়াছেন। তিনি শ্রীনিতাইচাঁদ বা শ্রীগোরাচাঁদের শুদ্ধ-ভক্তিরসের যথার্থ বাতুল; এইজন্যই তাঁহার নাম—'শ্রীচাঁদ বাউল'।

* Medieval Mysticism of India Luzac & Co. London.

আমি .... তরে—শ্রীনিতাইচাঁদের বাউল শ্রীগুরুদেব জীবদুঃখকাতর; তাই তিনি শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীনামহট্ট হইতে জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীনাম-চিন্তামণি আনয়ন করিয়াছেন ।। ১।।

মার্কা করা—[ইং Mark চিহ্ন] চিহ্নিত বা চিহ্নযুক্ত। **রসে ভরা**—"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।" (ভঃ রঃ সিঃ ১/২/১০৮) **নামে নামী পড়ছে ধরা**—"অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ"(ঐ)। **'বদন ভরে'**—নিরাপদে।। ২।।

সারময় ..... হ'বে—অসার সংসার শ্রীনামপ্রভুর সারযুক্ত সংসার হইবে। **পাথারে**—সাগরে।।৩।।

কাঙ্গাল—অর্থহীন; নিষ্কিঞ্চন। **শ্রদ্ধামূল্যে**—ইহা দ্বারা প্রাকৃত অর্থাদির বিনিময়ে শ্রীনামের-দান প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।। ৪।।

মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব, ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখ্‌বো নিজের ভাণ্ডারে।। ৫।।
নদীয়া-গোদ্রুমে থাকি, 'চাঁদ-বাউল বলিছে ডাকি',
'নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজী এ সংসারে।। ৬।।

[২]

ধর্ম্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন, ভাই।
হরিনাম কর সদা (ওরে ও ভাই,) হরি বিনা বন্ধু নাই।। ১।।
যে কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্ব্বাহ করি',
বল মুখে হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই।। ২।।
গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য অভিলাষ-ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই।। ৩।।
আমি চাঁদ-বাউলদাস, করি তব কৃপা আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই।। ৪।।

মহাজনকে .... লাভ পাই—নাম কীর্ত্তনকারীর প্রচারক জীবের প্রতি দয়া করিতে গিয়া নিজেও প্রচুর লাভবান্ হন। "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ। কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"—(চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৮-১২৯) ।। ৫।।

ধর্মপথে থাকি—ব্যভিচার, অনাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সুনৈতিক হইয়া।।১।। **ব্যবসা ধরি'**—শুক্লবিত্তদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া।। ২।।

অন্যাভিলাষ—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপর ভুক্তিমুক্তির যাবতীয় অভিলাষ; "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ..... উত্তমা।।" (ভঃ রঃ সিঃ ১/১/৯) ।। ৩।।

[৩]

আসল কথা বল্‌তে কি।
তোমার কেন্থাধরা, কপ্নি-আঁটা — সব ফাঁকি।। ১।।
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি' ঘরে, পরনারী-সঙ্গ করে,
অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ফিরে, রাখ্‌লে কি বাকী।। ২।।
তুমি গুরু বল্‌ছো বটে, সাধুগুরু নিষ্কপটে
কৃষ্ণনাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি? ৩।।
যেবা অন্য শিক্ষা দেয়, তা'কে কি 'গুরু' বল্‌তে হয় ?
দুধের ফল ত' ঘোলে নয়, ভেবে' চিত্তে দেখ দেখি।। ৪।।
শম-দম-তিতিক্ষা-বলে, উপরতি, শ্রদ্ধা হ'লে,
তবে ভেক-চাঁদ-বাউল, বলে, এঁচড়ে পেকে হবে কি ? ।। ৫।।

[৪]

'বাউল বাউল' বল্‌ছে সবে, হচ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) করছে জীবকে বঞ্চনা।। ১।।

কেন্থাধরা—(সং—কন্থা) অপভ্রংশ কেন্থা বা কাঁথা; বৈরাগীর বেশ-ধারণ ।। ৩/১।। **কপ্নি-আঁটা**—(সং কৌপীন) গৃহত্যাগিগণের কৌপীনধারণের ন্যায় সজ্জা ।। ৩/১।। **ফাঁকি**—কপট ।। ৩/১।। **ধর্ম্মপত্নী**—বিবাহিত বৈধপত্নী।। ৩/২।। **মেকি**—নকল, কৃত্রিম।। ৩/৩। **দুধের .... নয়**—দুগ্ধের প্রয়োজন ঘোলের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না।। ৩/৪।। **উপরতি**—নিবৃত্তি, বাসনা পরিহার।। ৩/৫।। **এঁচড়ে পেকে**—অসময়ে বা অনর্থ থাকা কালে সিদ্ধ অবস্থার অভিনয় করা ।। ৩/৫।।

বাউল বাউল .... কোন জনা—সকলেই মুখে বাউল বাউল বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত বাউল অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বাতুল বা

দেহতত্ত্ব — জড়ের তত্ত্ব তা'তে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত' তায় পারবে না।। ২।।
যদি বাউল চাও রে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড় রে মনের বাসনা।। ৩।।
বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হও রে রত,
নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা।। ৪।।
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড় রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদ-বাউল আর দেখে না। ৫।।

[৫]

মানুষ-ভজন কর্‌ছো, ও ভাই ভাবের গান ধরে।
গুপ্ত করে' রাখছো ভাল ব্যক্ত হ'বে যমের ঘরে।। ১।।

বিপ্রলম্ভবিভাবিত চিত্ত কেই-ই বা হইতেছে?।। ৪/১।। **দাড়ি চূড়া**— বাউলগণ লম্বমান **শ্মশ্রু** ও মাথায় চূড়ার ন্যায় ঝুটি রাখিয়া থাকে ।। ৪/১।। **দেহতত্ত্ব**—শারীরস্থান-বিদ্যা (Physiology); বাউলদিগের দেহতত্ত্বের বিচার এই যে, জড়-দেহেই বৃন্দাবনাদি আছে। বাউল সম্প্রদায়ে প্রচলিত দেহতত্ত্বের গানগুলি তাহাদের প্রকৃত ও বিকৃত দেহাসক্তির পরিচয় প্রদান করে। এইজন্য তাহাদের দেহতত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে জড়েরই তত্ত্ব।। ৪/২।। **মায়ার গর্ত্ত**—দেবীধাম বা গর্ভাবাস।। ৪/২।। **চিদানন্দ পরমার্থ**—অপ্রাকৃত পরম প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম।। ৪/২।। **কথার ছল**— নানা-প্রকার গ্রাম্যপরিভাষা, যুক্তি ও উপমাবহুল দেহতত্ত্বাদির বর্ণনা।। ৪/৫।।

মানুষ-ভজন— 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।",— এই বাক্যের কদর্থ করিয়া যে রক্তমাংসময় মর্ত্ত্য মানবপূজা, শরীর পূজা বা স্থূলদেহগত ইন্দ্রিয়তর্পণ ।। ৫/১।।

মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা, তবে ত' হয় কর্ত্তাভজা,
এই ছলে কর্‌ছো মজা মনের প্রতি চোখ ঠেরে।। ২।।
'গুরু সত্য' বল্‌ছো মুখে, আছ ত' ভাই, জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্ম্মুখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন করে' ? ৩।।
যোষিৎসঙ্গ-অর্থলোভে, মজে ত' জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে।। ৪।।
চাঁদ-বাউল মিনতি করি' বলে, — ও সব পরিহরি',
শুদ্ধভাবে বল 'হরি', যা'বে ভবসাগর-পারে।। ৫।।

[৬]

এও ত' এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা।। ১।।

কর্ত্তাভজা—মর্ত্ত্য মানবকে গুরু বা কর্তৃরূপে ভজনাকারী সম্প্রদায়বিশেষ। **মজা**—জড়েন্দ্রিয়তর্পণ। **মনের ... ঠেরে'**—মনকে ফাঁকি দিয়া ।। ২।। **'গুরু .... সত্য'**—বাউলগণ নিজকে গুরু বলাইয়া ও তাহার রক্তমাংসের পিণ্ডই অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং সত্য, এইরূপ মতবাদ প্রচলিত করিয়া জড়েন্দ্রিয়ের তর্পণ করে ।। ৩।। **বাউলে ... শোভে**—বিপ্রলম্ভচিত্তবৃত্তবিশিষ্ট বাতুলে কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশা-ময় সম্ভোগবাদ শোভা পায় না। **আগুন ... মরে**— রূপভোগ বা দেহভোগের পিপাসায় জীবের যে দুর্গতি হয়, তাহা পতঙ্গের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাওয়া যায়।। ৪।।

এও ত' এক—অন্যতম শ্রীল তোতারামদাস বাবাজী মহারাজ যে তেরপ্রকার দুঃসঙ্গের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'বাউল' একটি যথা—"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি।। অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে—এই তেরর সঙ্গ নাহি করি।।" **কলির চেলা**—দ্যূত, পান, স্ত্রী,

দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত আসলে শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ ভজন কর্‌ছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা।। ২।।
সখীভাবে ভজ্‌ছেন তা'রে, নিজে হয়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা।। ৩।।
নবরসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মন-কলা।
বাউল বলে, দোহাই, ও ভাই, দূর কর এ লীলাখেলা।। ৪।।

পশুবধ প্রভৃতি কলিস্থানের শিষ্য বা সেবক। "অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।।" (ভাঃ ১/১৭/৩৮) ।। ১।।

বৈষ্ণব—শুদ্ধশাক্ত অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয়া শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারিণী শ্রীমতীর অনুগাগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে রত। যাহারা বাহিরে বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করিয়াও সেই আদর্শে বিমুখ, তাহারাই কার্য্যতঃ শাক্ত অর্থাৎ সম্ভোগবাদী। **আসলে ... বেলা**—জড়াশক্তির বা প্রকৃতির উপাসক সম্ভোগবাদীই বিদ্ধ-শাক্ত। **সহজ-ভজন**—স্থূল-দেহের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার পক্ষে যাহা সহজ বা স্বাভাবিক, সেই ইন্দ্রিয়তর্পণকেই বাউলাদি প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'সহজ-ভজন' বলিয়া থাকেন। **মামু**—(সং 'মাম', মু বাং 'মামু') মামা (বিদ্রূপে) ।। ২।।

হ'য়ে নন্দলালা—অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীনন্দনন্দনের অনুকরণ করিয়া। **মহাজনকে দিচ্ছেন শলা**—(সং 'শল্য') অর্থাৎ মহাজনের অঙ্গে শেল বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিচার-আচারের বিরোধিতা করিতেছেন।। ৩।।

নবরসিক—সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অন্যতম। ইহারা শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীরামানন্দরায়, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি নয়জনকে তাহাদের কল্পনানুযায়ী 'রসিক ভক্ত' বলিয়া ও তাঁহাদের সহিত নয়টি প্রকৃতির নাম যোজনা করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে

[৭]

(মন আমার) হুঁসা'র থেকো 'ভুল' নাক, শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধনে।
নইলে মায়ার বশে, অবশেষে, কাঁদতে হ'বে চিরদিনে।। ১।।
শুদ্ধজীবে জড় নাই ভাই, ঠিক বুঝ তাই,
নিজে সখী (সে) বৃন্দাবনে।
সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে, মধুর-রসে অনুক্ষণে।। ২।।
জড়দেহ তা'র সাধন-ভক্তি, জ্ঞান-বিরক্তি,
দেহের যাত্রা ধর্ম্মভাবে।
সে গৃহে থাকে, বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে
(কৃষ্ণ) বলে' একমনে।। ৩।।
একেই ত' বলি সহজ ভজন, শুদ্ধ মন
কৃষ্ণ পা'বার এক উপায়।
ইহা ছাড়ি' যে আরোপ করে, সেই ত' মরে,
তা'র ত' নাহি ভজন হয়।। ৪।।
চাঁদ-বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট হরিদাস,
একটু কেবল বিপথে চলে'।
শচীসুতের কৃপায়, দূর হ'য়ে, হায়, না পায় আর গৌরচরণে।। ৫।।

রসিক ও শাস্ত্র-মর্যাদারক্ষা-কারী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে শুষ্ক বর্হির্ম্মুখ প্রভৃতি বলিয়া থাকে। **মনঃকলা**—মনঃকল্পিত কদ্‌লী অর্থাৎ কল্পনায় অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু, বাস্তবতায় নহে। **লীলা খেলা**—এই সকল সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াকলাপ।।৪।। **হুঁসা'র**—(ফা-হুশ্‌য়ার, গ্রা-হুঁসিয়ার) সাবধান, সতর্ক। **শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধন**—অপ্রাকৃত সহজবস্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ।। ১।। **আরোপ করে**—কল্পনাদ্বারা চিদ্বিলাসকে অচিদ্দেহের মধ্যে ভাবনা করিতে যায়।। ৪।। **ছোট হরিদাস**—জীব-শিক্ষার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিজ পার্ষদ ছোট-হরিদাস বর্জন-লীলা দ্বারা কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-সম্ভাষণ নিষেধ করিয়াছেন (চৈঃ অঃ ২য়) ।।৫।।

[৮]

মনের মালা জপ্‌বি যখন, মন
কেন কর্‌বি বাহ্য বিসর্জ্জন।
মনে মনে ভজন যখন হয়
প্রেম উথ্‌লে পড়ে' বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়,
আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ।। ১।।
যে ব্যাটা ভণ্ড-তাপস হয়,
বক-বিড়াল দেখা'য়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয় ;
নিজে জুত পে'লে কামিনী-কনক করে সদা সংঘটন।। ২।।
সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য-সাধন-নিন্দা-বই আর আছে কিবা তা'র ;
(নিজের) মন ভাল দেখাতে গিয়ে নিন্দে সাধু-আচরণ।। ৩।।

মনের মালা—বাউলগণ শ্রীতুলসী-মালিকায় নির্বন্ধ-সহকারে সংখ্যা নামাদি-গ্রহণকে বাহ্য-ব্যাপার বলিয়া থাকে। এই বঙ্গদেশীয় বাউলের নির্বিশেষ মতবাদের অনুরূপ মত অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয়; যথা—"মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, যো মন্ মন্ জপে উসকো বলিহারী যাই। **মনের মালা ... ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়**—যিনি অন্তরে শ্রীভগবানের নাম করেন, তিনি শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয়কে অনিত্য বা বাহ্য বিষয় বলিয়া কখনও পরিত্যাগ করেন না। অন্তরে ভজন হইলে তাহার লক্ষণ বাহ্য-দেহেও প্রকাশিত হয়। **আবার ... অনুক্ষণ**—সেই অন্তরের ভাবই দেহেতে ব্যাপ্ত হইয়া হস্তকেও অনুক্ষণ শ্রীহরিনাম-মালিকা জপাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে। এতৎপ্রসঙ্গে পদকর্ত্তার 'কৃষ্ণনাম ধরে' কত বল' গীতিটি আলোচ্য।। ১।। **ভণ্ড-তাপস**—ভণ্ড-তপস্বী বা মর্কট-বৈরাগী। **বক-বিড়াল**—বক ও বিড়াল-তপস্বী অর্থাৎ কপটসাধু বা ভণ্ড তপস্বী। হিতোপদেশের গল্প দ্রঃ। **জুত পে'লে**—সুযোগ পাইলে।। ২।। **ফক্কাকার**—ফাঁকি, শূন্য।। ৩।।

শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির, ভাই
হরিনাম করতে থাক, তর্কে কাজ নাই
(শুষ্ক) তোমার তর্ক কর্‌তে জীবন যা'বে
চাঁদ-বাউল তায় দুঃখী হ'ন।। ৪।।

[৯]

ঘরে বসে' বাউল হও রে মন,
কেন করবি দুষ্ট আচরণ।। ১।।
মনে মনে রাখ্‌বি বাউল-ভাব,
সঙ্গ ছাড়ি' ধর্মভাবে করবি বিষয় লাভ ;
জীবন যাপন কর্‌বি, হরি-নামানন্দে সর্ব্বক্ষণ।। ২।।
যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয় ;
হৃদয়-দোষে বিপুর বশে পদে পদে তাঁ'র পতন।। ৩।।
এঁচড়ে পাকা বৈরাগী যে হয়,
পরের নারী ল'য়ে পালের গোদা হ'য়ে রয় ;
(আবার) অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে করে নীচের আরাধন।। ৪।।

ঘরে ব'সে .... মন—"অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৬/২৩৯); বাহিরে বাউলগিরি বা মর্কট বৈরাগ্য না দেখাহয়া অন্তরকে শ্রীহরিসেবায় আর্ত্তিবিশিষ্ট কর।। ১।। **সঙ্গ ছাড়ি'**—অসৎসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ।। ২।। **'মর্কট-বৈরাগী'**—মর্কট বা বানরগণ অন্তরে পূর্ণ-ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট থাকিলেও যেরূপ গৃহাদি ও বস্ত্রাদিবর্জ্জিত হইয়া ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ বাহ্যে বৈরাগ্যাভিনয়-প্রদর্শনকারী অন্তরে সম্ভোগবাদী ফল্গুবৈরাগিগণই মর্কট-বৈরাগী।। ৩।। **পালের গোদা**—বানরীর পালের বা দলের বানর সর্দ্দার; বিদ্রূপে পরস্ত্রীযুথ-পতি।। ৪।।

ঘরে বসে' পাকাও নিজের মন।
আর সকলদিন কর হরির নাম-সংকীর্ত্তন ;
তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে করবি সংসার বিসর্জ্জন।। ৫।।

[১০]

বলান্ বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাদুর।
আবার কপ্নি পরে', মালা ধরে', বহেন সেবাদাসীর ধূর।। ১।।
অচ্যুতগোত্র-অভিমানে ভিক্ষা করেন সর্ব্বস্থানে,
টাকা-পয়সা গণি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর
করি' চুট্‌কী ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিগ্ বৃত্তি পিণ্ডীশূর। ২।।

চাঁদ-বাউলের ... বিসর্জ্জন—ক্রমপথে এই জড় সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ করিতে পারিবে।। ৫।

বলান্ ... ঠাকুর—নিজেকে 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু গৃহী অপেক্ষাও নিন্দনীয় অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী। **সেবাদাসী**—নিজ সেবার্থ বা সম্ভোগার্থ গৃহীতা পরস্ত্রী। **ধূর**—শকটের যে অংশের ভার অশ্বাদি বহন করে। এস্থানে পরস্ত্রীর কামনাপূর্ত্তির ভার।। ১।।

অচ্যুত গোত্র—"অচ্যুত এব গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যো যেষাং তেভ্যশ্চেতি বৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমাভাবো ব্যঞ্জিতঃ" .... (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা, ভাঃ ৪/২১/১২)—(এইস্থানে) অপসম্প্রদায়ের অজ্ঞাত-কুলশীল কোন কোন ব্যক্তি আপনাদিগের কুলের পরিচয়-প্রদানে অসমর্থতা-নিবন্ধন অচ্যুত-গোত্র বা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। **চুট্‌কী ভিক্ষা**—(চুঙ্গি, প্রাঃ বিকারে—চট্‌কী) চুঙ্গি-কয়ালের প্রাপ্য দস্তুরি অথবা সং-চুরা, হিঃ—চুটী অর্থাৎ মস্তকের শিখা বা টিকি; পেট বৈরাগীদের ভিক্ষাবিশেষ ।। ২।। **পিণ্ডীশূর**—অন্নপিন্ড-ভোজনে শূর বা বীর, ভোজন-বীর, পেটুক।। ২।।

বলে তা'রে বাউল-চাঁদ, এটা তোমার গলার ফাঁদ,
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর ;
যজি' গৃহীর ধর্ম্ম, সু-স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর।। ৩।।
ন্যাসী-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম্ম যজি', নাশ' দোষাঙ্কুর ;
তবে কৃষ্ণ পা'বে দুঃখ যা'বে হ'বে তুমি সুচতুর।। ৪।।

[১১]

কেন ভেকের প্রয়াস ?
হয় অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে' হয় প্রকাশ।। ১।।
ভেক ধরি' চেষ্টা করে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ী ছড়াছড়ি, আখড়া বেঁধে' বাস,
অকাল-কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, করছে জীবের সর্ব্বনাশ।। ২।।

ন্যাসী-মান-আশা—সন্ন্যাসীর সম্মান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা।। ৪।।

অকাল ভেক—অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য হইবার পূর্ব্বেই সংসার ত্যাগপূর্ব্বক গৃহত্যাগীর বেশ-ধারণ। 'বেষ' শব্দের অপভ্রংশে 'ভেক' ।। ১।।

নেড়ানেড়ী—মুণ্ডিত মস্তককে চলিত ভাষায় 'নেড়া' বলে। যে-সকল ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডন করত বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণপূর্ব্বক পতিত হইয়া অবৈধ-স্ত্রী সঙ্গ-লালসায় সেবাদাসী প্রভৃতি গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'নেড়ানেড়ী' প্রভৃতি বলা হয়। 'নেড়ানেড়ী'র দলে নানাপ্রকার হেয় গ্রাম্য চেষ্টা ও মৎস্যাদির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ী শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর অনুগত ছিল বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে, বস্তুতঃ তাহাদের সহিত শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে চিরদিনই পরিত্যক্ত। 'নেড়ানেড়ী' শব্দের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ

শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হ'ন
তাঁদের সমান পার্‌লে হ'তে ভেকে কর্‌বে আশ ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ক'জন ধরায় কর্‌ছে বাস ? ৩।।
আত্মানাত্ম-সুবিবেকে প্রেমলতায় চিত্তভেকে,
ভজনসাধন-বারিসেকে করহ উল্লাস ;
চাঁদ-বাউল বলে, এমন হলে, হ'তে পার্‌বে কৃষ্ণদাস।। ৪।।

[১২]

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ, পেলে, মন, যাতনা অশেষ।
ছাড়ি' রাধাশ্যামে ব্রজধামে ভুগ্‌ছো হেথা নানাক্লেশ।। ১।।
মায়াদেবীর কারাগারে, নিজের কর্ম্ম অনুসারে,
ভূতের বেগার খাট্‌তে খাট্‌তে জীবন কর্‌ছ শেষ ;
করি' 'আমি-আমার', দেহে আবার, করছ জড় রাগ-দ্বেষ।। ২।।

অর্থ 'ভেকধারী অসচ্চরিত্র নীচজাতীয় স্ত্রী পুরুষ', ইহা অত্যন্ত হেয়ার্থে ব্যবহৃত। ইহারা আখড়া বা ঠাকুর-মন্দির করিয়া তাহা দ্বারা উদরভরণার্থ ব্যবসা চালাইয়া গোপনে ব্যভিচার-রত থাকে। **অকাল কুষ্মাণ্ড**—যে কুমড়া বলিদানাদি কার্য্যে লাগে না অর্থাৎ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। কোনমতে—গান্ধারী কুষ্মাণ্ডাকার একটি মাংসপিণ্ড অকালে প্রসব করেন। সেই পিণ্ড হইতে কুরুকুল-**নাশন** দুর্য্যোধনাদির জন্ম হয়। এই ঘটনা হইতে কেহ সমাজ বা পরিবারের অনিষ্টকর কার্য্য করিলে তাহাকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলা হইয়া থাকে।। ২।।

আত্মানাত্ম-সুবিবেকে—জড় ও চেতন, শুদ্ধ আত্মবস্তুর স্থূললিঙ্গ-দেহের মধ্যে ভেদ জানিয়া সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া। **চিত্তভেক**—অন্তরে ভেক বা অন্তর্নিষ্ঠা।। ৪।।

ভূতের বেগার—প্রকৃত লাভ ব্যতীত কঠোর পরিশ্রমের কার্য্য ।। ২।।

তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ কৃষ্ণসেবা তো'র আনন্দ,
পঞ্চভূতের হাতে পড়ে' হায়, আছ একটি মেষ ;
এখন সাধুসঙ্গে, চিৎ প্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ।। ৩।।
কনক-কামিনী সঙ্গ ছাড়ি' ও ভাই মিছে রঙ্গ,
গ্রহণ কর বাউল চাঁদের শুদ্ধ উপদেশ ;
ত্যজি' লুকোচুরি, বাউলগিরি, শুদ্ধরসে কর প্রবেশ।। ৪।।

দালালের গীত ☆

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলে'ছে খোদ নিতাই।। ১।।

লুকোচুরি—কাপট্য। **বাউলগিরি**—ভোগোন্মত্ততা ও নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ। **শুদ্ধরসে**—অহৈতুক ভক্তিরসে।। ৪।।

☆ বাউল-সঙ্গীতের ন্যায় দালালের গীতও গণ-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী 'হাট', 'মহাজন', 'দালাল', 'দস্তুরি' প্রভৃতি শব্দ সাধারণ-সাংসারিক ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ প্রচারিত! ঐ সকল সাধারণ-বোধ্য পরিভাষার মধ্য দিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "দালালের গীত" গাহিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দই মূলমহাজন—শ্রীগৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী; পদকর্ত্তা এস্থানে দালালের অভিনয়কারী। শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীনবদ্বীপের অন্যতম কীর্ত্তনাখ্য-গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীসুরভিকুঞ্জে "নামের হাট' খুলিয়াছেন। সেই আনন্দের সংবাদ পদকর্ত্তা দালাল বা প্রচারকসূত্রে শ্রদ্ধাবান্ জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিতেছেন। জীবকে যিনি স্বয়ং আচার প্রচারমুখে শ্রীহরিভজন করান, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা লাভ করেন; ইহাই তাঁহার লাভ বা দালালের প্রাপ্য দস্তুরি।

খোদ—(আঃ—খুদ) স্বয়ং, মুলবস্তু ।। ১।।

বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়।। ২।।
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'।। ৩।।
যদি নাম কিন্‌বে, ভাই।
আমার সঙ্গে চল, মহাজনের কাছে যাই।। ৪।।
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম।। ৫।।
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ।। ৬।।
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
'গৌর' বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল।। ৭।।
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা।। ৮।।
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল।। ৯।।
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়।। ১০।।
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাই চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়।। ১১।।

দস্তুরি—(ফাঃ শব্দ) দালালি ।। ৫।।

নিতাই-চরণ...... আশ্রয়—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।" (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ) ।। ১১।।

নির্বেদ কৃপাপ্রার্থনা

শ্রীল বিদ্যাপতি

[১]

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু-সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পল,
অব মঝু হব কোন্ কাজে।।

মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।

তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম, নিদে গমাওল,
জরা, শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতল,
তোহে ভজব কোন্ বেলা।।
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়,
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক, নাথ কহাওসি,
অব তারণভার তোহারা।।

[২]

(তিরো তিয়া-ধানসী রাগ, মণ্ঠকতাল)

মাধব! বহুত মিনতি করোঁ তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিল,
দয়া জানি না ছাড়বি মোয়।।
গণইতে দোষ গুণ- লেশ না পাওবি,
তুহু যব করব বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ-বাহির নহ মুঞি ছার।।
কিয়ে মানুষ-পশু- পাখী জনমিয়ে,
অথবা কীটপতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি কেবল,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।

(পদামৃত সিন্ধু-সমুদ্র)

শ্রীহরি-মহিমা

[১]

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ।।
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর' অধমতারণ।।
জগত-কারণ তুমি জগত জীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ।।

ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেখিলে নাথ, কি হইবে গতি।।
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে।।

শ্রীগৌর-মহিমা

[২]

অবতার-সার, গোরা-অবতার,
কেননা ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে।।
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে।।
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি', কাঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ।।
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ।।
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা।।

[৩]

ভুবনমঙ্গল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আমার।
কলিযুগ-বারণ মদবিনিবারণ রে,
হরিধ্বনি জগতে বিথার গৌরাঙ্গ আমার।।
নিজ রসে ভাসি হাসে ক্ষণে রোওই রে,
গদ গদ আকুল বোল গৌরাঙ্গ আমার।।
পুলকে বলিত অতি ললিত হেমতনু রে,
অনুক্ষণ নটনবিভোর গৌরাঙ্গ আমার।।
কত অনুভাব অবধি না পাইয়ে রে,
প্রেমসিন্ধু নয়নহি লোর গৌরাঙ্গ আমার।।
প্রেমভরে গর গর না চিনে আপন পর রে,
পতিত জনেরে দেয় কোল গৌরাঙ্গ আমার।।
ইহ রসসাগরে মগন সুরাসুর রে,
দিবস-রজনী নাহি জান গৌরাঙ্গ আমার।।
গোবিন্দদাস্যসিন্ধু-বিন্দু লাগি রোওত রে,
শ্রীবল্লভ পরমাণ গৌরাঙ্গ আমার।।

শ্রীনিত্যানন্দ গুণ-বর্ণন

(শ্রীলোচনদাস ঠাকুর)

[১]

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনি।।
প্রেমের বন্যা লৈঞা নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে।।
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।।

আবদ্ধ করুণাসিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল।।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দয়া

[২]

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন,
নিতাই-গৌরচন্দ্র।
সব অবতার-, সার-শিরোমণি,
কেবল-আনন্দ-কন্দ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য-নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণগাথা।।
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন-দাস।।

শ্রীমদদ্বৈত-করুণা

[৩]

জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য দয়াময়।
যাঁ'র হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।

প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁ'র প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গসুন্দর।।
যাহারে করুণা করি, কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে-জন চৈতন্যগুণ গায়।।
তাঁহার চরণে যেবা লইলা শরণ।
সে-জন পাইলা গৌর-প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

(পদকল্পতরু)

শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা

(শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর)

(সিন্ধুড়া)

[৪]

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার।
পতিত-উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার।।
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যা'রে দেখে তা'রে প্রেমে ধরি দেই কোল।।
ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর।।
দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে।।
পাপ পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীনহীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ।।
'হা হা গৌরাঙ্গ' বলি, পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে।।
বৃন্দাবনদাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল।।

(পদকল্পতরু)

শ্রীশ্রীগৌরস্তুতি

(শ্রীমদ্‌দ্বৈতাচার্যপ্রভু-কৃত)

[৫]

জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর।।
জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী।।
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বিভূষণ।।
জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ' - মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজভক্তি-গ্রহণ বিলাস।।
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন।
জয় জয় জয় সর্বজীবের শরণ।।

(চৈঃ, ভাঃ, ম ৬/১১৪—১১৮)

শ্রীগৌরাঙ্গস্তুতি

(শ্রীল-শ্রীবাসপণ্ডিত-কৃত)

[৬]

বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন বর্ণ পীতবসন যাঁহার।।
শচীর নন্দন পা'য়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার।।
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার।
বনমালা করে দধি-ওদন যাঁহার।।
জগন্নাথ-পুত্র পা'য়ে মোর নমস্কার।

কোটিচন্দ্র জিনিরূপ বদন যাঁহার।।
শৃঙ্গ বেত্র, বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২/২৭২-২৭৬)

শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

(শ্রীল ভাগবতাচার্য প্রভু)
(ভাটিয়ারী রাগ)

[৭]

স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু, নবঘনশ্যাম!
বিজুরী-উজ্জ্বল-পীতবস্ত্র-পরিধান।।
নব-গুঞ্জা অবতংস শ্রবণ-ভূষণ।
শিখণ্ডমণ্ডিতকেশ, প্রসন্ন বদন।।
আজানুলম্বিত বনমালা বিলোলিত।
বেণু-বেত্র-বিষাণ-কবল-বিরাজিত।।
অমল কমল জিনি, চরণ সুন্দর।
নমো নমো নন্দগোপসুত মনোহর।।

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১০/১৪/৩-৬)

শ্রীশ্রীরাধিকা-স্তবঃ

(শ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভু)

[১২]

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুলতরুণীমণ্ডল-মহিতে।। ধ্রু।।
দামোদর-রতিবর্ধন-বেশে।
হরি নিষ্কুট বৃন্দাবিপিনেশে।।

বৃষভানূদধি-নবশশিলেখে।
ললিতাসখি গুণরমিত বিশাখে।।
করুণাং কুরুময়ি করুণা-ভরিতে।
সনক-সনাতন বর্ণিত-চরিতে।।
(শ্রীস্তবমালা)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব লীলা

(শ্রীল ভাগবতাচার্য প্রভু)

(মল্লার রাগ)

মুনি বলে — শুন রাজা অদ্‌ভুত বাণী।
এখনে কহিব — কৃষ্ণ-জনম-কাহিনী।।
সর্বগুণযুত কাল পরমসুন্দর।
পৃথিবী পুরিয়া হৈল আনন্দ-মঙ্গল।।
শুভবার, তিথি যোগ, নক্ষত্র, করণ।
পুণ্যগুণ, পুণ্যযোগ — সর্ব সুলক্ষণ।।
দশ দিগ্ পরসন্ন, গগনমণ্ডল।
উদিত তারকাবলী, দেখি মনোহর।।
নদ নদী সরোবর, বিমলিত জল।
বিকসিত উতপল, কুমুদ কমল।।
খগভৃঙ্গ-নিনাদিত স্তবকিত বন।
সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন।।
শান্ত হইয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন।
উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন।।
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প-বরিষণ।।

গন্ধর্ব, কিন্নর গীত গায় সুমধুর।
সিদ্ধ, বিদ্যাধর স্তুতি করয়ে প্রচুর।।
সুর-বিদ্যাধরী নৃত্য করে সুললিত।
মন্দ মন্দ জলধর, ঘন গরজিত।।
ভরা নিশি, রজনী তিমির ঘোরতর।
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর।।
অন্তর্যামী ভগবান্ অচিন্ত্য-প্রভাব।
দৈবকী উদরে আসি' কৈলা আবির্ভাব।
পূরবে উদিত যেন পূর্ণ শশধর।
মন্দিরে প্রকাশ কৈলা মহামহেশ্বর।।
নবঘন শ্যাম-তনু রাজীব-লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভুজ-বিরাজিত।
কটীতটে পীতবাস, কৌস্তুভ-ভূষিত।।
মহামূল্য-রত্নমণি-কিরীট-কুণ্ডল।
কুঞ্চিত অলকাবলী শ্রীমুখমণ্ডল।।
উদ্‌ভট অঙ্গদ, কিঙ্কিণী, সুকঙ্কণ।
মৃগমদ-বিলেপিত হার, বিলোচন।।
হেন অদ্‌ভুত শিশু দেখি মহাশয় ।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয়।।
নারায়ণ পুত্র দেখি' ফুল্ল বিলোচন।
পুলকিত কলেবর সঘন কম্পন।
কৃষ্ণ-অবতার দেখি' পূরিল উৎসবে।
অযুত গোদান মনে কৈল বসুদেবে।।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ডপরণাম।
করযোড় করি' স্তুতি করে মতিমান্।।
পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহরি'।

প্রণত-কন্ধর, চিত্ত নিয়োজিত করি'।।
জানিলুঁ বিদিত তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
পরমপুরুষ তুমি, প্রকৃতির পর।।
সর্ব্ববুদ্ধি-সাক্ষী তুমি, আনন্দস্বরূপ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন পূর্ণব্রহ্মরূপ।।
অতুল-শকতি তুমি পুরুষ-পুরাণ।
মায়ায় আপনে কর' বিশ্ব-নিরমাণ।।
তাহাতে আপনে পাছে থাক পরবেশি'।
তবু শুদ্ধময় তুমি, প্রভু অবিনাশী।।
জগতের হও সবে উতপত্তি ধ্বংস।
তোমার বিনাশ কভু নাহি' পরহংস।।
জগতে প্রবেশ করি আছ নিরন্তর।
তবু পরবেশ-নাহি তাহার ভিতর।।
পঞ্চভূতময় যত কারণ-বিশেষে।
বিশ্ব-নিরমিঞা যেন বিশ্বে পরবেশে।।
বিশ্ব সহে নহে যেন তা'র অনুবন্ধ।
এইরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরানন্দ।।
বিশ্ব বেয়াপিয়া আছ জগৎ-নিবাস।
বুদ্ধি-মন-চিত্ত তুমি কর পরকাশ।।
সেই বুদ্ধি-মনে তোমা লইতে না পারি।
সর্বময় প্রভু তুমি সর্ব-অধিকারী।।
অসত্য জগতে তুমি আছ — হেন মানে।
এমত নিশ্চয় যা'র, তত্ত্ব নাহি জানে।।
পণ্ডিত না হয় সে যে, না বুঝে বিচার।
জগতের ভিন্ন তুমি, জগতের সার।।

নিরাকার ব্রহ্ম তুমি, নির্গুণ নির্বিকার।
তবু তোমা হ'নে সৃষ্টি-পালন-সংহার।।
সভার ঈশ্বর তুমি সভার আশ্রয়।
তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয়।।
সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ ধর' কলেবর।
জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর।।
রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি' সৃষ্টি কর।
তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহর।।
এখনে করিবে তুমি লোক পরিত্রাণ।
মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান্।।
রাজবেশে কপট, অসুরসৈন্য ভার।
সমুলে করিবে তুমি সে সব সংহার।
এখনে সম্প্রতি মোর এই নিবেদন।
মোর ঘরে তুমি আসি' লইলে জনম।।
তোমার অগ্রজ বধ কৈল ছয় ভাই।
কহিবে তাহার অনুচরে তা'র ঠাঞি।।
শুনিয়া আসিবে কংস খড়গ ধরি হাতে।
মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে।।
দেখিয়া পুত্রের মহাপুরুষ-লক্ষণ।
বিস্ময়ে দেবকী-দেবী করয়ে স্তবন।।
নিরুপম নিরাকার, বেকত-রহিত।
ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ, বিকার-বিবর্জিত।।
সত্তামাত্র নির্বিশেষ নিরীহ-স্বরূপ।
সেই সে সাক্ষাৎ জ্ঞান-প্রকাশ রূপ।।
যখনে সকল হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ।
কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ-বিলাস।।

কারণ প্রবেশ করে প্রকৃতি-ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে।।
ব্রহ্মা পর্যন্ত হয় ব্রহ্মে পরবেশ।
তখনে সকলে তুমি থাক অবশেষ।।
যদি বা বলিবা — 'কালে করয়ে সংহার'।
কালরূপে আছে এক শকতি তোমার।।
সেই কালে করে সৃষ্টি পালন-প্রলয়।
সেই কাল তোমার লীলায় মাত্র হয়।।
মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়া এত কাল।
পলাঞা কোথাহ লোক না পাই নিস্তার।।
এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয়।
সুখে লোক থাকিবে, খণ্ডিবে ভবময়।।
উগ্রসেন-সুত কংস দুরন্ত নিষ্ঠুর।
তা'র ভয়ে আমি সব অতি বেয়াকুল।।
ভকত-বৎসল নাম করিয়া সফল।
ভৃত্যগণে পরিত্রাণ কর, প্রাণেশ্বর।।
যেরূপ যোগেন্দ্রগণ চিন্তয়ে ধেয়ানে।
চর্মচক্ষে যে-রূপ দেখিবে সর্বজনে।।
পরতেক এ রূপ না কর' নারায়ণ।
ধ্যানগম্য-রূপ প্রভু, কর' সংবরণ।।
মোর ঘরে কৃষ্ণ আসি' কৈলে অবতার।
না জানে পাপিষ্ঠ যেন কংস দুরাচার।।
নারী-জাতি মোর চিত্ত সহজে চঞ্চল।
তোমা লাগি মোর মনে বড় লাগে ডর।।
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম ভুজ-বিরাজিত।
এ-রূপ সম্বর' তুমি, না কর' বিদিত।।

যে প্রভু প্রলয়ে ধরে বিশ্ব চরাচর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর গর্ভের ভিতর।।
সে প্রভু আসিয়া মোর গর্ভে উপসন্ন।
মানুষ-জাতির এত বড় বিড়ম্বন।।
দৈবকীর বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা সব পূরব কাহিনী।।
"স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর আছিল যখনে।
তখনে আছিলা তুমি পৃশ্নি হেন নামে।।
আছিল সুতপা নামে এই মহামতি।
অপত্য সৃজিতে আজ্ঞা দিল প্রজাপতি।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া রোধন।
তুমি-সব করিলে আমার আরাধন।।
পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর।
শীত, বাত, ঘর্ম, তাপ সহিলে বিস্তর।।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া আহার।
বায়ুরোধ করিয়া রহিলে চিরকাল।।
তপ করি' কৈলে নিজ চিত্ত নিরমল।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর।।
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র সংবৎসর।
এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর।।
তবে আমি তুষ্ট হৈয়া দিল দরশন।
তুমি-সব এইরূপ দেখিলে তখন।।
আমি যদি বলিল — 'মাগিয়া লহ বর'।
পুত্রবর মাগিলে আমার সমসর।।
তোমা সভা না করিল মায়া-বিমোহিত।
মুক্তিপদ না মাগিলে, না হৈলে বঞ্চিত।।

মুক্তিপদে নাহি আমা' প্রেম-সুখসম।
মায়া-বিমোহিত না করিল তে-কারণ।।
তবে আমি তখনে চিন্তিল মনে মনে।
আমার সদৃশ কেহো নাহি ত্রিভুবনে।।
পুত্র হৈয়া আসি গিয়া জন্মিল আপনে।
পৃশ্নিগর্ভ নাম হৈল তাহার কারণে।।
তবে আর জনমে কশ্যপ প্রজাপতি।
হৈয়াছিলা এই বসুদেব মহামতি।।
অদিতি তোমার নাম দেবের জননী।
ধরিয়া বামন-নাম পুত্র হৈলুঁ আমি।।
এখনে পৃথ্বীর ভার করিতে হরণ।
শিষ্টের পালন-হেতু, দুষ্টের নিধন।।
তোমার উদরে আসি' লভিল জনম।
সেই পূর্বরূপে আমি দিল দরশন।।
নরবেশে না ঘুচিব মানুষ গেয়ান।
তে-কারণে এইরূপ দেখাইল বিদ্যমান।।
ব্রহ্মভাব করিয়া বা সতত চিন্তহ।
পুত্রভাব করিয়া বা পীরিতি করহ।।
অবশ্য পরমগতি পাইবে দু'জনে।
অবধান কর' বাপ আমার বচনে।।
গোকুলে আমাকে লৈয়া থোহ শীঘ্র করি'।
এখানে আনিয়া থোহ নন্দের কুমারী।।"
এতেক বলিয়া হরি হৈল নিশব্দ।
মায়ায় রহিল যেন সহজ বালক।।
তবে বসুদেব নিজ পুত্র করি' কোলে।
অলপে অলপে গেলা পুরের দুয়ারে।।

হেনকালে কোন্ কর্ম করে মহামায়া।
ফেলিল প্রহরিগণ নিদ্রায় ঝাঁপিয়া।।
বড় বড় লোহার কপাট দৃঢ়তর।
যতেক লোহার খিল লোহার শিকল।।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া সব মেলিল বিদার।
রবির কিরণে যেন ঘুচে অন্ধকার।।
মন্দ মন্দ গরজন মেঘ বরিষণে।
বাসুকি আসিয়া ফণা ধরিলা আপনে।।
তরঙ্গ-কল্লোল নীর গভীর যমুনা।
পথ ছাড়ি দিল নদী ভয়ে কম্পমানা।।
তবে বসুদেব গেলা নন্দের গোকুলে।
নিদে অচেতন গোপ, প্রতি ঘরে ঘরে।।
নন্দঘরে গিয়া তবে কৈলা পরবেশ।
যশোদা শয়নে লৈয়া থুইলা হৃষীকেশ।।
যশোদার কন্যাখানি তুলি' লৈলা কোলে।
পুনরপি সেইরূপে গেলা মধুপুরে।।
কন্যা সমর্পিলা লৈয়া দৈবকী শয়নে।
লোহার নিগড় নিলা আপন চরণে।।
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন।
না জানে যশোদা দেবী এত বিবরণ।।
জনমিলা অপত্য — সেই সে মাত্র জানে।
কিবা কন্যা পুত্র কিছু নহিল গেয়ানে।।
এতেক প্রসব-দুঃখ পাঞাছে যাতনা।
তাহে মহামায়া গিয়া কৈল অচেতনা।।
ভাগবত-আচার্যের মধুরস বাণী।
গীতবন্ধে কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।।

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী — ভা ১০/৩)

ভজন গীতি

(শ্রীল-গোবিন্দ-দাস)

[১]

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব- জনম সৎসঙ্গে,
তরহ এ-ভবসিন্ধু রে।।
শীত, আতপ, বাত-বরিষণ,
এ-দিন যামিনী জাগি'রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগি' রে।।
এ-ধন, যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।।
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন, সখিজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে।।

(শ্রীল-বাসুঘোষ)

(সিন্ধুড়া)

[২]

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীবের চির পুণ্যফলে, বিহি আনি মিলাইলে,
রঙ্কমাঝে রতনের সিন্ধু।। ধ্রু।।

দিগ্ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহুঁ গোরা রায়,
ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।
প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইয়ে করি' কোলে,
কান্দে চাঁদ-বদন হেরিয়া।।
নব-কঞ্জারুণ আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি',
সুমেরু বাহিয়া মন্দাকিনী।
মেঘ-গম্ভীর-স্বরে 'ভাই ভাই' রব করে
পদভরে কম্পিত মেদিনী।।
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমাশ্রয়,
হেন দয়া জগতে বিদিত।
নিজ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে, উদ্ধারিল জগজনে,
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত।।

[৩]

জয় মাধব, মদন মুরারি রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম।
জয় কেশব কলিমলহারি, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।
সুন্দর-কুণ্ডল মধুর বিশালা, গলে সোহৈ বৈঁজয়ন্তী মালা,
যা ছবি কী বলিহারি রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।
কবহুঁ লুঠ লুঠ দধি খায়ো, কবহুঁ মধুবন রাস রচায়ো,
নৃত্যতি বিপিনবিহারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।
গোয়াল বালসঙ্গ ধেনু চরাই, বন বন ভ্রমত ফিরে যদুরাই।
কাঁধে কাঁমর-কারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।
চুরা চুরা নবনীত যো খায়ো, ব্রজ-বনিতন্ পৈ নাম ধরায়ো,
মাখনচোর মুরারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।
একদিন মান ইন্দ্রকো মারো নখ উপর গোবর্দ্ধন ধরো,
নাম পড়ো গিরিধারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।

দুর্যোধনকো ভোগ না খায়ো, রুখ, শাক বিদুর-ঘর খায়ো,
ঐছে প্রেম-পূজারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।
করুণা কর দ্রৌপদীপুকারী, পট্‌মে লিপটগওয়ে বনমালী,
নিরখ রহে নর নারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।।

শ্রীল-নরোত্তম-গীতি

প্রার্থনা

লালসাময়ী

[১]

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর।।
আর কবে নিতাই-চাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।।

সংপ্রার্থনাত্মিকা

[২]

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে।।

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজনবল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি।
হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি' জুড়ায় পরাণী।
অধম দুর্গত জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃখেয়াতি।।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি', নরোত্তম ভূমে পড়ি',
কহে দোঁহে পুরাও মনঃসাধে।।

দৈন্যবোধিকা

[৩]

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।।
স্বরূপ, সনাতন রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহাঁ সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কি সে পূরিবেক সাধ।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক-ভকতমাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্য-চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত।।

সে সব ভকতসঙ্গ, যে করিল তা'র সঙ্গ,
তা'র সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

[৪]

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।।
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই।।
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার।।

[৫]

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজে পদে।
কাম-ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।।
হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।

অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।।
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।।
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে।।

[৬]

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি'
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল।।
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্যচিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি।।
বিশেষে বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে।।

প্রার্থনা দৈন্যবোধিকা

[৭]

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ।।
যজ্ঞ দান, তীর্থ স্নান, পুণ্যকর্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে।।
সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমলচিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।
সতত অসৎসঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন।।
শ্রুতি, স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সেরূপ ভাবন।।
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়
তনু মন সঁপিনু আপনা।।

[৮]

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপঃ সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম।।
অনুকূল হ'বে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ-দুই নয়নে।
সে-রূপ মাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

[৯]

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ।।
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার।।
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যা'র, সেই মহাশয়।।
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।।
হেন কি হইবে মোর — নর্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে।।

[১০]

হা হা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।
মনোবাঞ্ছাসিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজপদতলে দেহ ঠাঞি।।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রি-দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে।।

[১১]

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
কৃপা করি' সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা।।
এ-তিন সংসার মাঝে তুয়া-পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে — গতি নাহি আর।।
সে পদ পা'বার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে।।
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ।।
তুমি ত দয়াল প্রভু, চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার।।

[১২]

হরি হরি' কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন।।
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপ-গুণ-গান।।
'রাধিকা-গোবিন্দ' বলি' কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে।।
এইবার করুণা কর রূপ-সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন।।
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা।।
সবে মিলি' কর দয়া পুরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।।

স্বনিষ্ঠা

[১৩]

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর।।
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ।।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস।।

শ্রীনিত্যানন্দ নিষ্ঠা

[১৪]

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাই-চরণ দু'খানি।।
নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ।।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নিষ্ঠা

[১৫]

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।।
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশ হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ ভয়,
কায়-মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন।।
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন।।

সাবরণ-গৌরমহিমা

[১৬]

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তার।।

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।।
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।

পুনঃ প্রার্থনা

[১৭]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে।।
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দসুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই।।
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস।।

সপার্ষদ গৌরবিরহজ-বিলাপ

[১৮]

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর।।
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিত-পাবন।।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ।।
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।।
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস।।

আক্ষেপ

[১৯]

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু।।
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।।
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস।।
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্তনরসে মগন না হৈনু।।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া।।

[২০]

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ।।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর।।
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম,
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার।।
হরিদাস-আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে-সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস।।

বৈষ্ণব-মহিমা

[২১]

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই! হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।।
বৈষ্ণব-চরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।

বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।।
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ।।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ।।

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি

[২২]

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার।।
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে।।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান-সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধ জন,
সুপথ, বিপথ নাহি জানে।।

না লইনু সৎ-মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া-পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ-পাশ।।

[২৩]

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই।।
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।।
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর — এই তোমার গুণ।।
হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ।।
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন — 'মোর বৈষ্ণব পরাণ'।।
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'।।

[২৪]

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।।

ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।।
অদোষ-দরশী প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।

শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কৃত)
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

[১]

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা।।
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন।।

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।।
জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলরস তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সব শোক,
প্রকটল কল্পতরু জনু।।
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজ গ্রন্থে সু-ব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয়।।
যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ, মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা।।
ভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ।।
সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।।

[২]

তুমিত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।।
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ-প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা।।
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি।
তুমিত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর।।
কামে মোর হত চিত, নাহি শুনে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্বজনা।।
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর।।

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সংকীর্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে।।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

[১]

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা।।
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।।
এই ছয় গোসাঞি যার, মুই তার দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস।
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ।।
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।।
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস।।

[২]

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর।।
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-গোসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই।।
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিতপ্রবর।।
শ্রীবংশীবদন জয় গৌরপ্রিয়োত্তম।
শ্রীবাসপণ্ডিত জয়, জয় ভক্তগণ।।
সভাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলিমহাঘোর।।
জয় জয় গুরু-গোসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব সংসার।।
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই।।
জয় রূপ-সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ।।
জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ।
মো-পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাৎ।।
জয় শ্রীগোপালদেব ভকতবৎসল।
নবঘন জিনি' তনু পরম উজ্জ্বল।।
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞি লাগি' যাঁর নাম ক্ষীরচোর।।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্বোত্তম।।

শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল।
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা।।
জয় রে দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান।
তালবন, খেজুরবন, ভাণ্ডীর বন নাম।।
জয় জয় বেলবন, খদির, বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্য-বনে কৃষ্ণলীলা।।
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্যস্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম।।
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় শ্রীললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।।
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্ধন।
জয় জয় দানঘাট-লীলা সর্বোত্তম।।
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণলীলাস্থান।।
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন সরোবর।।
জয় জয় রোহিণী নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম।।
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম।।
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জন।
যাহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী নন্দন।।
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট।।

জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণপ্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়।।
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণলীলা কৈলা মায়া আচ্ছাদিয়া।।
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য-আনন্দরূপিণী।।
জয় জয় ললিতাদি সর্বসখীগণ।
যা-সভার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন।।
জয় জয়, ব্রজগোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ।।
জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন।।
জয় জয় রত্নবেদী রত্ন-সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গে সখীগণ।।
শুন শুন ওরে ভাই! করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা।।
এইসব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ।।
আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তমদাস।।

[৩]

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন।।
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন।।
শ্রীনন্দ যশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনু-বৎসগণ।।
জয় বৃষভানু, জয় কীর্তিদা সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীরনাগরী।।
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ।।
জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন।।
জয় দ্বিজ পত্নী, জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ।।
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্বমনোরম।।
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্বরসসার।
পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার।।
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সংকীর্তন।।

দেববৃন্দের গর্ভস্তুতি

(শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর)

জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার।।
জয় জয় বেদ ধর্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল।।
জয় জয় সর্ব্ব সত্যময়-কলেবর।

জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর।।
যে তুমি — অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ।।
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র ?
সৃষ্টি, স্থিতি-প্রলয় — তোমার লীলা-মাত্র।।
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে?
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা-সবারে।।
এতেক কে বুঝে, প্রভু তোমার কারণ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন।।
তোমার আজ্ঞায় এক এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার।।
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি'।
সর্ব্ব ধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি'।।
সত্য যুগে তুমি প্রভু, শুভ্র বর্ণ ধরি'।
তপো-ধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি'।।
কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি'।
ধর্ম স্থাপ, ব্রহ্মচারীরূপে অবতরি'।
ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই' যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম।।
স্রুক্ স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া।।
দিব্য মেঘশ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে।।
পীতবাস, শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি'।
পূজা কর, মহারাজরূপে অবতরি'।।

কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি' পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম।।
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার ?
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের আধার।।
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই মধু কৈটভে সংহার'।।
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদার।।
বলিরে ছল' অপূর্ব্ব বামনরূপ হই।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী।।
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার।।
বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম করহ প্রকাশ।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ।।
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান।।
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি' কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান।।
সর্ব্বলীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে বহু-রঙ্গে।।
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্বশক্তি পরচারি'।।
সঙ্কীর্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেম-ভক্তি-পরচার।।
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।

তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্ব-দাস।।
যে তোমার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে।
তাঁ-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে।।
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক্ হয় সুনির্ম্মল।।
বাহু তুলি' নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস।।
সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।।
এ মহিমা, প্রভু, বর্ণিবার কার শক্তি?
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি?
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি'।
আমি-সব যে-নিমিত্তে অভিলাষ করি।।
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ।।
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ।।
এই কৃপা কর, প্রভু, হইয়া সদয়।
যেন আমা-সবার দেখিতে ভাগ্য হয়।।
এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির-অভিমত।।
যে তোমারে যোগেশ্বর-সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবে নবদ্বীপ-গ্রামে।।
নবদ্বীপ-প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার।।
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি' ঈশ্বরের করেন স্তবনে।।

শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রাবির্ভাব

(শ্রীরাগ)

[১]

রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা গ্রাম,
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘমাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর।।
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী-মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে।।
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম।।
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন,
আনন্দসাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দুঃখী কৃষ্ণদাসে।।

[২]

ভুবন-আনন্দ-কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুঃখ, দেখিয়া ও-চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে।।

জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক-কাঁতি, আঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম।।
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।
আজানু-লম্বিত ভুজ, তনু স্থল-পঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি-অরি জনু।।
চরণকমলতলে, ভকত-ভ্রমর বুলে,
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইল সবে,
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস।।

(পদকল্পতরু)

শ্রীশ্রীগৌরহরির-জন্মলীলা

(শ্রীল-কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

[১]

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়।।
সেইকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।।
দেখি' উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।

পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান।।
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি — কিছু কার্যে আছে ভাস।।
আচার্য-রত্ন, শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সঙ্কীর্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে।।
এই মত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে।।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা-দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্তি,
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞা।।
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন।।
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত।।

কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখশোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল।।
আচার্যরত্ন, শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম, যে আছিল বিধিধর্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান।।
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈলা সবার মান।।
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে।।
অদ্বৈত আচার্য ভার্যা, জগৎ-পূজিতা আর্যা,
নাম তাঁর সীতা-ঠাকুরাণী।
আচার্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি।।
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ।।
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।

চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা বহুধন।।
দূর্বা, ধান্য, গোরচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল, দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া।।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।।
সর্ব অঙ্গ সুনির্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা-ভান,
সর্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য-জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যতে দ্রবিল হৃদয়।।
দূর্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই।।
পুত্রমাতা-স্নান-দিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী।।
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত।।

মিশ্র — বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান।।
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি — এই তারিবে সংসারে।।
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ।।
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্তপানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল।।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস।।
(চৈঃ চঃ আদি ১৩শ)

———

শ্রীশ্রীগৌরহরির-জন্মলীলা

(শ্রীল-বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর)

(ধানশী)

[১]

রাহু কবলে ইন্দু, পরকাশ নামসিন্ধু,
কলিমর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা।।
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক-, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ।। ধ্রু।।
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে, বেণু-বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু,
বৃন্দাবন-দাস গান।।

(ধানশী)

[২]

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি।। ধ্রু।।
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।

এক হরি-ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ।।
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষঃপরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদসুশীতল, শ্রীমুখমণ্ডল,
আ-জানু বাহু বিশাল।।
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে জয়-জয়-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল হরিষে বিষাদ।।
চারি বেদ-শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর,
বৃন্দাবন-দাস গানে।।

(পঠমঞ্জরী - একপদী)

[৩]

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশদিকে উঠিল আনন্দ ।। ধ্রু।।
রূপ কোটিমদন জিনিঞা।
হাসে নিজ কীর্তন শুনিঞা।।
অতি সুমধুর মুখ-আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি।।
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগ-মন লোভে।।

দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ।।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান।।

(নট-মঙ্গল)

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম-মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে।। ধ্রু।।
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি যত দেখি,
সবেই নররূপ ধরি' রে।
গায়েন 'হরি' 'হরি' গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহ নাহি পারি রে।।
দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ 'হরি' 'হরি' রে।
মানুষে দেবে মেলি, একত্র হঞা কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে।।
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্জেয় চৈতন্যের খেলা রে।।
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ নাচে, গায়, বা'য় রে।।

সব-ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা শ্রীগৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন-দাস রস গান রে।।

(মঙ্গল-পঞ্চম-রাগ)

[৫]

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে।। ধ্রু।।
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।
বহুত পুণ্যভাগ্যে, চৈতন্য-পরকাশ
পাওল নবদ্বীপ মাঝে রে।।
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরন্দর, জনম উল্লাসে,
আপন-পর নাহি জানে রে।।
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য-জয় জয় গান রে।।
দেখিল শচীগৃহে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটিচান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ-ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে।।

সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, চাঁদ-প্রভু জান,
বৃন্দাবন-দাস রস গান রে।।

শ্রীগৌরচন্দ্র-জন্ম-বর্ণনং সমাপ্তম্।

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অ)

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

শ্রীশচীতনয়ায় নমঃ

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসতি-নিরবধি-ভাববিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়ালেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ১।।
গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালম্।
ভবভয় ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ২।।
অরুণাম্বরধর-চারু কপোলম্
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৩।।
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারম্।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৪।।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগমধুরম্।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৫।।
ধৃত কটি-ডোর-কমণ্ডলু দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মুণ্ডিত-মুণ্ডম্।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৬।।
ভূষণ-ভূরজ অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৭।।
নিন্দিত অরুণ-কমল-দল লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৮।।
ইতি — শ্রীল সার্বভৌম-ভট্টাচার্য-বিরচিতং
শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্ সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকম্

নবনীরদনিন্দিত-কান্তিধরং
রস সাগর-নাগর-ভূপবরম্।
শুভ বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ১।।
ভ্রূবিশঙ্কিতে বঙ্কিম-শক্রধনুং
মুখচন্দ্রবিনিন্দিত কোটিবিধুম্।

মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্যযুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ২।।
সুবিকম্পদনঙ্গ — সদঙ্গধরং
ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্।
ভৃশলাঞ্চিত নীল সরোজ-দৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৩।।
অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
শ্রুতিদোলিত মাকর-কুণ্ডলকম্।
কটি বেষ্টিত-পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৪।।
কলনূপুর-রাজিত-চারুপদং
মণি রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজ-বজ্রঝষাঙ্কিতপাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৫।।
ভৃশ চন্দন চর্চ্চিত চারুতনুং
মণিকৌস্তুভ গর্হিত ভানুতনুম্।
ব্রজবাল শিরোমণি রূপধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৬।।
সুরবৃন্দ সুবন্দ্য-মুকুন্দহরিম্
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্বগুরুম্।
গিরিধারি-মুরারি পুরারিপরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৭।।
বৃষভানুসুতা-বরকেলিপরং
রসরাজ শিরোমণি বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্।। ৮।।
ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীদামোদরাষ্টকম্

শ্রীমৎসত্যব্রত-মুনি

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো-দ্রুত্য গোপ্যা।। ১।।
রুদন্তং মুহুর্নেত্রংযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ -
স্থিতগ্রৈব দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্।। ২।।
ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে।। ৩।।
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ।। ৪।।
ইদং তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ।। ৫।।
নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।

কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যং।। ৬।।
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেস্তি দামোদরেহ।। ৭।।
নমস্তেস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্।। ৮।।

শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

শ্রীল জয়দেব

প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে।। ১।।
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে।। ২।
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।। ৩।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৪।।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন
পদনখনীর-জনিত-জন-পাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৫।।
ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৬।।
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে।। ৭।।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি-মিলিত যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে।। ৮।।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।। ৯।।
ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।। ১০।।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।। ১১।।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তবঃ

(শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু)

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি-শিরোমুকুট-রত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম।।

প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগপুরন্দর।।
নিজাধর সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন প্রসাদিত।
সুভদ্রা লালন ব্যগ্র রামানুজ নমোস্তু তে।।
গুণ্ডিচা রথযাত্রাদি মহোৎসব বিবর্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথ মণ্ডনম্।।
দীন হীন মহানীচ দয়ার্দ্রীকৃত মানস।
নিত্য নূতন মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ।।
(শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ)

শ্রীনৃসিংহের প্রণাম

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে।। ১।।
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে।। ২।।
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।। ৩।।
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ! জয় পদ্মামুখ-পদ্মভৃঙ্গ।।

শ্রীগুর্ব্বাষ্টকম্

(শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃতম্)

সংসারদাবানল-লীঢ়লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।

প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ১।।
মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য গীত-
বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ২।।
শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার তন্মন্দির-মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৩।।
চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৪।।
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা-গুণরূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৫।।
নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরো শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৬।।
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৭।।
যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো

যস্য প্রসাদান্ন গতিঃ কুতোপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৮।।
শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ-সাক্ষাৎ -
সেবৈব লভ্যা জনুষোন্ত এব।। ৯।।

ইতি শ্রীগুর্ব্বাষ্টকম সমাপ্তম্।

শ্রীল প্রভুপাদ মহিমা

জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
গোস্বামী-ঠাকুর জয়, পরম-করুণাময়
দীন হীন অগতির গতি।।
নীলাচলে হইয়া উদয়।
শ্রীগৌড় মণ্ডলে আসি, প্রেমভক্তি পরকাশি,
জীবের নাশিলা ভবভয়।।
তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই,
তবে পারি যদি দেহ শক্তি।
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার-প্রচারে রত,
বিশুদ্ধা শ্রীরূপানুগ-ভক্তি।।
শ্রীপাট খেতরিধাম, ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার, শুনি লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি।।
শুদ্ধভক্তিমত যত, উপধর্ম কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।

হানি’ সুসিদ্ধান্ত বাণ উপধর্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়ালে উল্লাস।।
স্মার্তমত জলধর, শুদ্ধভক্তি রবিকর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে।।
স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ নিষ্কপট,
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।
মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদা বিতরণ,
হরিগুণ কথামৃত ভবে।।
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমলপ্রবাহ আনি,
শীতল করিলা তপ্তপ্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণগান।।
পূর্বে যথা গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদ করি,
বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী।
বৈষ্ণবদর্শন সূক্ষ্ম, বিচারে তুমি হে দক্ষ,
তেমতি তোষিলা বারানসী।।
দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম, হরিভক্তি যার মর্ম,
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিল নিশ্চয়।
জ্ঞান যোগ কর্মচয়, মূল্য তার কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয়।।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, ভক্তসঙ্গে পরিক্রমি,
সুকীর্তি স্থাপিলা মহাশয়।
অভিন্ন ব্রজমণ্ডল, গৌড়ভূমি প্রেমোজ্জ্বল,
প্রচার হইল বিশ্বময়।।

কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যা'রা,
তা'-সবার দোষ ক্ষমা করি।
জগতে কৈলা ঘোষণা, "তরোরিব সহিষ্ণুনা",
হন "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।।
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ, সভামধ্যে পাত্ররাজ,
উপাধি-ভূষণে বিভূষিত।
বিশ্বের মঙ্গল লাগি, হইয়াছ সর্বত্যাগী,
বিশ্ববাসি জন-হিতে রত।।
করিতেছ উপকার, যাতে পর-উপকার,
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়।
দূরে যায় ভবরোগ, খণ্ডে যাহে কর্মভোগ
হরিপাদপদ্ম যা'তে পায়।।
জীব মোহনিদ্রাগত, জাগাতে বৈকুণ্ঠদূত,
'গৌড়ীয়' পাঠাও ঘরে ঘরে।
উঠরে উঠরে ভাই, আর ত' সময় নাই,
'কৃষ্ণ ভজ' বল উচ্চৈঃস্বরে।।
তোমার মুখারবিন্দ, বিগলিত মকরন্দ,
সিঞ্চিত অচ্যুত-গুণগাথা।
শুনিয়ে জুড়ায় প্রাণ, তমোমোহ-অন্তর্ধান,
দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা।।
জানি আমি মহাশয়, যশোবাঞ্ছা নাহি হয়,
বিন্দুমাত্র তোমার অন্তরে।
তব গুণ বীণাধারী, মোর কণ্ঠ-বীণা ধরি,
অবশেতে বোলায় আমারে।।
বৈষ্ণবের গুণগান, করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধু-গুরু-মুখে।

কৃষ্ণভক্তি-সমুদয়, জনম সফল হয়,
এ-ভব সাগর তরে সুখে।।
তে-কারণে প্রয়াস, যথা বামনের আশ,
গগনের চাঁদ ধরিবারে।
অদোষদরশী তুমি, অধম পতিত আমি,
নিজগুণে ক্ষমিবা আমারে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ্, ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ,
দীনহীন পতিতের বন্ধু।
কলিতমো বিনাশিতে, আনিলেন অবনীতে,
তোমা অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু।।
কর-কৃপা বিতরণ, প্রেমসুধা অনুক্ষণ,
মাতিয়া উঠুক জীবগণ।
হরিনাম-সংকীর্তনে, নাচুক জগতজনে,
বৈষ্ণবদাসের নিবেদন।।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কীর্তন

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল-ঔড়ুলোমি মহারাজ-কৃত)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
পতিতজনের বন্ধু জয় নিত্যানন্দ।।
অদ্বৈতাচার্য জয় গদাধর শ্রীবাস।
গৌর ভক্তজনগণের কৃপা মোর আশ।।
নবধাভক্তির পীঠ নবদ্বীপ ভূমি।
অপ্রাকৃত ধাম, এর ধূলি চিন্তামণি।।
ধামবাসী কর মোরে আশিষ বর্ষণ।
গৌর-জন কৃপায়-মিলে শ্রীধাম দর্শন।।

জয় জয় মায়াপুর, জয় অন্তর্দ্বীপ।
গৌর জন্মভিটা জয়, জয় যোগপীঠ।।
বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা, জগন্নাথ জয়।
লক্ষ্মীদেবী জয় জয় ঈশান মহাশয়।।
ভকতবৎসল প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব।
গৌরকুণ্ড, নিম্ববৃক্ষ, জয় মহাদেব।।
শচীর অঙ্গনে মুঁই দেই গড়াগড়ি।
বৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ এই সাক্ষাৎ মধুপুরী।।
শ্রীবাস অঙ্গন জয়, সংকীর্তন-রাস।
হরিধ্বনি হুহুংকার, নর্তন বিলাস।।
খোল-করতাল যোগে রাত্রি জাগরণ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব যাঁহা প্রদর্শন।।
শ্রীপতি শ্রীনিধি জয়, জয় নারায়ণী।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয়, জয় শ্রীমালিনী।।
সুখী দুঃখী জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপূর্ব ব্যাসের পূজা প্রকাশ যথায়।।
অদ্বৈত-ভবন জয়, মঙ্গল ঠাকুর।
তুলসী আর গঙ্গাজলে পূজন প্রচুর।।
হুংকার শুনিয়া আইলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
পাপী, তাপী দুঃখী জীবের দুঃখ দূরে যায়।।
ভাগবত ভক্তিব্যাখ্যা অপূর্ব-শ্রবণ।
বালক নিমাইর রূপ যাঁহা মনোরম।।
জয় জয় চন্দ্রশেখর আচার্য ভবন।
লক্ষ্মীবেশে প্রকট যাঁহা প্রভুর নর্তন।।
জয় জয় প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর।
যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।।

জয় বিনোদ প্রাণ জয় প্রভুপাদ-প্রাণ।
গৌরকিশোর বাবা জয় বৈরাগ্য প্রধান।।
কাজির সমাধি জয় শ্রীধর অঙ্গন।
ছিদ্রপাত্রে জলপান স্নেহ প্রদর্শন।।
জয় শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ নীলাম্বর-ঠাকুর।
শচী-আইর জন্মস্থান শ্রীবিল্বপুকুর।।
জয় শ্রীগোদ্রুম ধাম কীর্তন-প্রমোদ।
স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ শ্রীভক্তিবিনোদ।।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জয়, সরস্বতী মঠ।
গোদ্রুম-বিহারী জয় সংকীর্তন-নট।।
গঙ্গা-সরস্বতী জয় সংগম মজ্জন।
হরিহরক্ষেত্র জয় শ্রীহংসবাহন।।
অলকানন্দার তীরে মহাবারাণসী।
সুবর্ণবিহারে রুক্ম-বর্ণ গৌর শশী।।
জয় জয় মধ্যদ্বীপ নৃসিংহঠাকুর।
ভকতবৎসল প্রভু আহ্লাদ প্রচুর।।
হিরণ্য বধিয়া প্রভু করিলা বিশ্রাম।
নৃসিংহ-তীর্থে ভক্তের কীর্তন আরাম।।
কোলদ্বীপ প্রৌঢ়মায়া কুলিয়ার চর।
গৌরকিশোর বাবার বৈরাগ্য বিস্তর।।
নবদ্বীপ জয়, শ্রীপাদসেবন-স্থান।
মহাপ্রভু-শ্রীমূর্তি যাহা বিদ্যমান।।
সিদ্ধবাবা জগন্নাথের ভজনকুটির।
বংশীদাস বাবার ভজন গঙ্গাতীর।।
ঋতুদ্বীপে সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি স্থান।
গৌর গদাধর দ্বিজ-বাণীনাথ-প্রাণ।।

জহ্নুদ্বীপে বিদ্যানগর জান্নগর নাম।
সার্বভৌমগৃহে গৌরহরির বিশ্রাম।।
মোদদ্রুম দ্বীপে বাসুদত্তের ঠাকুর।
মদনগোপালজীউ দর্শন মধুর।।
সারঙ্গ মুরারি জয় বৃন্দাবন-দাস।
চৈতন্যভাগবত যিনি করিলা প্রকাশ।।
নারায়ণী বৃন্দাবনের নিত্যানন্দ রায়।
মাম্‌গাছি ধামে প্রভু আছেন লীলায়।।
এ ধামের ধূলায় মোর দণ্ড পরণাম।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বৃন্দাবন-প্রাণ।।
গঙ্গাতীরে রুদ্রদ্বীপ অতি রম্যস্থান।
রুদ্র ইহা নৃত্য করে গৌর গুণগান।।
গঙ্গা-সরস্বতী নদীর এপার-ওপার।
নয়টি দ্বীপে গৌর-ধামের বিস্তার।।
নিজধামে লীলা প্রভু করে অনুক্ষণ।
সর্বত্র প্রকট তাঁর নর্তন-কীর্তন।।
বহুভাগ্যে মিলে তাঁর দর্শন শ্রবণ।
গৌর-জন কর মোরে কৃপা বিতরণ।।
ভক্তিবিনোদ সরস্বতীর চরণ-সম্বল।
ধাম-পরিক্রমা গায় শ্রীভক্তিকেবল।।

শ্রীক্ষেত্রধাম পরিক্রমা কীর্তন

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিকেবল-ঔড়ুলোমি মহারাজ-কৃত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধরাদ্বৈত জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।

শ্রীক্ষেত্রধাম জয় নীলাচল-পুরী।
সমুদ্র মহাতীর্থ হৈল পাদধৌত করি'।।
চৈতন্যের লীলাবলী সর্বত্র উজ্জ্বল।
গৌরভক্ত জনগণের বড় প্রিয় স্থল।।
জয় জয় গম্ভীরা কাশীমিশ্রের ভবন।
নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলা-নিকেতন।।
রামানন্দ স্বরূপ সহ রস-আস্বাদন।
রূপ-সনাতন-সহ কৃষ্ণ-আলাপন।।
কৃষ্ণ-বিরহোন্মাদ সাত্ত্বিক-বিকার।
অশ্রু, কম্প, স্বেদাদি পুলক-সঞ্চার।।
সনাতনের কণ্ডু-রসায় প্রভুর আলিঙ্গন।
রঘুনাথের সড়া প্রসাদ কাড়িয়া-ভক্ষণ।।
গদাধর-শ্রীনিবাস হরিদাস প্রাণ।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতের কভু অবস্থান।।
রাঘবের ঝালি, শিবানন্দের সেবন।
গৌড়ীয়া ভক্তগণের বর্ষে আগমন।।
গুণ্ডিচা-মার্জন প্রভুর রথাগ্রে নর্তন।
নরেন্দ্রেতে স্নান প্রতাপরুদ্রের মোচন।।
জগন্নাথ-দরশন নর্তন, কীর্তন।
আচণ্ডালে সর্বজনে প্রেম-বিতরণ।।
নীলাচল-মহাতীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ধন।
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র ভূষণ।।
জয় জয় জগন্নাথ চৈতন্যবল্লভ।
নিত্য নব নব তব যাত্রা-মহোৎসব।।
স্নান-যাত্রা, রথ-যাত্রা, চন্দন-যাত্রায়।
লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের আনন্দ বাড়ায়।।

সুভদ্রা মাইজী জয় প্রভু বলরাম।
জগন্নাথ জয় জয় কমল-নয়ান।।
দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তম জয় ঘনশ্যাম।
সর্বলোক ত্রাণ প্রভু করুণা প্রধান।।
অধরামৃত মহাপ্রসাদ অকাতরে দান।
অপূর্ব সৌরভে মাতে ভকতের প্রাণ।।
প্রসাদ, দর্শন-দানে দয়ার সীমা নাই।
পতিতপাবন প্রভু জয় তব গাই।।
জয় টোটা গোপীনাথ গদাধর-প্রাণ।
জয় প্রভু-বলদেব নয়নাভিরাম।।
পণ্ডিতের সহ প্রভুর হেথায় মিলন।
চটক-পর্বত জয় জয় গোবর্ধন।।
গৌর-গদাধর জয় পুরুষোত্তম-মঠ।
সরস্বতী ঠাকুর জয়, বিনোদ মাধব।।
শ্রীসিদ্ধবকুল জয় হরিদাস-ঠাকুর।
রসনায় নৃত্য সদা শ্রীনাম মধুর।।
সমুদ্রতরঙ্গ-ধৌত বালুকার চরে।
সমাধি দিলেন প্রভু তাঁরে নিজ-করে।।
স্কন্ধে তাঁর অঙ্গ ধরি' করেন নর্তন।
ভকত-বৎসল প্রভুর স্নেহ-নিদর্শন।।
সার্বভৌম-গৃহে প্রভু ভঙ্গী করি' আইলা।
ষড়ভুজ-মূর্তি তাঁরে তথা দেখাইলা।।
জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান মনোরম।
রামানন্দ-রায় যথা করেন ভজন।।
নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীচন্দন-যাত্রায়।
মদনমোহন বিহার করেন লীলায়।।

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গে করি'।
নরেন্দ্রেতে স্নানকেলি করে গৌরহরি।।
সুন্দরাচল জয় শ্রীগুণ্ডিচা-ভবন।
রথ-যাত্রা করি জগন্নাথের গমন।।
কিবা সে ঐশ্বর্য-প্রকাশ রথযাত্রা-কালে।
লক্ষ লক্ষ নরনারী নাচে কুতূহলে।।
রথে বসি জগন্নাথ কমল-নয়ন।
কৃতার্থ করেন সবে দিয়া দরশন।।
শঙ্খ, ঘন্টা, করতাল, মৃদঙ্গ বাদন।
মহোল্লাসে ভক্তগণের নর্তন-কীর্তন।।
মহা-মহোৎসবে ভক্তের উল্লাস প্রচুর।
জয় জয় জগন্নাথ-দর্শন মধুর।।
শ্রীনৃসিংহ-মন্দির জয় আইটোটা-স্থান।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে ভক্তের বিশ্রাম।।
পরমানন্দপুরী-কূপ সর্বতীর্থময়।
চক্রতীর্থে ক্ষেত্রযাত্রী দর্শনেতে যায়।।
যমেশ্বর-শিব জয় কপালমোচন।
লোকনাথ, নীলকণ্ঠ, মার্কণ্ড-পাবন।।
শ্রীক্ষেত্রে পঞ্চ শিব আছেন সদায়।
জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবার সহায়।।
সাতাসন, ভক্তিকুটী ভক্তিবিনোদ-স্থান।
প্রভুপাদের জন্মতীর্থে দণ্ড পরণাম।।
ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর চরণ-সম্বল।
ক্ষেত্র পরিক্রমা গায় শ্রীভক্তিকেবল।।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর শোচক

ও মোর জীবন-গতি, শ্রীরূপ গোঁসাই অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়।।
পরম বৈরাগ্য যাঁর, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য পরিহরি'।
চৈতন্যের আগমন, শুনি হরষিত মন,
প্রয়াগে চলিলা ত্বরা করি'।।
অনুজ বল্লভ-সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু যথায় বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া।।
পুনঃ পুনঃ দুইজনে, নিরখিয়া প্রভু-পানে,
প্রেম-জলে ভরিল নয়ন।
দন্তে তৃণ গুচ্ছ ধরে, বিধি-মতে স্তব করে,
শুনিলে ব্যাকুল হয় মন।।
শ্রীরূপেরে নিরখিয়ে, প্রভু প্রেমে মত্ত হ'য়ে,
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ, ভব, দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
সে চরণ মস্তকে ধরিলা।।
প্রেমে বশ গৌররায়, উঠ উঠ বলি' তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ জুড়িয়া কর, স্তুতি করে বহুতর,
তাহা কিছু না হয় বর্ণন।
তবে প্রভু রূপে লৈয়ে, নিকটেহে বসাইয়ে,

সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব
কহে কিছু চিন্তা নাহি আর।।
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কিছুদিন কাছে থুয়া,
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব জানাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি' আলিঙ্গন,
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা।।
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহাহর্ষ-চিত্তে।
কহেন মধুর বাণী সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে।।
এই মত কহে যত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্রমুখ, নয়নে হেরিয়ে রূপ,
ভূমে পড়ে মূর্ছিত হইয়া।।
সে সময়ে ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবন গমন করিলা।।
অত্যন্ত আনন্দ চিতে, শীঘ্র আইল মথুরাতে,
সুবুদ্ধি-রায়ের দেখা পাইলা।
রায় আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ কানন দেখাইলা।।
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহে সুমিলন,

দোঁহে প্রেমে আপ্ত নাহি জানে।।
আলিঙ্গন করি দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি' পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিত্তে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি দোঁহে ধরণী লোটায়।।
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমের উল্লাসে।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি,
ভুঞ্জে, কভু থাকে উপবাসে।।
ছিঁড়া কাঁথা বহির্বাস, এইমাত্র বহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপয়ে মধুর নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্তন।।
ক্ষণে করে সংকীর্তন, অন্তর্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজনরীতি তাঁ'র।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত-গ্রন্থ
প্রেম-সম অক্ষর যাঁহার।।
মহাধীর অত্যুদার, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যাঞা।
'হা শচীনন্দন' বলি', কাঁদয়ে দুহাত তুলি,
ডাকে রাধাকৃষ্ণনাম লঞা।।
অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব এক মুখে।
অধম পামরগণ, পতিত দুঃখিত জন,
নিজগুণে কৃপা করেন তাকে।।

নরহরি দুরাচার, কর মোরে অঙ্গীকার,
তাপেতে হইল সদা ভোর।
তুয়া পাদপদ্মে মন, রহে যেন সর্বক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর।।

[২]

(পহিড়া)

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই।।
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্বোপরি অনুপম,
সর্ব-অবতারী নন্দসুত।
তাঁর কান্তাগণাধিকা, সর্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-সঙ্ঘযূথ।।
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা।।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি।।
রাধাকৃষ্ণ-রসকেলি, নাট্যগীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী।।

চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সেই সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ।।

[৩]

(বিহাগড়া)

যঙ্ কলি রূপ শরীর না ধরত।
তঙ্ ব্রজপ্রেম, মহানিধি কুঠরীক,
কোন্ কপাট উঘাড়ত।।
নীর-ক্ষীর-হংসন, পান-বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি’, ভজি’ বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত।।
যব পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ,
মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু পান কোন্ জানত,
বিদ্যমান করি বন্ধ।।
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত, রাধামাধব-রতি,
কো জানত সোই প্রীত।।
যাকর চরণ, প্রসাদে সকল জন,
গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ কমলে, শরণাগত মাধো,
তব মহিমা উর লাগত।।

[৪]

(বিহাগড়া)

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন, বচন রসায়ন,
আনন্দহুকে গাগর।।
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়,
প্রেমভকতিকে আগর।
উজ্জ্বল প্রেম, মহামণি প্রকটিত,
দেশ গৌড় বৈরাগর।।
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত রঞ্জন,
বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কিরীত বিমল যশ, শুন তঁহি মাধো,
সতত রহল হিয়ে জাগর।।

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামী-প্রভুর শোচক সম্পূর্ণ।

শ্রীল-সনাতন-গোস্বামী প্রভুর শোচক

[১]

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
শ্রীরূপে করুণা করি, ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো অধমে নহিল স্মরণে।।
মোর কর্ম্মদড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি'।
আপন করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি'।।

পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ-বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ।।
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
করুণা-আভাস করি, সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার।।
এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন।
হেনকালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন।।
রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ-দাস, মনে করে অভিলাষ,
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান।।

[২]

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্র পেয়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা।।
ছিঁড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে, একগুচ্ছ দন্তে ধরে,
পড়িলা চৈতন্য-পদতলে।।

দরবেশ-রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পশারিয়া আইসে ধেয়ে।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
অধমেরে স্পর্শ কি লাগিয়ে।।
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার বুদ্ধিহীন,
নীচ-কুলে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর-জনে, স্পর্শ, প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার।।
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।
কৃষ্ণের করুণা আছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পাবিত্র্য লাগিয়া।।
ভোট-কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইয়া সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভুপাশে পুনরাগমন।।
আজ্ঞা দিল রূপ সনে, দেখা হ'বে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিল গমনে।
গৌরাঙ্গ করুণা করি', রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।।
ছেঁড়া কান্থা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস।
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।।

অতঃপর সনাতন, প্রবেশিল বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি, সনাতনের গলে ধরি',
কাঁদে রূপ গদ্‌গদ্‌-বচন।।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে গোঁয়ায় সনাতন।
কতদিনে তাহা ছাড়ি', কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।।
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
এইরূপে কতদিন থাকে।।
কতদিন অন্তর্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
কৃষ্ণনাম-গানে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে।।
ছাড়ি' ভোগ-অভিলাষ, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।
কখনো বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস।।
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কন্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
এ রাধাবল্লভদাস, মনে করে অভিলাষ,
কতদিনে হ'ব তা'র দাস।।

[৩]

(শ্রীরাগ)

জয় জয় পঁহু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণ গ্রাম।।
তেজল সকল সুখ সম্পদ্ অপার।
শ্রীচৈতন্য-চরণ-যুগল করু সার।।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি' বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ।।
শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি'।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি'।।
যুগল-ভজন-লীলা-গুণ-নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপম।।
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ।।
বিপুল-পুলকভর নয়নহি নীর।
'রাই-কানু' বলি' পড়ই অথির।।
ভাব বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখন বিহরই যমুনাক তীর।।
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই-মনোহর সোই গোসাঞি।।

(ইতি শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি প্রভুর শোচক সমাপ্ত)

শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভুর শোচক

[১]

যবে রূপ-সনাতন, ব্রজে গেলা দুই জন,
শুনইতে রঘুনাথদাস।
নিজরাজ্য অধিকার, ইন্দ্রসম-সুখ যার,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ।।
উঠি' রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোদ্বেগে চলি যায়,
সদা চিন্তে চৈতন্য চরণ।।
একদিন এক গ্রামে, সন্ধ্যাকালে গোবাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা।
এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খেয়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা।।
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি-শয্যা নাহি জানে,
কণ্টকে হাঁটয়ে সেই পায়।।
যিঁহো বেলা দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড়্‌রস করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন।।
বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল-পুরে।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দু'নয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চৈঃস্বরে।।

এ রাধাবল্লভদাস, মনে করি অভিলাষ,
কোথা মোর রঘুনাথদাস।
তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁর পদরেণু করি আশ।।

[২]

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস-চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
কলত্র গৃহ সম্পদ্ নিজরাজ্য অধিপদ
মলপ্রায় সকল তেজিল।।
পুরশ্চর্যা কৃষ্ণনামে গিয়া সে পুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুনঃ রঘুনাথ দাস
নয়নগোচর হ'বে কবে।।
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া
গোবর্ধন-শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্ধনে শ্রীরাধার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিল যাহারে।।
গৌরাঙ্গের অগোচরে নিজকেশ ছিঁড়ি করে
বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে গেলা গিরি গোবর্ধনে
দু'-গোঁসাই তাহারে রাখিলা।।
ধরি রূপ-সনাতন রাখিল তাঁর জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাইর আজ্ঞা পেয়ে রাধাকুণ্ডের তটে গিয়ে
নিয়ম করিয়া বাস কৈলা।।

ছিঁড়া বস্ত্র পরিধান ব্রজফল গব্য পান
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নানাচরি স্মরণ কীর্তন করি
রাধাপদ ভজন যাহার।।
ষাট দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানে
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুয়ে থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
তিলার্ধেক ব্যর্থ নাহি যায়।।
চৈতন্যের পাদাম্বুজে রাখে মনোভৃঙ্গরাজে
স্বরূপের সদাই আশ্রয়।
ভিন্নদেহ রূপ-সনে গতি যাঁর সনাতনে
ভট্ট গোঁসায়ের প্রিয় মহাশয়।।
শ্রীরূপের গণ যত যাঁহার পদ-আশ্রিত
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্তনাদ করি কাঁদি' বলে হরি হরি
প্রভুর করুণা হ'বে কবে।।
হে রাধিকার বল্লভ গান্ধর্বিকার বান্ধব
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বর হা হা কৃষ্ণ দামোদর
কৃপা করি' কর আত্মসাথ।।
প্রভু রূপ সনাতন তিন হৈলা অদর্শন
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি বৃথা দেহে প্রাণ রাখি
সেবাচার বাড়ায় দ্বিগুণ।।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীসূত তাঁ'র গুণ যত যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থান দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবগণ
সভাকারে করয়ে প্রণাম।।

রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
রুখা শুখা অন্নমাত্র সার।
শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদেতে, অন্ন ছাড়ি সেই হৈতে,
ফল গব্য করেন আহার।।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করেন জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ।।
স্বরূপের অদর্শনে, না দেখে রূপের গণে,
বিরহে বিকল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণকথালাপ বিনে, শ্রবণে নাহিক শুনে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্তনাদে।।
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা আছ হে ললিতা,
হে বিশাখে দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন।।
কাঁদে গোঁসাই রাত্রদিনে, পুড়ি' যায় তনুমনে,
বিরহে হইল জর জর।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।।
সেই রঘুনাথদাস, পূরিবে মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভদাস, মনে করে অভিলাষ,
সভে মোরে করহ প্রসাদ।।

ইতি শ্রীল-রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর শোচক

আরে মোর জীবন ধন, অনুপমের নন্দন,
শ্রীজীবগোঁসাই দয়াময়।
অতি সুরচিত যাঁর, শুনি' লাগে চমৎকার,
পরম পণ্ডিত মহাশয়।।
গৃহে থাকি অনুক্ষণ, কৃষ্ণকথা আলাপন,
তিলার্দ্ধেক নাহি যায় বৃথা।
অত্যন্ত উদার-চিত্ত, প্রেমেতে সতত মত্ত,
ক্ষণেক না শুনে অন্য কথা।।
অল্পকালে হেন গুণ, ঐশ্বর্যে নাহিক মন,
সদা চিন্তে বৃন্দাবন যাইতে।
কি কহিব অনুরাগ, করি' গোঁসাই সর্বত্যাগ,
যাত্রা কৈল মহা আনন্দেতে ।।
নিত্যানন্দ-প্রভু-স্থানে, শীঘ্র গেলা হর্ষ-মনে,
যাইয়া করিল দরশন।
নেত্রে অশ্রুযুক্ত হৈয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
বন্দিলেন যুগল চরণ।।
নিত্যানন্দ-প্রভু প্রীতে, নিজপদ তার মাথে,
ধরিলেন পরম আনন্দে।
দুই ভুজ ধরি' তোলে, শ্রীজীব করিল কোলে,
রূপ সনাতনের সম্বন্ধে।।
গোঁসাই আনন্দমন, দৈন্য করে পুনঃ পুনঃ,
আজ্ঞা দেহ যাই বৃন্দাবন।
শুনি নিত্যানন্দ রায়, শ্রীজীবের পানে চায়,
প্রেমজলে ভরিল নয়ন।।

পুনঃ নিত্যানন্দ রাম,　　　　　সোঙরি চৈতন্য-নাম,
কহে অতি মধুর বচন।
তোমার বংশে সেই স্থান,　　　　　দিয়াছেন এই শুন,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।।
নিত্যানন্দের আজ্ঞা পাঞা,　　　　　চলে মহাসুখী হঞা
কি কহিব যৈছন গমন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি',　　　　　কভু ডাকে ভুজ তুলি
কভু ডাকে রূপ সনাতন।।
চিন্তে মনে অনুক্ষণ　　　　　কবে যাব বৃন্দাবন
কবে রাধাগোবিন্দ দেখিব।
সুললিত কৃষ্ণগুণ　　　　　কবে হ'বে দরশন
নয়ন পরাণ জুড়াইব।।
এইরূপে পথে চলে　　　　　কা'রে কিছু নাহি বলে
ভক্ষ্য দ্রব্য মিলে অনায়াসে।
অতি সুকুমার হয়　　　　　কভু দুঃখ না জানয়
চলে মাত্র প্রেমের আবেশে।।
কতদিনে মথুরাতে　　　　　গেলেন আনন্দচিতে
মধুপুরী করিল দর্শন।
যমুনাতে স্নান করি,　　　　　বৃন্দাবন পানে হেরি',
অবিরত ঝরয়ে নয়ন।।
তথা হৈতে হর্ষমনে　　　　　প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
দু'-গোঁসাইর চরণ বন্দিল।
দূরে গেল মনোদুঃখ　　　　　হইল পরম সুখ
আর কত বন্দিতে নারিল।।
রূপের আনন্দ হৈল　　　　　শ্রীজীবেরে কৃপা কৈল
সনাতনের অনুমতি পেয়ে।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বসুখে সুখী করাইল তাঁকে
সবে হর্ষ শ্রীজীবে দেখিয়ে।।
শ্রীজীবের গুরুভক্তি কহিতে নাহিক শক্তি
অনুক্ষণ করয়ে সেবন।
গোঁসাই যে আজ্ঞা করে তাহা যত্নে ধরে শিরে
অন্য না জানয়ে যার মন।।
নিত্যানন্দের আজ্ঞা লৈয়া যৈছে আইলা সুখী হৈয়া
তৈছে গোঁসাই আজ্ঞা-ফল পাইলা।
সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ, নাহিক তাঁহার সম,
বহুগ্রন্থ বর্ণন করিলা।।
গুণের নাহিক অন্ত, কি কহিব ভক্তিতত্ত্ব,
রাখিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া।
সনাতনের দয়া যত, তাহা বা কহিব কত,
শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া।।
বৃন্দাবনে সবে সুখী, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি,
জীব-গোঁসাইর চরিত্র সুধীর।
যেরূপে ভজন করে, তাহা কে কহিতে পারে,
সদা প্রেমে পুলক শরীর।।
ব্রজপুরে এই মতে, রহয়ে উল্লাস-চিতে,
কে বুঝিবে তাঁহার আশয়।
দু’-গোঁসাইর অদর্শনে, যে বিরহ ভেল মনে,
তাহা কহিবার যোগ্য নয়।।
ধরণীতে লোটাইয়া, কান্দয়ে আকুল হৈয়া,
ফুৎকার করয়ে অনুক্ষণ।
‘হা চৈতন্য’ মোর প্রাণ, প্রভু নিত্যানন্দ রাম,
কোথা প্রভু রূপ-সনাতন।।

ধারা বহে দু'নয়নে, না চাহয়ে কার পানে,
চিত্তে অতি অস্থির হইলা।
রাত্রে প্রভু রূপ আসি, স্বপ্ন দিল কাছে বসি,
তবে কিছু দুঃখ সম্বরিলা।।
সেইদিন শ্রীনিবাস, আইল শ্রীজীবপাশ,
তাঁরে দেখি' হর্ষ হৈল মন।
নরোত্তম তা'র পরে, আসিয়া মিলিলা তাঁরে,
জীব-সঙ্গে সদাই দু'জন।।
প্রেমের স্বরূপ দোঁহে, দেখিয়া আনন্দে রহে,
ভক্তিগ্রন্থ পঠায় সদায়।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত, সেই রসে মহামত্ত,
আর কিছু মনে নাহি ভায়।।
সদা গোবিন্দের সেবা, পরিপাটি জানে কেবা,
যৈছন পিরীতি নাহি সীমা।
যদি হয় লক্ষ মুখ, তথাপি না হয় সুখ,
কি কহিব জীবের মহিমা।।
পতিত অধম জনে, করি' কৃপা নিজগুণে,
যত্নে প্রেমভক্তি করে দান।
আর কি কহিব গুণ, শুনিয়া পাষণ্ডগণ,
অনায়াসে পায় পরিত্রাণ।।
নরহরি-দাসে কয়, তরাও হে মহাশয়,
পড়ি' আছি ভবসিন্ধু মাঝে।
এ পামরে করি দয়া দেহ মোরে পদছায়া,
তবে সে দয়ালু নাম সাজে।।

ইতি শ্রীল-জীবগোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীল- গোপালভট্টগোস্বামী প্রভুর শোচক

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া।
শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ,
নিছনি নিয়া যাইরে মরিয়া।।
পিরীতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দ মুখ অরুণ অধর।
ঝলকে দশন-কাঁতি, জিনি মুকুতার পাঁতি,
হাসি কহে অমৃত-মধুর।।
পরাণের পরাণ যার, রূপ-সনাতন আর,
রঘুনাথ যুগল জীবন।
পণ্ডিত কৃষ্ণ, লোকনাথ, জানে দেহভেদমাত্র,
সরবস্ত্র শ্রীরাধারমণ।।
প্রেমেতে বিথার অঙ্গ, চৈতন্য-চরণ-ভৃঙ্গ,
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন।
সভে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ,
এই ব্যবসায় চিরদিন।।
লীলা-সুধা-সুরধুনী, রসিক-মুকুটমণি,
রসাবেশে গদগদ হিয়া।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজনবন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া।।
হা হা মূর্তি সুমধুর হা হা করুণার পূর,
হা হা চিন্তামণিগুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাও মাধুরী-সার,
শ্রীচরণকমল-লাবণি।।

অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে,
তুয়া পরিকর-পদ-পায়ে।
নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে,
জনম গোঁয়ানু খলি খায়ে।।
অপরাধ পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে,
পতিত-পাবন আশাবন্ধ।
লোভেতে চঞ্চল-মতি, উপেখিলে নাহি গতি,
ফুকারই মনোহর মন্দ।।

ইতি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুর শোচক

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য।
প্রভুকে দেখিতে চলে ছাড়ি’ সর্ব কার্য।।
কাশী হইতে চলিলা গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গেতে সেবক এক চলে ঝাপি লৈয়া।।
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে গিয়া মিলিলা কুতূহলে।।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি’ পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি’ কৈলা আলিঙ্গনে।।
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইহা করিবে প্রসাদভোজন।।
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা।।
এই মতে প্রভু সনে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস।।
অষ্টমাস রহি’ প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
‘বিবাহ না করিহ’ বলি নিষেধ করিলা।।

'বৃদ্ধ পিতামাতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।
পুনরপি একবার আসিবে নীলাচলে।
এত কহি' কণ্ঠমালা দিল তা'র গলে।।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তারে বিদায় দিলা।
প্রেমে গদগদ ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা।।
স্বরূপাদি প্রভু ঠাঁই অনুজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া।।
চারি বৎসর ঘরে পিতামাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত ঠাঁই ভাগবত পড়িলা।।
পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভু ঠাঁই গেল ভাবেতে গলিয়া।।
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা।।
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তথা গিয়া রহ রূপ-সনাতন-সনে।।
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান।।
এত' বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা।।
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পান চিড়া মহোৎসবে পায়া ছিলা।
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা।।
প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা পায়া আইলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে।।

রূপগোঁসাইর সভায় করে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতেও লয় তার মন।।
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রে অশ্রু, রুদ্ধ-কণ্ঠ না পারে পড়িতে।।
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ।।
কৃষ্ণের মাধুর্য গুণ যবে পড়ে মনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈয়া কিছুই না জানে।।
গোবিন্দের চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যার প্রাণধন।।

ইতি — শ্রীল-রঘুনাথ-ভট্টগোস্বামি - প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীবৈষ্ণব-শরণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।।
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ।।
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস।।

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।
মহাপ্রভুর গণ-সব পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ।।
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি।।
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো অধমে কর নিজ দাস।।
সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমধন লুটে।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন-দাস এই লোভে কয়।।

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দনদাস বিরচিত শ্রীবৈষ্ণব-শরণ সমাপ্ত

শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা

[১]

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ।। ধ্রু।।
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করো গুরু-বৈষ্ণবচরণে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে।।
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন জন হঙ শিশু অল্পমতি।।
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা।।

যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে।।
বন্দো শচী জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর।।
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।।
বন্দিব যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিত-পাবন অবতার ধন্য ধন্য।।
বন্দো লক্ষ্মীঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি বন্দনা করিয়া।।
বন্দো পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত।।
দয়ার ঠাকুর বন্দো শ্রীনিত্যানন্দ।
যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ।।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি।।
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে।।

[২]

ধন্য, অবতার গোরা ন্যাসি-শিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি।। ধ্রু।।
সাবধানে বন্দো আগে মাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরি।।
আচার্য-গোসাঞি বন্দো অদ্বৈত-ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন-ভিতর।।

সীতা-ঠাকুরাণী বন্দো হঞা একমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দো তাঁহার নন্দন।।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি।
যাঁ'র নাম ল'য়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি।।
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁ'র ভুবন-বিদিত।।
ভক্তি করি' বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁ'রে বলিলা জননী।।
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে করিলা আপনে।।
হরিদাস ঠাকুর বন্দো বিরক্ত-প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম।।
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগৎ-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতিপাঠে যেঁহ ব্রহ্মা সাক্ষাৎ।।
বন্দিব মুরারিগুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব অবতারে যাঁ'র নাম হনুমন্ত।।
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দো চন্দ্র-সুশীতল।
আচার্যরত্ন বলি যাঁ'র খ্যাতি নিরমল।।
গোবিন্দ গরুড় বন্দো মহিমা অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁ'র অধিকার।।
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব।।
শ্রীগোবিন্দ-দাস বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে।।
বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।।

বন্দিব শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন।।
বন্দো মহাশয় চক্রবর্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর।।
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোগুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন।।
বন্দো সদাশিব আর শ্রীগর্ভ নিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান বন্দো আর বিদ্যানিধি।।
বন্দিব ধার্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর।।
নন্দন আচার্য বন্দো লেখক বিজয়।
বন্দো রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়।।
বন্দো খোলাবেচা খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু সঙ্গে যাঁ'র নিত্য কৌতুক-কোন্দল।।
বন্দো ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে।।
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর।।
বন্দিব ঈশান-দাস করযোড় করি'।
শচী-ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।
বন্দো জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দো করিয়া বিনয়।।
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দো করিয়া আনন্দ।।
বল্লভ আচার্য বন্দো জগজনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি সে লক্ষ্মীঠাকুরাণী।।

সনাতন মিশ্র বন্দো আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।।
আচার্য বনমালী বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ।।
প্রভুর বিবাহ উৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ' সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্বক্ষণ।।

[৩]

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর।। ধ্রু।।
গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দো সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁ'র স্থানে।।
কেশবভারতী বন্দো সান্দীপনি মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসীগুরু করিলা আপনি।।
বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁ'রে কহিলেন শ্রীরাধার গণ।।
পরমানন্দপুরী বন্দো উদ্ধবস্বভাব।
দামোদর স্বরূপ বন্দো ললিতার ভাব।।
নরসিংহতীর্থ বন্দো পুরী সুখানন্দ।।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দো পুরী ব্রহ্মানন্দ।।
শ্রীনৃসিংহপুরী বন্দো সত্যানন্দ-ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি।।
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন।
"বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন।।
ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ বন্দো বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দো শ্রীরাঘবপুরী।।
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দো বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস।।

শ্রীকেশবপুরী বন্দো অনুভবনানন্দ।
বন্দিব ভারতীশিষ্য নাম চিদানন্দ।।
বন্দো রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন-ভূমি দু'হে করিলা নিশ্চয়।।
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দো সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব।।
রঘুনাথদাস বন্দো রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব গোসাঞি বন্দো গোবর্দ্ধনবিলাসী।।
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবনমাঝে।
সনাতন-রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে।।
রঘুনাথভট্ট গোসাঞি বন্দিব একচিতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে।।
লোকনাথ ঠাকুর বন্দো ভূগর্ভ-ঠাকুর।
জীব নিস্তারিতে যাঁর করুণা প্রচুর।।
কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দো হঞা একমতি।
মথুরামণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি।।
শুদ্ধা সরস্বতী বন্দো বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ-ভকতি।।
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন।।
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দো সাক্ষাৎ সত্যভামা।
মহাপ্রভু কৈল যাঁরে পীরিতি পরমা।।
মহা-অনুভব বন্দো পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটী গ্রামে যার প্রকাশ-বৈভব।।
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁ'র দেখিলা ব্রাহ্মণ।।

কাশীমিশ্র বন্দো প্রভু যাহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে।।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দো রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দো।।
রায় রামানন্দ বন্দো বড় অধিকারী।
প্রভু যারে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি।।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দো-দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির।।
বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ।।
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর-দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ।।
সদাশিব কবিরাজ বন্দো এক মনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ বাহ্য নাহি জানে।।
প্রেমময় তনু বন্দো সেন শিবানন্দ।
জাতিপ্রাণ ধন যাঁর গোরাপদদ্বন্দ্ব।।
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।
শিবানন্দের তিনপুত্র বন্দিব প্রচুর।।
বন্দিব মুকুন্দদাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইল মুর্চ্ছিত।।
প্রেমের আলয় বন্দো নরহরিদাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস।।
মধুর চরিত্র বন্দো শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন।।
রঘুনাথদাস বন্দো প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়।।

আচার্য পুরন্দর বন্দো পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দো শ্রীআচার্য-চন্দ্র।।
আকাই-হাটের বন্দো কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দপুরী বন্দো সতীর্থ প্রভুর।।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে।।
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁ'রে করিল অভ্যঙ্গ-স্বরদান।।
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনু যাঁর অন্য নাহি ধ্যানে।।
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ বংশী করি' ধরে।।
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে।।
পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্তন স্থানে।।
বংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে।
গদাধরদাস করিলা বংশী অবতারে।।
ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম।।
সর্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে।।
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন-নৃত্যশকতি অগাধ।।
গৌরীদাস কীর্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজশক্তি দিয়া।।

গদাধরদাস আর শ্রীগোবিন্দঘোষ।
যাহার প্রকাশে প্রভু পাইলা সন্তোষ।।
যাঁর অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্বজ্ঞতা যাঁ'র শিশুকালে।।
করবীর-মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা বিদ্যমানে।।
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁ'র কলেবর।।
কালিয়া কৃষ্ণদাস বন্দো বড় ভক্তি করি'।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী।।
কমলাকর পিপ্পলাই বন্দো ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র, দেহ বাঁশী।।
রত্নাকরসুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতী যাঁর' দিব্যতেজোধাম।।
উদ্ধারণদত্ত বন্দো হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দসঙ্গে বেড়াইল সর্বতীর্থ।।
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্যগোসাঞিরে নিল উৎকল-নগরী।।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজন।
প্রভু যা'রে দিলা আচার্যগোসাঞির স্থান।।
বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন।
মকরধ্বজকর বন্দো প্রভুর গায়ন।।

[৪]

গোরা গোসাঞি পতিতপাবন অবতার।
তোমার করুণায় সর্বজীবের উদ্ধার।। ধ্রু।।
কবিরাজ মিশ্র বন্দো ভাগবতাচার্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দো অনন্ত আচার্য।।

গোবিন্দ-আচার্য বন্দো সর্বগুণশালী।
যে করিল রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী।।
সার্বভৌম বন্দো বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁ'র অদ্ভুত কবিত্ব।।
প্রতাপরুদ্ররায় বন্দো ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁ'রে ষড়্ভুজ আকৃতি।।
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দো উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস।।
যাঁ'র গান শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস।
তাঁর ভাই বন্দো শ্রীবনমালী দাস।।
সখীভেক ত্যজি' কৈল গোপীপদ আশ।
কহনে না যায় তাঁ'র প্রেমের প্রকাশ।।
কানাই খুঁটিয়া বন্দো বিশ্বপরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁ'র।।
বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁ'র বশ হয়।।
জগন্নাথদাস বন্দো সঙ্গীতপণ্ডিত।
যাঁ'র গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত।।
বন্দিব শ্রীশিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর।।
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দো মাহাত কাশীনাথ।
শ্রীহরিভট্ট বন্দো মাহাত বলরাম।
বন্দো পট্টনায়ক মাধব যাঁ'র নাম।।
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁ'র বংশে গৌর বিনা আর নাহি জানে।।

বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দো বড় ভক্ত করি'।।
শ্রীকরপণ্ডিত বন্দো দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্বসুখময় বন্দো যদু-কবিচন্দ্র।।
বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়।।
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দো আচার্য লক্ষ্মণ।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দো বড় শুদ্ধ মন।।
সূর্যদাস পণ্ডিত বন্দো বিদিত সংসার।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই কন্যা যাঁ'র।।
মুরারী-চৈতন্যদাস বন্দো সাবধানে।
আশ্চর্য চরিত্র যাঁ'র প্রহ্লাদ সমানে।।
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দো সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রাম সাথ।।
শ্রীকংসারি সেন বন্দো সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দো বিশ্বকর্মা-অনুভব।।
সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁ'র একান্ত বিশ্বাস।।
মহেশ পণ্ডিত বন্দো বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দো নৃত্যবিনোদী।।
নারায়ণীসুত বন্দো বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহ করিলা প্রকাশ।।
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস।।
পরমানন্দ অবধূত বন্দো একমনে।
নিরন্তর উন্মত্ত বাহ্য নাহি জানে।।

বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
বৃন্দাবনদাস বন্দো মধুরচরিত।।
পুরুষোত্তম পুরী বন্দো তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দো পুরী রঘুনাথ।।
বাসুদেব তীর্থ বন্দো আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্তপুরী হরিহরানন্দ।।
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দো নির্মল চরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত।।
বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস-নাম।
প্রভুর পালনে যাঁ'র দিব্যতেজোধাম।।
মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত ভাষ্য 'পুরুষ-মঙ্গল'।।
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস।।
রঘুনাথ ভট্ট বন্দো করিয়া বিশ্বাস।
বন্দো দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্রদাস।।
শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দো অকিঞ্চনরীতি।
ডঙ্কের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পীরিতি।।
পরম আনন্দে বন্দো আচার্য মাধব।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ।।
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দো চক্রবর্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত।।
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব।।
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা।।

বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
দেবেহ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি।।
সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মনোবচনে মধুর।।
শরণ লইনু গুরু-বৈষ্ণবচরণে।
সংক্ষেপে কহিলু কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে।।
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন।।
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা।।
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন-দাস কহে এই লোভে।।

ইতি — শ্রীদেবকীনন্দনদাস-বিরচিত বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত।

৪৪৭

রাধারাণী কি জয় মহারাণী কি জয়।
বর্ষানেবালী কি জয় জয় জয় ॥ ২ বার
বৃষভানুনন্দিনী কি জয় জয় জয়।
কির্ত্তিদানন্দিনী কি জয় জয় জয় ॥
রাধারাণী কি জয় ... ...
বৃন্দাবনেশ্বরী কি জয় জয় জয়।
রাস রাসেশ্বরী কি জয় জয় জয় ॥
রাধারাণী কি জয় ... ...
গোবিন্দমোহিনী কি জয় জয় জয়।
শ্যামমোহিনী কি জয় জয় জয় ॥
রাধারাণী কি জয় ... ...
অষ্টসখী শিরোমণী কি জয় জয় জয়।
সর্ব্বকান্তা শিরোমণী কি জয় জয় জয় ॥
রাধারাণী কি জয় ... ...
রাধাকুন্ডেশ্বরী কি জয় জয় জয়।
শ্যামাকুণ্ডেশ্বরী কি জয় জয় জয় ॥
রাধারাণী কি জয় ... ...
জয় রাধারাণী জয় ব্রজবালা।
জয় শ্যামসুন্দর জয় নন্দলালা ॥ ২ বার
রাধারাণী কি জয় ... ...
জয় জয় রাধে জয় জয় শ্রীরাধে।
রাধে রাধে রাধে জয় জয় শ্রীরাধে ॥
রাধারাণী কি জয় ... ...
জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে। ২ বার
হরিবোল হরিবোল হরিবোল। ২ বার

———

গৌরহরি বোল গৌর নিত্যানন্দ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর শ্রীঅদ্বৈত বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর গদাধর বোল।
গৌরহরি বোল গৌর শ্রীবাস পণ্ডিত বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তবৃন্দ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর গুরুদেব বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তিসুহৃদ্ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তিশ্রীরূপ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তিকেবল বোল।
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তিপ্রদীপ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তিপ্রসাদ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর প্রভুপাদ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর গৌরকিশোর বোল।
গৌরহরি বোল গৌর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর জগন্নাথ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর বলদেব (বিদ্যাভূষণ) বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর বিশ্বনাথ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর নরোত্তম বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর কৃষ্ণদাস (কবিরাজ) বোল।
গৌরহরি বোল গৌর দাস রঘুনাথ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর ভট্টরঘুনাথ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর গোপালভট্ট বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর জীবগোস্বামী বোল।
গৌরহরি বোল গৌর রূপগোস্বামী বোল ॥

গৌরহরি বোল গৌর সনাতন বোল।
গৌরহরি বোল গৌর স্বরূপদামোদর বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর রায় রামানন্দ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর সার্বভৌম বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর হরিদাস ঠাকুর বোল।
গৌরহরি বোল গৌর ভক্তবৃন্দ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর ক্ষেত্রবাসী বোল।
গৌরহরি বোল গৌর ব্রজবাসী বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর নদীয়াবাসী বোল।
গৌরহরি বোল গৌর ধামবাসী বোল ॥
প্রেমদাতা নিতাই বোল গৌরহরি হরিবোল।
প্রেমানন্দে বাহু তুলে গৌরহরি হরিবোল ॥
প্রেমানন্দে নেচে নেচে গৌরহরি হরিবোল।
নিতাই এনেছে নাম গৌরহরি হরিবোল ॥
নিতাই গৌরাঙ্গে বোল গৌরহরি হরিবোল।
গদাই-গৌরাঙ্গ বোল গৌরহরি হরিবোল ॥
নদিয়াবিহারী হরি গৌরহরি হরিবোল।
গৌদ্রুমবিহারী হরি গৌরহরি হরিবোল ॥
শচীরনন্দন বোল গৌরহরি হরিবোল।
গৌরহরি বোল গৌর রাধাবিনোদানন্দ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর রাধামদনমোহন বোল।
গৌরহরি বোল গৌর রাধাগোবিন্দ বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর রাধাগোপীনাথ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর শ্রীরাধারমন বোল ॥

গৌরহরি বোল গৌর রাধাদামোদর বোল।
গৌরহরি বোল গৌর রাধাশ্যামসুন্দর বোল ॥
গৌরহরি বোল গৌর রাধাগোকুলানন্দ বোল।
গৌরহরি বোল গৌর রাধাগিরিধারী বোল ॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল ॥

———